✻ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

৪৯ বর্ষ, ৩৫১ সংখ্যা

বৃহস্পতিবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (১৩ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক) Thursday, March 4, 1971.

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

উৎসবে
ইণ্ডিয়ান
সিল্ক হাউস
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

কলকাতার খবর

মানেকশ উপস্থিত, সেনবর্মাও আসছেন, আজ জরুরী বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার

ভারতের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মানেকশ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস, পি সেনবর্মা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ, রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান, মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ প্রভৃতির মধ্যে আজ বৃহস্পতিবার রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা হবে।

জেনারেল মানেকশ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীনারায়ণ বুধবারেই কলকাতা এসেছেন। আজ বৃহস্পতিবার আসছেন শ্রীসেনবর্মা। জেনারেল মানেকশ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব বুধবার দিল্লি থেকে এসেই ফোরট উইলিয়ামে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন। পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য মিলিটারি, সীমান্তরক্ষী, সি আর পি এবং পুলিশ মোতায়েন সম্পর্কে সেখানে বিশদ আলোচনা হয়।

এর মধ্যে আজ, বৃহস্পতিবার থেকেই বিভিন্ন থানার মিলিটারি মোতায়েন শুরু হয়ে যাবে বলে ঠিক হয়েছে। এবং ছয় মারচের মধ্যেই সব থানায় মিলিটারি রাখার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবে। জেলা সদরে মিলিটারি আগেই পৌঁছে গিয়েছে।

জেনারেল মানেকশ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব বুধবার বিকালে এক বিশেষ বিমানে দমদমে নেমেই হেলিকপটারে ফোরট উইলিয়ামে চলে আসেন। হেলিকপটার থেকে নেমেই সোজা ফোরট উইলিয়ামের বৈঠকে চলে যান।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র-সচিব, আই জি ও পুলিশ কমিশনার তার আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। পূর্বাঞ্চলের জি ও সি, ইন সি লেফটেনান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, মেজর জেনারেল পি চৌধুরী, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ডাইরেকটর-জেনারেল শ্রী রুস্তমজী, সি আর পি'র প্রধান শ্রীইমদাদ আলিও উপস্থিত।

আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এর আগে পশ্চিমবঙ্গে কখনও হয়নি।

প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কী ব্যবস্থা করা হয়েছে, আরও কী করা যায়, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। মিলিটারি কতটা নামানো হয়েছে, তার বিশদ আলোচনাও হয়। এখন পর্যন্ত যেসব নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে তাতে আগের থেকে আরও বেশি-সংখ্যায় সরকারী কর্মীরা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসছেন বলেও রাজ্যের সরকারী অফিসাররা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার আসছেন

স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শুক্রবার একদিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন। তিনি সকাল দশটায় পানাগড় বিমানবন্দরে পৌঁছচ্ছেন। তারপর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মোট আট ঘণ্টায় বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি, চব্বিশ পরগনা জেলা এবং কলকাতায় পাঁচটি নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করবেন। নব কংগ্রেস সভাপতি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামও ওইদিন কলকাতা আসছেন। তিনিও হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ পরগনা জেলা ও কলকাতায় পাঁচটি নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করবেন।

ওইদিন প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ নির্বা-

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

কলকাতার ছবি

পশ্চিম বাংলার আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বুধবার সন্ধ্যায় ফোরট উইলিয়ামে অসামরিক ও সামরিক অফিসারদের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। ছবিতে বাঁথেকে ডান দিকে—মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিব শ্রীগোবিন্দনারায়ণ, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মানেকশ, জি ও সি-ইন-সি লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা, বি এস এফ-এর ডিরেকটর জেনারেল শ্রী আই কে এফ রুস্তমজী, সি আর পি'র ডিরেকটর জেনারেল শ্রীইমদাদ আলি এবং বাংলা অঞ্চলের জি ও সি মেঃ জেঃ পি চৌধুরী।

ঢাকার ছবি

মুজিবর ও আহসান

এই ছবিটি গত শুক্রবার **২৬ ফেবরুয়ারি** সন্ধ্যায় ঢাকায় ধানমণ্ডীতে শেখ মুজিবরের বাড়িতে তোলা—শেখ মুজিবর রহমান ও পূর্ব পাকিস্তানের সদ্য পদচ্যুত গভরনর ভাইস-অ্যাডমিরাল এস এম আহসানের একত্র ছবি। গভরনর আহসান সেদিনই সকালে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন—প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা সেরে।

গভরনর ভাইস-অ্যাডমিরাল এস এম আহসান মাত্র দুদিন পরেই প্রেসিডেনট কর্তৃক পদচ্যুত হলেন।

কেন? তার সম্ভাব্য কারণ: (১) ভাইস-অ্যাডমিরাল এস এম আহসান পাকিস্তান নেভির অফিসার। পূর্ব পাকিস্তানের উপর জঙ্গী নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জন্য প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান এস এম আহসানকে সরিয়ে আরমির জবরদস্ত জেনারেল সাহেবজাদা মোহাম্মদ ইয়াকুব খানকে পূর্ববঙ্গের গভরনর নিযুক্ত করেছেন। (২) শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি ভাইস-অ্যাডমিরাল আহসানের গভীর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ছিল এবং গত শুক্রবার ঢাকায় সাংবাদিকদের কাছে তিনি শেখ মুজিবরকে একজন **"মোসট ইমপরট্যানট লিডার"** বলে অভিনীত করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে গভরনর আহসান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এবং গত বৃহস্পতিবার (২৫।২) রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খানের কাছে তিনি সুপারিশ করেছিলেন যে, ৩ মারচ তারিখে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন যেন অবশ্যই বসতে দেওয়া হয়।

দঃ পূর্ব রেলপথে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত

টাটানগর লোকোশেডে হঠাৎ ধর্মঘট

স্টাফ রিপোর্টার

মঙ্গলবার মধ্য রাত থেকে টাটানগর লোকো শেডে হঠাৎ কর্মী ধর্মঘটের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে হাওড়ার সঙ্গে টাটানগর, রাঁচি, ভিলাই ও রাউরকেলার ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইসপাত কারখানাগুলিতে মালবাহী ট্রেন চলাচল অব্যাহত রাখার জন্য বুধবার কেন্দ্রীয় সরকার দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ধর্মঘট বে-আইনী ঘোষণা করে এক আদেশ জারি করেছেন। 'অত্যাবশ্যক সংস্থা চালু আইন' অনুযায়ী এই আদেশ জারি করা হয়।

ভিলাই, রাউরকেলা ও টাটানগর ইসপাত কারখানায় কাঁচা মাল সরবরাহ ও উৎপন্ন পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা যাতে চালু রাখা যায়, এজন্য দিল্লি থেকে দু কোমপানি আঞ্চলিক বাহিনী টাটানগরে পাঠানো হয়েছে। বুধবার রাত্রেই তাঁদের এসে যাবার কথা। দিল্লি থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা ওই খবর দিয়েছেন।

পূর্ব রেলের ধানবাদ বিভাগে কর্মী ধর্মঘটের সময়ও অনুরূপভাবে 'অত্যাবশ্যক সংস্থা চালু আইন' জারি করা হয়েছিল।

এই আকস্মিক ধর্মঘটের ফলে বুধবার হাওড়া-রাউরকেলার মধ্যে ট্রেন চলেনি। বোমবাই-হাওড়ার ট্রেনগুলি আদ্রা-চানডিল শাখা দিয়ে ঘুরিয়ে চালানো হয়।

কলকাতায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদর দফতরে খবর এসেছে যে, ধর্মঘটী কর্মীরা রেলপথে অবরোধ তৈরি করে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন।

সূত্রপাত

রেল কর্তৃপক্ষের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, টাটানগর ইলেকট্রিক লোকো শেডের এক কর্মীর সঙ্গে স্থানীয় হাসপাতালের এক কর্মীর বচসাকে কেন্দ্র করে ২৫ ফেবরুয়ারি থেকে ওই শেডের কর্মীরা হাসপাতাল কর্মীর বদলি ও সাময়িক বরখাস্তের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেন। মঙ্গলবার মধ্য রাত থেকে শেডের অন্যান্য বিভাগে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। সংশিলষ্ট অন্যান্য বিভাগের কর্মীরাও ধর্মঘটের সামিল হন। ফলে অবস্থা চরমে ওঠে। ইনজিন সানটিং-এর কাজে নিযুক্ত কর্মীরা কাজে যোগ না দেওয়াতে টাটানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মালবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। যাত্রিবাহী ট্রেন চলাচলও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

ট্রেন বাতিল, বিকল্প ব্যবস্থা

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ৩০২ ডাউন টাটানগর-হাওড়া ট্রেন বুধবার বাতিল করা হয়েছে। ওই ট্রেন হাওড়া-খড়্গপুরের মধ্যে চলেছে। ২৯ ডাউন ও ৩০ আপ বোমবাই-হাওড়া একসপ্রেস আদ্রা-চানডিল শাখা দিয়ে চালানো হয়। আপ ও ডাউন বোমবাই মেল, আপ ও ডাউন হাওড়া-রাঁচি একসপ্রেস ট্রেনও ওই পথে চলে। ৩২৩ আপ ও ৩২৪ ডাউন হাওড়া-রাউরকেলা একসপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

নির্বাচনের সময় এক লক্ষ সশস্ত্র রক্ষী নিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার

নির্বাচনের সময় নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবঙ্গে মোট এক লক্ষ সশস্ত্র রক্ষী নিয়োগ করা হবে—তার মধ্যে মিলিটারি, সীমান্ত রক্ষী, সি আর পি এবং পুলিশ সবাই থাকবেন।

নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত সরকারী কর্মী, প্রার্থী, ভোটদাতা সকলের নিরাপত্তার জন্যই এদের নিয়োগ করা হচ্ছে বলে বুধবার রাজ্য সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

পাক বিমান আবার ভারতের উপর দিয়ে যেতে দেবার অনুরোধ

নয়াদিল্লি, ৩ মারচ—ভারতের আকাশ-পথে পাকিস্তানী অসামরিক ও সামরিক বিমানকে উড়ে যাবার অনুমতি দেবার জন্য পাকিস্তান ভারতের কাছে বার কয়েক অনুরোধ জানিয়েছে।

প্রতিবারই পাকিস্তান পরোক্ষভাবে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে প্রস্তাব করেছে। সরাসরি আলোচনার কোন চেষ্টা করেনি।

লাহোরে ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া ভারতীয় বিমানটির জন্য ক্ষতিপূরণ দেবার ও দু'জন বিমান দস্যুকে ভারতে ফিরত পাঠাবার দাবিতে ভারত এখনও অটল।

এই দুটি দাবির একটিও মেনে নেবার কোন ইঙ্গিত পাকিস্তান এখনও দেখায় নি। —পি টি আই

ব্রিটেন ভারতকে সাবমেরিন বিক্রি করতে নারাজ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩ মারচ নির্ভরযোগ্য মহলের খবরে জানা যায়, ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার ভারতকে সাবমেরিন বিক্রি করতে অস্বীকার করেছে।

ভারত কয়েকটি সাবমেরিন কেনার ব্যাপারে ব্রিটেনের শ্রমিক সরকারের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করেন। এ আলোচনার সূত্রপাত হয় দশ মাস আগে। শ্রমিক সরকার তখন এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় রাজি হন।

গত জুন মাসে রক্ষণশীল সরকার ক্ষমতায় আসেন। তাঁরা ভারত সরকারকে জানিয়ে দেন যে, ব্রিটেন ভারতের নৌবহর শক্তিশালী করে তুলতে সাবমেরিন বিক্রি করবে না।

বন্দুক উঁচিয়ে ব্যালট বাকস ও ভোটপত্র ছিনতাই

বিহারের তিনটি কেন্দ্রে আবার ভোট

পাটনা, ৩ মারচ—আজ মুংগের সংসদীয় কেন্দ্রের গোরিপুর গ্রামে একদল সশস্ত্র লোক বন্দুক উঁচিয়ে ৮২টি ব্যালট-পত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

দুষ্কৃতকারীদের হাতে বন্দুক ও ছুরি ছিল। তারা জোর করে একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঢোকে এবং পোলিং অফিসারের কাছ থেকে ব্যালট-পত্র কেড়ে নিয়ে যায়।

এইটি ছাড়া আজ বিহারের আরও দুটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে হাঙ্গামার জন্য ভোট নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওই কেন্দ্র তিনটিতে আগামী ৭ মারচ আবার ভোট নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাকি দুটি হল: নালন্দার কোরনামা এবং সিওয়ানের জামসিকরি। বিহারের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে আজ বহু ব্যক্তি আহত হয়।

মুঙ্গেরের বাসুদেবপুরে একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে ভোটদাতাদের ভয় দেখাবার জন্য বোমা ফাটানো হয়।

মুংগেরের জামালপুর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারের ওপর বোমা নিক্ষেপ করা হয় এবং তিনি সামান্য আহত হন। এর পর সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট নেওয়া হয়।

সিওয়ান কেন্দ্রের জামসিকরি গ্রামের ৩৬নং বুথে ঢুকে কিছু সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী ব্যালট-বাকস নিয়ে পালায় বলে এখানে সরকারীভাবে জানা গিয়েছে। সেখানে ভোট নেওয়া বন্ধ আছে।

মুঙ্গেরের সাচাকুরি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নব কংগ্রেস ও নির্দল প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় তিনজন বুলেটে আহত হয়। তাদের একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

নালন্দার পুরগাওয়ান গ্রামে বন্দুক উঁচিয়ে সশস্ত্র লোকেরা ব্যালট বাকস নিয়ে পালায়। এখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রসাদ নির্বাচন প্রার্থী।

নালন্দার চারিয়াগাঁওয়ে একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

বুধবার উত্তরপ্রদেশ, বিহার, নাগাভূমিতে ভোট গ্রহণপর্ব

নয়াদিল্লি, ৩ মারচ—উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও নাগাভূমির কোন কোন স্থানে আজ লোকসভার তৃতীয় দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা হয়। ঐসব কেন্দ্রে ২ কোটিরও বেশী ভোটদাতা রয়েছেন। এই সব জায়গায় ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ ভোট পড়ে।

বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনার ফলে বিহারের ৩টি কেন্দ্রে ও উত্তরপ্রদেশের একটি এলাকায় ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়। বিহারের ঐ তিনটি কেন্দ্র হল মুঙ্গের সিতরান ও নালন্দা। ১ মারচ অপর ১৩টি কেন্দ্রের সঙ্গে ঐ তিনটি কেন্দ্রেরও ভোট গ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

লখনউর খবরে প্রকাশ, উত্তরপ্রদেশে বুধবার ৫৮টি লোকসভা কেন্দ্রে আংশিক ভোট গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

জোড়াবাগানে মৃতদেহ, ঝালদায় ব্যবসায়ী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার

বুধবার সকালে কলকাতার জোড়াবাগান থানার মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃত ব্যক্তি একজন পুরনো কাগজ সংগ্রহকারী বলে পুলিশের অনুমান। নাম রামা সাউ (৩০)।

শিবপুরে যুবক ছুরিকাহত

এদিন সকালে শিবপুর থানার নস্করপাড়া লেনে শ্রীবংকু ভট্টাচার্য (২৫) নামে এক ব্যক্তি ছুরিকাহত হন। আশংকাজনক অবস্থায় তাঁকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

পুরুলিয়ায় ব্যবসায়ী খুন

পি টি আই পুরুলিয়া থেকে জানাচ্ছেন, ঝালদা শহরের ধনী ব্যবসায়ী শ্রীব্রিজমোহন আগরওয়ালাকে বুধবার সকালে শ্মশান ঘাটের নিকট মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এ দিনই সকালে তিনি কলকাতা থেকে ফিরেছিলেন। তাঁর দেহে কতকগুলি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল।

কোচবিহারে সি পি আই নেতা খুন

কোচবিহার থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, মাথাভাঙ্গা পুলিশ থানার অন্তর্গত এক গ্রামে এক জোতদারের সমর্থক বলে কথিত কিছুসংখ্যক

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

লিলুয়ায় পূর্ব রেলের অফিসার খুন

স্টাফ রিপোর্টার

বুধবার বিকালে লিলুয়া রেল কলোনিতে রেলের পদস্থ অফিসার শ্রী ডি এন পাল (৫৮) আততায়ীর আক্রমণে নিহত হন। শ্রী পাল পূর্ব রেলের লিলুয়া ওয়ারকশপের অ্যাসিসটানট পারসোন্যাল অফিসার ছিলেন। কারখানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর কোয়ারটারের সামনেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে।

গুরুতর আহত অবস্থায় লিলুয়া রেলওয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এই প্রথম রেলের একজন পদস্থ অফিসার আততায়ীর হাতে নিহত হলেন।

পুলিশসূত্রের খবর: বেলা তখন দেড়টা। শ্রী পাল টিফিন করার জন্য বাড়ি যাচ্ছিলেন। ওঁর বাড়ি আর কারখানার মাঝখানে বেলুড় রোড। বেলুড় রোড পার হয়ে রেল কলোনীতে ঢুকে কিছু অদূরে তাঁর বাড়ির দিকে তাকালেন। বাড়ির দরজায় তাঁর মেয়ে দাঁড়িয়ে। বাবার বাড়ি ফেরার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রী পালের আর বাড়ি ফেরা হল না। হঠাৎ কয়েকজন যুবক রড, ছুরি, বোমা ইত্যাদি নিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণকারীরা শ্রী পালের ঘাড়ে, বুকে, পেটে ও হাতে পর পর আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আর্তনাদ শুনে তাঁর মেয়ে ছুটে আসে। কিন্তু আততায়ীরা তাতেও ক্ষান্ত হয়নি এবং মেয়েটির চোখের সামনে আঘাতে আঘাতে শ্রী পালের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। এর পর আততায়ীরা উধাও হয়ে যায়। পরিবারের লোকেরা শ্রী পালকে লিলুয়া হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে রেল

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ঢাকার খবর

পূর্ব পাকিস্তানে সফল 'বাংলা বন্‌ধ'

ইয়াহিয়ার গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব অগ্রাহ্য

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিললি, ৩ মারচ—জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজ সারা পূর্ব পাকিস্তানে 'বাংলা বন্‌ধ' পালন করা হয়েছে। এই সর্বাত্মক ধর্মঘটের আহ্বায়ক আওয়ামী লীগ। বনধের দরুন পূর্ব পাকিস্তানে সর্বত্র জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে।

প্রতিবাদ, বিক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্র হয়ে উঠছে। ফৌজী শাসনের বজ্রমুষ্টির বিরুদ্ধেও জনগণ উত্তাল।

এদিকে ফৌজী কর্তৃপক্ষ ঢাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করেছে।

করাচি থেকে এ এফ পি জানাচ্ছেন, আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমন গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁর

৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য

নূর খাঁর প্রতি হুমকি

নয়াদিললি, ৩ মারচ—পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ আজ পাকিস্তানের বিমানবহরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এয়ার মারশাল নূর খাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়েছেন সামরিক আইন অনুযায়ী তা দণ্ডণীয়।

নূর খাঁ এক বিবৃতিতে তাড়াতাড়ি জাতীয় পরিষদ আহ্বান করতে বলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছে নতি স্বীকার করতে পরামর্শ দেন।

এয়ার মারশাল নূর খাঁ আজ প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে দেখা করে জাতীয় পরিষদ ডাকার জন্য তাঁকে আর একটি দিন ঠিক করতে বলেন। —ইউ এন আই

ভোট নির্ঘণ্ট

নয়াদিল্লি, ৩ মারচ—আগামীকাল নিম্নলিতি ৭৯টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে:—

আসাম: করিমগঞ্জ, কোকরাজপুর, বরপেটা, গৌহাটি, তেজপুর, কালিয়াবর ও ডিবরুগড়।

গুজরাট: কচ্ছ, সুরেন্দ্রনগর, আমরেলি, ধানধুকা, পাটনা, বনস্কণ্ঠ, শবরকণ্ঠ, দোহাদ, আনন্দ, দাভৈ, মান্দভি ও বুলসর।

জম্মু-কাশ্মীর: বরমুলো, শ্রীনগর ও উধমপুর।

মধ্যপ্রদেশ: ভিন্দ, টিকমগড়, ছাতনা, খুরগুজা, রায়গড়, জানগির, রায়পুর, বস্তার, দুর্গ, জব্বলপুর, চিন্দোয়ারা, বেতুয়াল, হোসাঙ্গবাদ, খান্দোয়া ও কাবুরা।

মহারাষ্ট্র: কোলাবা, দহনু, ধুলিয়া, অকোলা, ওয়ার্ধা, পারভানী, ভির, ওসমানাবাদ, শোলাপুর,

পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে দ্রষ্টব্য

চিরবিশ্বস্ত
চিরনবীন
জনপ্রিয়
নির্ভরযোগ্য

৭২তম খেলা

ডি, বি, চ্যারিটিজ ফান্ড

পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত মেমো নং ৬৯৬৮/পি এল তাং ২৩-১২-৭০

প্রথম পুরস্কার ১,৫০,০০০ টাকা

এবং শত শত অন্যান্য নগদ ও আকর্ষণীয় সান্ত্বনা পুরস্কার

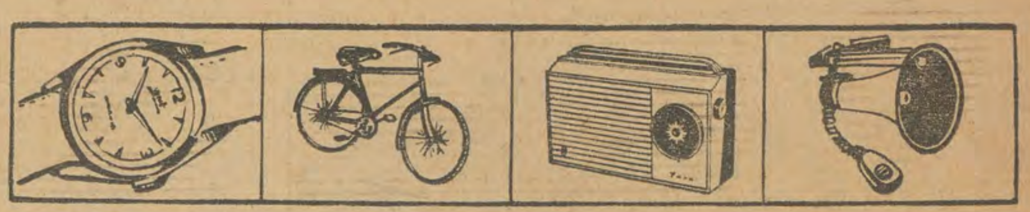

প্রথম চারটি পুরস্কার, ১০০০ টাকা ও ৫০০ টাকা পুরস্কারপ্রাপ্ত টিকিটের সমনম্বরের সকল সিরিজের টিকিটেই সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

আকর্ষণীয় কমিশন	প্রতি ৫০টি বিক্রীত বই-এর উপর বোনাস	শ্রেষ্ঠ বিক্রেতার বোনাস	পাবলিসিটি বোনাস	পুরস্কারপ্রাপ্ত টিকিটের উপর ১০% বোনাস	বিক্রেতাদের জন্য বিশেষ খেলা

টিকিট ১ টাকা — খেলা ১৪-৫-৭১

আপনার লাকি টিকিটটি আজই কিনুন

বিশদ বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য আজই লিখুন:—অবৈঃ সম্পাদক—

ডি. বি. চ্যারিটিজ ফাণ্ড, ১৫ পর্তুগিজ চার্চ স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ইস্পাত্‌ জি, বি—৭১/১

আমাদের এজেণ্টবৃন্দ

শ্রী বি এন ধর, কেঃ অঃ লাকি ডিস্ট্রিবিউটরস, ১৪৭/১ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ * মেসার্স এস পাল, ১৩/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ * এস আর নন্দী, দীপ্তি বাগ, পার-বীরহাটা, বর্ধমান * এস কে চ্যাটার্জি, এম এম চ্যাটার্জির মৃত প্রতিষ্ঠান, অ্যানেক্সার, রাণাঘাট—চাকদা, নদীয়া * পি সি আগরওয়ালা, ১১ স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি " " ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

হাওড়া এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যাদের নাম তালিকাভুক্ত করা আছে তাদের মধ্যে যাদের বয়স একুশ থেকে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এবং যাদের শিক্ষাগত মান স্কুল ফাইনাল বা তদতিরিক্ত তাদের আগামী সাধারণ নির্বাচনে পোলিং-এর কাজে নিযুক্তির জন্য আগামী ৫।৩।৭১ তারিখ বৈকাল তিন ঘটিকার মধ্যে জেলা নির্বাচন দপ্তরে (হাওড়া) উপস্থিত হয়ে নিয়োগ পত্র সংগ্রহ করতে আহ্বান জানান হচ্ছে। শিক্ষণের জন্য ২ দিন এবং নির্বাচন কাজে ২ দিন হিসেবে চার দিনের জন্য সর্বসাকুল্যে ৩৬ টাকা প্রত্যেক কর্মীকে দেয়ার ব্যবস্থা আছে। কেবলমাত্র নন টেকনিক্যাল প্রার্থীদের আবেদনই গৃহীত হবে এবং এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্তি পত্র-সহ উপস্থিত হতে হবে।
(২৬৩৬)

মাসিক ৯০, টাকা বেতনে কতিপয় মহিলা অর্গানাইজার আবশ্যক। উত্তর কলিকাতা এবং সহরতলীর বাসিন্দা হওয়া বাঞ্ছনীয়। ম্যানেজার, রঞ্জনস্ মিল্ক। ৬২, অশোক গড় (ইস্ট), কলি-৩৫।
(সি ৯৪৪৬)

তারাতলায় মোটর গ্যারেজের পূর্ণ দায়িত্ব লইতে সক্ষম অভিজ্ঞ লোক চাই। সাক্ষাৎ সকাল ৯/১০। চ্যাটার্জি ৮/১ মোহনচাঁদ রোড, খিদিরপুর। (সি ৯৪৬০)

পাত্র চাই

সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী (২৪) নবমমান, সূচী-শিল্পে, গৃহকর্মে নিপুণা পূঃ বঃ কায়স্থ পাত্রীর জন্য উপার্জনশীল ম্যাট্রিক পাত্র চাই। লিখুন—পোষ্ট বক্স নং ২৪৯৮, কলিকাতা-১। (২০৯৪ এ)

পাত্রী চাই

বেলুড়মঠে দীক্ষিত মধ্যবিত্ত (৩৫) বঙ্গজকুলীন ঘোষ ১.৬০ মিঃ। বক্স নং ২১১৯, আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯০৮৭)

টাইপরাইটার

কয়েকটি (পোর্টেবল, স্ট্যাণ্ডার্ড) টাইপ-রাইটার সুলভে সত্বর বিক্রয়। ম্যাকাসিম মার্ট। ১০৯বি, কেশব সেন স্ট্রীট। (দ্বিতলে) কলি—৯।
(সি ৯৬৫৫)

শোক সংবাদ

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, মধ্যাহ্নে, হীরেন্দ্র-

মোহন ব্যানার্জী (পটু) স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই কন্যা, ভগিনী, ছয় ভ্রাতা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন।
(সি ৯৪৯৭)

তীর্থযাত্রা ও প্রমোদ ভ্রমণ

কুণ্ডু স্পেশ্যালে

শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে বৃন্দাবনধাম সহ উত্তর ভারত। শুভযাত্রা—৭ই মার্চ। অল্পসংখ্যক সিট্ খালি আছে, অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। ৪০/১, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—১। ফোন: ২২—৭২৪৭। (২৫৪৩এ)

যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

বিক্রয়—হান্টারপেনরোজের হান্টারাইট এচিং মেসিন মোটর সহ। শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, কলিকাতা—৯।
(২৫৯৬)

আসবাবপত্র

দুটি ড্রাই ক্লিনিং দোকানের ফার্নিচার, সাইকেল-ভ্যানসহ যাবতীয় জিনিষ বিক্রয়। রি চৌধুরী, ৫ নং সাদার্ন এভেনিউ, কলি—২৬। (সি ৯৬৯৬)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

সেবায়তন শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
(গভঃ-স্পনসর্ড টীচার্স ট্রেনিং কলেজ)
পোঃ অঃ সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম, জেলা মেদিনীপুর

১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষের জন্য বি এড কোর্সে ভর্তির নিমিত্ত গ্র্যাজুয়েটদের (শিক্ষক/অ-শিক্ষক) নিকট হইতে প্রিন্সিপ্যাল কর্তৃক কেবল নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। দরখাস্ত ৩১ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে।

নিজ নামঠিকানা-লেখা, ডাকটিকিট-লাগানো খাম সহ দরখাস্ত এবং মনি-অর্ডারযোগে ২, টাকার ফী পাওয়া গেলে নির্ধারিত ফরম ও প্রসপেক্টাস পাঠানো হইবে। সমস্ত কাজের দিন মধ্যাহ্ন ১২টা ও বেলা ১টার মধ্যে কলেজ অফিসেও ফরম পাওয়া যাইবে।

এই কলেজ প্রধানতঃ আবাসিক কলেজ এবং কেবল পুরুষ ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট। তবে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের বিচার-বিবেচনা অনুসারে অল্প কিছু সংখ্যক ডে-স্কলারকেও ভর্তি করা যাইতে পারে।

মোট আসন সংখ্যার ২০% ফ্রেশার প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং কেবল নূতন গ্র্যাজুয়েটরাই ১০ মাসের জন্য মাসিক ৪০, টাকা হারে স্টাইপেণ্ড পাওয়ার যোগ্য। (২৫৯৪)

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
নোটিস

পার্ট ১ এবং ২ পোষ্ট গ্রাজুয়েট হোস্টেল পরীক্ষার্থীদের জন্য (হোস্টেল-বাসী) ১ এপ্রিল ৭১ তারিখে খুলিবে।

সুতরাং আবাসিকরা যেন ১-৪-৭১ তারিখের পূর্বে হোস্টেলে থাকার জন্য অনুরোধ না করেন।

রেজিস্ট্রার
(২৫৯৮)

কলিকাতা কর্পোরেশন
কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটিস: বিষয়: (১) এলাম কেকের জন্য টেণ্ডার এবং (২) বাতিল বয়লার, পাম্প সেট ইত্যাদির জন্য প্রস্তাব-এর সময় পিছাইয়া দেওয়া সম্পর্কে

বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ১৯৭১-৭২ সালে পলতা পাম্পিং স্টেশনে এলাম কেক সরবরাহ ও ডেলিভারীর জন্য টেণ্ডার খোলার তারিখ এবং বাতিল বয়লার, পাম্প সেট ইত্যাদির (বালীগঞ্জ পাম্পিং স্টেশনে অবস্থিত) জন্য প্রস্তাব দাখিলের তারিখ ১০ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ ছুটির দিন বলিয়া ১০ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ হইতে পিছাইয়া ১৬ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত করা হইয়াছে।

সেক্রেটারী,
কলিকাতা কর্পোরেশন
২-৩-৭১
(২৫৪৪/১)

কলিকাতা কর্পোরেশন
বিষয়: স্টোন হীটিং ড্রাম সরবরাহ

নিম্নোক্ত স্পেসিফিকেশনের অ্যাসফাল্টাম মিক্সিং প্ল্যান্টের একটি স্টোন হীটিং ড্রাম প্রস্তুত ও সরবরাহের জন্য দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে এবং তৎসমুদয় দুই প্রস্থে ৫, এস এন ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৩ ঠিকানাস্থ সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে ২২ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টায় ২য় ডি সি কর্তৃক "স্টোন-হীটিং ড্রাম তৈরী ও সরবরাহের জন্য দরপত্র" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলকরা খামে গৃহীত হইবে।

সংক্ষিপ্ত স্পেশিফিকেশন

১। স্টোন হীটিং ড্রাম ১০ মিঃ মিঃ পুরু এম এস টেস্টেড প্লেট দিয়া তৈরী করিতে হইবে।
২। ড্রামটি প্রায় ৪'-৬" ব্যাসের ও ১৬' দীর্ঘ হওয়া চাই। বিভাগীয় নির্দেশ অনুযায়ী ওয়েল্ডিং দ্বারা বা রিভেটিং দ্বারা অংশগুলি জুড়িতে বা আঁটিতে হইবে।
৩। অন্যান্য অংশ যথা: এম এস অ্যাঙ্গল ও অন্যান্য ঢালাই অংশ দ্বারা ড্রাম তৈরীর ক্ষেত্রে টেণ্ডার-দাতা টেণ্ডার দাখিল করার পূর্বে সাইটে অর্থাৎ অ্যাসফাল্টাম ডিপার্টমেণ্ট, ৬/২, পামার বাজার রোড, কলিকাতা-১৫ ঠিকানায় নমুনা দেখিয়া সন্তুষ্টিলাভ করিবেন।
৪। প্রয়োজন হইলে প্রস্তাবদাতাকে ড্রামের পুরাতন নমুনা হইতে ওয়ার্কিং ড্রইং তৈরী করিতে হইবে। এইভাবে যে ড্রইং তৈরী করা হইবে, তাহার জন্য এই বিভাগের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

সাইটে অর্থাৎ ৬/২, পামার বাজার রোডে ড্রাম সরবরাহ সমেত প্রস্তুতের জন্য সমস্ত কাজের নিমিত্ত থোক টাকার দর উল্লেখ করিতে হইবে। সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে কাজের ভার লইবার পূর্বে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে। পেমেণ্টের শর্ত ও ডেলিভারীর সময়ও উল্লেখ করিতে হইবে।

সেক্রেটারী,
কলিকাতা কর্পোরেশন
২।৩।৭১
(২৫৪৪/৩)

নোটিস

আমি শ্রীঅষ্টমচন্দ্র পাছাল, সাকিম, ১১০/এইচ/৩, নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলিকাতা—১১, এতদ্দ্বারা সর্ব-সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, গত ২৪/১০/৭০ তারিখে শ্রীমোহিনীমোহন মণ্ডল, হাল সাকিম, ৩৯, সাতকড়ি মিত্র লেন, কলিকাতা—৫৪ নিবাসী কর্তৃক জিলা—হাওড়া রেজিস্ট্রী-কৃত সাফ-কোবালা দলিল মূলে গ্রাম কাঠালিয়াস্থ মেসার্স আর এম ওয়্যার নেটিং ওয়ার্কস কারখানা, যার আয়রণ এণ্ড স্টীল কণ্ট্রোলার মহোদয় কর্তৃক ইং ১৬।১।৭১ তারিখে মঞ্জুরীকৃত এপ্রিল '৭০ হইতে মার্চ '৭১ পর্যন্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত আমদানি লাইসেন্স ও যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রাদি সহ খরিদ করিয়া মালিকানায় বহাল আছি। ইতি—

বিনীত—
R. M. WIRE-NETTING WORKS.
শ্রীঅষ্টমচন্দ্র পাছাল
Proprietor.
(সি ৯৬৪০)

নোটিস

শ্রীকৃষ্ণ কলেজ
পোঃ বগুলা (নদীয়া)

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, এই কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে গুরুতর অভিযোগে গত ৬।২।৭১ হইতে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত কলেজ ব্যাপারে কোন-প্রকার অর্থ সংক্রান্ত লেনদেন এবং/অথবা সরকারীভাবে পত্রালাপ করিলে সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে করিবেন।

মতিলাল বসাক
উকিল
শ্রীকৃষ্ণ কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পক্ষে
(২৫৮১)

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে অশোক ট্রাস্টের অফিস গত ২৬-২-৭১ তারিখে ২১৭ নং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড, কলিকাতা-৪৭ হইতে ২৩৩ নং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড, কলিকাতা-৪৭ প্রেমিসেসে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

শ্রীমণীন্দ্রলাল চক্রবর্তী
চেয়ারম্যান, অশোক ট্রাস্ট
(সি ৯৫০১)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

গুডস ট্রাফিক বুকিং-এর উপর বিধিনিষেধ

শালিমার এলাকা হইতে দঃ পূঃ রেলওয়ের এবং দঃ পূঃ রেলওয়ে ছাড়াইয়া যে কোন গন্তব্য স্থানের জন্য মালসহ কোনরূপ ব্যতিক্রম বাদে শালিমার ও আর্মেনিয়ান ঘাট হইতে যাবতীয় গুডস ট্রাফিকের বুকিং এখন হইতেই ৫ দিনের জন্য গৃহীত হইবে না। সুপার এক্সপ্রেসে বুক করা ট্রাফিকও এই বিধিনিষেধের আওতায় আসিবে।

চীফ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
পি আর|এস ই|পি এ|১|কপস-৯১
(২৬০৮)

কলিকাতা কর্পোরেশন
কলিকাতা কর্পোরেশন
টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি

নিম্নোক্তগুলির জন্য দুই প্রস্থে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে এবং উহা প্রতিটির পার্শ্বে লিখিত তারিখে বেলা ১২টা পর্যন্ত ২য় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হইবে। কিপার অফ রেকর্ডসের নিকট হইতে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন ও টেণ্ডার ফরমে প্রতি টেণ্ডার দুই প্রস্থে খামে ভরিয়া সীল করিয়া উপরে "......জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে।

টেণ্ডারের নাম	অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ	বায়নার পরিমাণ	টেণ্ডার ফরম সমেত স্পেসিফিকেশনের দাম	টেণ্ডার খোলার তারিখ
১। ১৯৭১-৭২ সালে বিবিধ স্টোর সরবরাহ ও ডেলিভারী ...	৯ লক্ষ টাকা (আনুঃ)	৫০০, টাকা এল এস	প্রতি প্রস্থ ৫০, টাকা	১৭-৩-৭১
২। চারু অ্যাভেনিউর (টালীগঞ্জ) নিকট একটি ৮"×৬"×১২" ব্যাসের নলকূপ বসানো ...	৬৭,০০০, টাকা	৯৭৫, টাকা	প্রতি প্রস্থ ২০, টাকা	১৭-৩-৭১
৩। ১৯৭১-৭২ সালে মেটার্নিটি আর্টিকলস সরবরাহ ও ডেলিভারী ...	১ লক্ষ টাকা (আনুঃ)	২৫০, টাকা	প্রতি প্রস্থ ২০, টাকা	২৩-৩-৭১
৪। ১৯৭১-৭২ সালে জাহাজ ও বাজারে জল সরবরাহের জন্য এবং রাস্তায় জল দেওয়া প্রভৃতির জন্য আবশ্যক ক্যানভাস হোস সরবরাহ ও ডেলিভারী ...	১,৫০,০০০, টাকা	১,৫০০, টাকা এল এস	প্রতি প্রস্থ ৩০, টাকা	২৩-৩-৭১

সেক্রেটারী,
কলিকাতা কর্পোরেশন
২-৩-৭১
(২৫৪৪/২)

রেলওয়ে
পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

স্টোর্স টেণ্ডার নোটিস নং এস/১৮/৭০-৭১

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সরবরাহের জন্য টেণ্ডার ৪র্থ কলমে লিখিত তারিখে বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত গৌহাটি-১১ অধীন এন এফ রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারে গৃহীত হইবে এবং ঐ দিনই বেলা ৩টার সময় খোলা হইবে। টেণ্ডার ডকুমেণ্ট/ড্রইং-এর জন্য ২য় কলমে লিখিত মূল্য নগদে/মনিঅর্ডারযোগে আদায় দিলে (অফেরতযোগ্য) এন এফ রেলওয়েতে নিম্নবর্ণিতের অফিসে/১১ কনভেণ্ট লেন, কলিকাতা-১৫ (কেবল কলিকাতার ফার্মসমূহের জন্য) ঠিকানায় টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে।

ক্রঃ নং	টেণ্ডার নং এবং টেণ্ডারের মূল্য	স্টোর্সসমূহের বিবরণী ও পরিমাণ	দাখিলের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪
১।	এস ও টি|৯৬|৭০-৭১ ৫, টাকা	পি ভি সি কেবল্ ইনস্যুলেটেড, সিংগল কোর ২৫০/৪৪০ ভোল্ট গ্রেড অ্যালুমিনিয়ম কণ্ডাক্টরসহ সাইজ ১৯/২.২৪ (৭০ স্কোঃ মিঃ মিঃ) (১) লাল রংকরা—২৩৮৩০ মিটার (২) নীল রং করা—২৩৮৩০ ,,	২৪-৩-৭১
২।	এস ও টি|৯৭|৭০-৭১ ৩, টাকা	ইলেকট্রিক দ্বারা চালিত সেণ্ট্রিফুগাল পাম্পিং সেট ১৪,০০০ গ্যালন ঘণ্টা প্রতি ক্যাপাসিটি=৩ সেট	২৫-৩-৭১
৩।	এস ও টি|৯৮|৭০-১৭ ৩, টাকা	ইলেকট্রিক দ্বারা চালিত সেণ্ট্রিফুগাল পাম্পিং সেট। প্রতি মিনিটে ১৫০০ লিটার ক্যাপাসিটি=৩ সেট	২৬-৩-৭১
৪।	এস ও টি|৯৯|৭০-৭১ ৩, টাকা	রেলওয়ে ড্রইং অনুসারে বি জি কোচের জন্য ব্রেক ব্লক সি আই=৩৩২৯টি	২৭-৩-৭১
৫।	এস ও টি|১০০|৭০-৭১ ৩, টাকা	বি এস স্পেসিফিকেশন অনুসারে নাট এম এস ব্ল্যাক হেক্সাঃ ১.১/৮" বোল্টের জন্য স্ক্রু করা=১১০৪১ কেজি	২৯-৩-৭১
৬।	এস ও টি|১০১|৭০-৭১ ৫, টাকা	রেলওয়ে ড্রইং অনুসারে ট্রলি লাইট রাইডিং এম জি স্পিড কমপ্লিট=২৯টি	৩০-৩-৭১
৭।	এস ও টি|১০২|৭০-৭১ ৩, টাকা	ইলেকট্রিক চালিত সেণ্ট্রিফুগাল পাম্পিং সেট ঘণ্টায় ৫০,০০০ গ্যালন ক্যাপাসিটি=১ সেট	৩১-৩-৭১

ডি/৫/৬-৪

কণ্ট্রোলার অফ স্টোর্স
এন এফ রেলওয়ে, মালিগাঁও
গৌহাটি-১১
(২৫২৭)

রেলওয়ে
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে
টেণ্ডার

নিম্নোক্ত অ্যাভারেজ কেমিক্যাল কম্পোজিশনসহ ৫৫ মেঃ টন লেড পিগ ৯৯.৯৯% সরবরাহের নিমিত্ত সীলকরা টেণ্ডার (টেণ্ডার নং ওটি/এনএস/পি৪/এনএফ/১৯৮/জিবি৪/৭১) আহ্বান করা যাইতেছে:

সিলভার — ০০৪০%
বিসমাথ — ০০৬২%
আয়রন — ০০০৫%
কপার — ০০০৩%
এণ্টিমনি — ০০১২%
জিংক — ০০০৪%

টেণ্ডার ২২-৩-৭১ তারিখ বেলা ১১টায় খোলা হইবে। বাহিরের ফার্মসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিতের নিকট সরাসরি মনি অর্ডার-যোগে ৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) পাঠাইয়া এবং স্থানীয় ফার্মসমূহের ক্ষেত্রে কলিকাতা-৪৩ অধীন গার্ডেন রীচস্থ এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্যাশ রসিদ দেখাইয়া নিম্নবর্ণিতের অফিস হইতে (গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-৪৩) টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

কণ্ট্রোলার অব স্টোরস
পিআর/এসই/পিএ/১/স্টোরস-৬৪
(২৫৭৫)

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে
টেণ্ডার নোটিস নং ১

১-৪-১৯৭১ হইতে ৩১-৩-১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত কাটিহার রেলওয়ে হাসপাতালে রোগীদের পথ্যাদি প্রস্তুতের জন্য খাদ্যদ্রব্য (অপচনশীল ও পচনশীল কাঁচা মাল) সরবরাহের নিমিত্ত নির্ধারিত ফরমে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

১৮-৩-১৯৭১ তারিখ বেলা ১-৩০টা পর্যন্ত সকল কাজের দিন বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ১-৩০টার মধ্যে প্রতি ফরম বাবদ অফেরতযোগ্য ২ টাকা (দুই টাকা) মূল্যে ডিভিসনাল মেডিকেল অফিসারের অফিস, এন এফ রেলওয়ে, কাটিহার, পোঃ অঃ কাটিহার, জেলা পূর্ণিয়া (বিহার) ঠিকানায় টেণ্ডার ফরম (হস্তান্তরযোগ্য নহে) পাওয়া যাইবে।

সীলকরা টেণ্ডার ১৯-৩-১৯৭১ তারিখ বেলা ১-৩০টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। টেণ্ডার ১৯-৩-১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টায় কাটিহারস্থ এন এফ রেলওয়ের ডিভিসনাল মেডিকেল অফিসারের অফিসে খোলা হইবে। সীলকরা টেণ্ডার কাটিহারস্থ এন এফ রেলওয়ের ডিভিসনাল মেডিকেল অফিসারের অফিসে রক্ষিত টেণ্ডার বাক্সে ফেলা যাইবে অথবা উহা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে এমনভাবে পাঠান যাইবে যাহাতে উহা কাটিহারস্থ এন এফ রেলওয়ের ডিভিসনাল মেডিকেল অফিসারের নিকট ১৯-৩-১৯৭১ তারিখ বেলা ১-৩০টার মধ্যে পৌঁছে।

পচনশীল ও অপচনশীল দ্রব্যাদির জন্য পৃথক পৃথকভাবে টেণ্ডার পেশ করিতে হইবে। প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত নিম্ন-বর্ণিতমত বায়নার টাকা রেলওয়ে রেভেনিউতে জমা দিতে হইবে।

পচনশীল দ্রব্য ... ৯১০ টাকা
অপচনশীল দ্রব্য ... ৮৪৩ টাকা

তারিখ ১৮-২-১৯৭১

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,
এন এফ রেলওয়ে, কাটিহার
ডি/৫/১০৭
(২৫২৬)

পূর্ব রেলওয়ে
টেণ্ডার

১-৪-৭১ তারিখ হইতে ৩১-৩-৭২ তারিখ পর্যন্ত জামালপুরস্থ ইস্টার্ণ রেলওয়ে মেন হসপিটালের ইনডোর রোগীদের পথ্যের জন্য মাংস, মাছ এবং মেটুলি সরবরাহের নিমিত্ত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার ফরম ২, টাকা মূল্যে ১৮-৩-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে নিম্ন বর্ণিতের নিকট পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ১৯-৩-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ৩টায় খোলা হইবে। বায়নার পরিমাণ ৩০০, টাকা।

মেডিক্যাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট/জামালপুর
জি-১০/৯/পিআরও/মিসে-৫৯
(২৬৩৪)

টেণ্ডার

সমস্ত গুডস ট্রাফিক বোঝাই, খালাস ও অন্যভাবে হ্যাণ্ডলিং-এর জন্য জামালপুরে শ্রমিক সরবরাহার্থে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কলিকাতায় এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট প্রত্যেকটি বাবদ ৫, টাকা (অফেরৎযোগ্য) জমা দিয়া প্রাপ্ত রসিদ দেখাইলে ২৫-৩-৭১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন নিম্ন-বর্ণিতের নিকট টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। ২৬-৩-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ২টায় খোলা হইবে। এই ঠিকা তিন বৎসরের জন্য হইবে এবং সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে ৯-৪-৭১ তারিখ হইতে জামালপুরে কাজ শুরু করিতে হইবে।

ডিভিশনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/হাওড়া
জি-১০/২/পিআরও/এইচডব্লিউএইচ-৭৮
(২৬৩৩)

সেল নোটিসের সংশোধনী

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির নীলাম প্রত্যাহার করা হইল:—

১নং দফা: ২-১-৬৯ তারিখের ইনভয়েস নং ১ অধীনে ওয়াঙ্কানার জং হইতে শিয়ালদহ বুক করা ওয়াগন নং এস আর ১৪৩২৯ হইতে খালাস করা ২৪৯ বস্তা এবং প্রচুর পরিমাণ আলগা ফায়ারক্লে — যাহা ৪-৩-৭১ তারিখে নীলাম হওয়ার কথা।

১১নং দফা: ওয়াগন নং এন ই কে সি ১৬৯৩৯ হইতে খালাস করা ৪৯ খণ্ড কাঠের কুঁদা—যাহা ৫-৩-৭১ তারিখে শিয়ালদহে নীলাম হওয়ার কথা।

২০নং দফা: ১৫-৮-৭০ তারিখের ইনভয়েস নং ২ অধীনে চণ্ডীগড় হইতে বেলডাঙ্গা বুক করা ওয়াগন নং এন আর ১৯৭১৪ হইতে খালাস করা ২৫০ বস্তা পচা আটা — যাহা ১০-৩-৭১ তারিখে নীলাম হওয়ার কথা।

২৩নং দফা: কে সি ৪৪৫৭৩ হইতে খালাস করা ৭৫ খণ্ড শাল টিম্বার—যাহা ১১-৩-৭১ তারিখে কাশিমবাজারে নীলাম হওয়ার কথা।

১০-৩-৭১ তারিখ সাধারণ নির্বাচনের দিন বিধায় জাগরাও হইতে বেলডাঙ্গার এন আর ৬৫৬১৮ হইতে খালাস করা ২৪০ বস্তা গম (২১নং দফা) নীলামের তারিখ যাহা ১০-৩-৭১ তারিখে নির্দিষ্ট ছিল, তাহা পরিবর্তিত হইয়া ১৫-৩-৭১ তারিখ হইয়াছে।

ডিভিশনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/শিয়ালদহ
জি ১০/৩/পিআরও/এসডিএএইচ—৭৯
(২৬০২)

অন্ধ কল্যাণ সপ্তাহ উপলক্ষে নরেন্দ্রপুরে অনুষ্ঠান
নিজস্ব প্রতিনিধি

নিখিল ভারত অন্ধ কল্যাণ সপ্তাহ উপলক্ষে সোমবার নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমিতে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডাঃ এস কে হাজারী। সূচনায় স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী, শ্রীকালীবিহারী সা, শ্রীভবানীপ্রসাদ চন্দ এবং অন্যান্যদের স্মৃতির উদ্দেশে দু' মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা দৃষ্টিহীনতা নিবারণ, দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক পি সি সেনগুপ্ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে সরকার পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষিত দৃষ্টিহীনদের জন্য কাজ সংরক্ষণ এবং যেসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যথেষ্টসংখ্যক দৃষ্টিহীনকে কর্মে নিয়োগ করে থাকে সেই সব প্রতিষ্ঠানকে কিছু কিছু কর ছাড় ও লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে উৎসাহিত করার অনুরোধ জানান।

রেলওয়ে
পূর্ব রেলওয়ে

রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত মত মাসিক ভাড়া, লাইসেন্স ফী ইত্যাদিতে গোমো স্টেশনে আমিষ ও নিরামিষ ভোজনাগার চালাইবার জন্য ঠিকার নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। নিম্নবর্ণিত কর্তৃক ৩১-৩-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত দরখাস্ত গৃহীত হইবে। দরখাস্তের উপর "গোমো স্টেশনে আমিষ ও নিরামিষ ভোজনাগারের জন্য ঠিকা" কথাগুলি লেখা থাকা চাই এবং উহাতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি থাকা আবশ্যক:—

(ক) বাসস্থান, (খ) অভিজ্ঞতা, (গ) আর্থিক সঙ্গতি, (ঘ) এইরূপ ঠিকা চালাইতেছেন কিনা, (ঙ) তফসিলি জাতি/উপজাতির অন্তর্ভুক্ত কিনা, (চ) কোন ভারতীয় রেলওয়েতে ভিন্ন নামে কেটারিং/ভেণ্ডিং ঠিকা চালাইতেছেন কিনা যাহাতে তাঁহারা বা তাঁহার কোন নিকট আত্মীয়ের আর্থিক স্বার্থ (এমনকি আংশিক স্বার্থও) আছে। কেটারিং/ভেণ্ডিং ঠিকায় প্রকৃতপক্ষে নিযুক্ত রেজিস্টার্ড কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির কর্মিগণও আবেদন করিতে পারেন। প্রদত্ত তথ্যের সমর্থনে মূল পরিচয়পত্রাদি বা অন্য কোনরূপ প্রমাণও দরখাস্তের সহিত থাকা চাই। কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া যে-কোন দরখাস্ত বাতিল করিয়া দেওয়ার অধিকার রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষিত।

জি ১০/১২/পিআরও/ডিএইচএন-৩১
ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/ধানবাদ
(২৫২৫)

টেণ্ডার
কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি

নিম্নোক্ত কাজের জন্য পৃথক পৃথকভাবে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে এবং উহা ১১ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বিকাল ৪টার মধ্যে গৃহীত হইবে।

প্রত্যেক কাজের ২% পরিমিত বায়নার টাকা টেণ্ডারের সহিত জমা দিতে হইবে। বায়নার টাকা জমা না দিলে টেণ্ডার বিবেচিত হইবে না।

কাজের অর্ডার প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করিতে হইবে।

	টাকা
(১) নাজিরাপাড়া হইতে শচীন সেন রোডে ৩" ব্যাস পাইপ লাইন সংস্থাপন ...	৬০৪০,
(২) রথতলা পাম্প হইতে এ কে দে রোডের সংযোগ-স্থল পর্যন্ত ৩" ব্যাস এ সি পাইপ লাইন সংস্থাপন ...	৭৩০০,
(৩) কলেজ স্ট্রীটে (শচীন সেন রোড হইতে টানিয়া) ৩" ব্যাসের পাইপ লাইন বদল করিয়া ৬" ব্যাসের এ সি পাইপ সংস্থাপন ...	৬৯৫১,
(৪) পরলোকগত ডাঃ হর্ষ সেনের গৃহের সম্মুখ হইতে (শচীন সেন রোড হইতে টানিয়া) আর এন ঠাকুর রোড-স্থিত কদমতলা পর্যন্ত ৩" ব্যাসের পাইপ লাইন বদল করিয়া ৬" ব্যাসের এ সি পাইপ লাইন সংস্থাপন ...	৭৭১০,
(৫) আর এন ঠাকুর রোড ও নাজিরাপাড়া রোডের সংযোগস্থল হইতে এ ভি স্কুল পর্যন্ত (শচীন সেন রোড হইতে টানিয়া) ৩" ব্যাসের পাইপ লাইন বদল করিয়া ৬" ব্যাসের এ সি পাইপ লাইন সংস্থাপন ...	৬৮১৫,
(৬) শচীন সেন রোড হইতে ৬" ব্যাসের পাইপ লাইন টানা ...	৫৭৭৫,
(৭) সুরেন বোস লেনে ৩" ব্যাস এ সি পাইপ সংস্থাপন ...	৩১০০,
(৮) অশ্বিনী দত্ত রোডে ২" ব্যাস জি আই পাইপ সংস্থাপন ...	২২৭৬,
(৯) সাহা গিন্নি বাগানে ২" ব্যাস জি আই পাইপ সংস্থাপন ...	১৯০০,
(১০) পাল্কী রোডে ৩" ব্যাসের এ সি প্রেশার পাইপের পাইপ লাইন সংস্থাপন ...	২৯৪৮,
(১১) পেস্তাপুকুর লেনে ৩" এ সি প্রেশার পাইপের পাইপ লাইন সংস্থাপন	৩৫৭০,
(১২) শিকারপুর রোডে ৩" ব্যাস এ সি পাইপ লাইন সংস্থাপন ...	৩৫৫০,

গুরুদাস গাঙ্গুলী
ভাইস-চেয়ারম্যান,
কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি।
(২৫৯৫)

বাঁকুড়ায় হেমন্ত বসুর স্মারকবেদী

বাঁকুড়ায় হেমন্ত বসুর স্মৃতিতে শহীদ বেদী
নিজস্ব সংবাদদাতা

বাঁকুড়ার লোকপুর মহল্লার যুবকবৃন্দ বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের গেটের নিকটে রাস্তার মোড়ে স্বর্গত নেতা হেমন্ত বসুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি শহীদবেদী নির্মাণ করেছেন। ২২ ফেব্রুয়ারী সকালে শহীদবেদীমূলে মাল্যার্পণ করা হয়। বিকালে একটি মৌন শোকমিছিল শহর পরিক্রমা শেষে শহীদ বেদীর সম্মুখে দুই মিনিট নীরবতা পালন করে মহান নেতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অবনীন্দ্র জন্মশতবর্ষে চিত্রমেলায় আলোচনা সভা
নিজস্ব প্রতিনিধি

গত ২১ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, মারকেট স্কোয়ারের চিত্রমেলায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এবং শ্রীচিন্তামণি কর। শিল্পী অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে দেবীপ্রসাদ বলেন, অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার গুরুশিষ্যের সম্পর্ক ছিল। ছবি আঁকার ব্যাপারে কখনও তাঁর কোনও নিষেধ শুনিনি। আঁকা শেখানোর কোনও বাঁধাধরা নিয়মও তিনি মানতেন না। আমরা আঁকতাম—তার মধ্যে তিনি বেছে দিতেন, কোন্টা ছবি আর কোন্টা ছবি নয়। আমার একটি বিশ্বাসের কথা আপনাদের বলি, গুরুকুল-পদ্ধতি ছাড়া ছবি হয় না। গুরুর প্রভাব শিষ্যের ছবিতে থাকবেই। তবে মৌলিকতা দেখিয়ে শিষ্য তাকে কিছুটা পৃথক করে নিতে পারে, এইমাত্র।

সভায় বক্তব্যের আকারে কয়েকজন শিল্পী কিছু কথা বলেন। তাঁদের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রকাশ কর্মকার প্রভৃতি প্রধান। শ্রীধ্রুবজ্যোতি সেন প্রস্তাব রাখেন অবনীন্দ্রনাথের বহু ছবি অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। সেগুলি সংগ্রহ করে একটি স্থায়ী গ্যালারি শিল্পগুরুর জন্মশতবর্ষে তৈরি হোক। এ বছরেই তাঁর নামে ডাকটিকিট বেরুক। এবং আর একটি প্রস্তাবে বলা হয়, কোনও তরুণ প্রতিভাবান শিল্পীকে অবনীন্দ্র-পুরস্কার দেওয়া হোক সরকার তরফে। এ ছাড়া সভায় শ্রীঅহিভূষণ মালিক কালী বিশ্বাস প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

টেণ্ডার
পি অ্যাণ্ড টি ডিপার্টমেণ্ট
ডিভিসনাল এঞ্জিনিয়ার, টেলিগ্রাফস, শিলিগুড়ি ডিভিসন
শিলিগুড়ি

টেণ্ডার নোটিস নং বি-৪/টেণ্ডার/২৩।

১৯৭১-৭২ আর্থিক বৎসরে দার্জিলিং জেলায় (শিলিগুড়ি টাউন বাদে) এবং সিকিম রাজ্যে অবস্থিত পি অ্যাণ্ড টি বিল্ডিং সম্পর্কে নিম্নোক্ত কাজগুলি সম্পাদনের নিমিত্ত পৃথক পৃথকভাবে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে:

(১) ৫,০০০, টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের বার্ষিক ও বিশেষ মেরামতি
(২) ৫,০০০, টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের ছোট-খাট ও অন্যান্য কাজ এবং ২,০০০, টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের স্যানিটারী ও প্লাম্বিং কাজ।

আনুমানিক মোট ব্যয় দফা (১) এবং (২)-এর জন্য যথাক্রমে ২৫,০০০, টাকা এবং ২৫,০০০, টাকা।

উপরোক্ত দফা (১) এবং (২)-এর জন্য সীলকরা ও রেজিস্টার্ড খামে পৃথক পৃথকভাবে টেণ্ডার দার্জিলিং জেলা অধীন পোঃ অঃ শিলিগুড়ির হিল কার্ট রোড ঠিকানায় শিলিগুড়ি ডিভিসনের টেলিগ্রাফস-এর ডিভিসনাল এঞ্জিনিয়ার শ্রী কে কুমারের নামে দাখিল করিতে হইবে এবং তাহা বায়না জমার রসিদসহ ২২ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টার মধ্যে তাঁহার নিকট পৌঁছা চাই।

টেণ্ডারদাতাদিগকে উপরোক্ত দফা (১) এবং (২)-এর জন্য বায়না হিসাবে পৃথক পৃথকভাবে ৫০০, টাকা অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

যে সকল টেণ্ডারদাতার টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে, তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সংবাদ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ঠিকার চুক্তি সম্পাদনের নিমিত্ত জামীন হিসাবে ১০০০, টাকা জমা দিতে হইবে।

১৯৭০-৭১ সালের নর্দার্ন সার্কেল পি ডবলিউ ডি-এর (পঃ বঃ) দরের তফসিল অনুসরণ করা হইবে।

উপরোক্ত টেণ্ডার দাখিলের জন্য টেণ্ডার ফরম ১৫ মার্চ, ১৯৭১ হইতে ২০ মার্চ, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে প্রত্যেক কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত ২৫ পয়সা মূল্যে ডিভিসনাল এঞ্জিনিয়ার, টেলিগ্রাফস, শিলিগুড়ি ডিভিসন, শিলিগুড়ি-এর অফিসে পাওয়া যাইবে। টেণ্ডারের বিস্তারিত বিবরণ ও শর্তাদি টেণ্ডার ফরমের সহিত পাওয়া যাইবে।

ডিএভিপ ৭১০(৭৯৬)/৭০
(২৬২৪)

বিভীষিকার অবসান চাই
—অতুল্য ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কুলটি, ৩ মারচ—আসানসোলে লোকসভার আদি কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঅতুল্য ঘোষ আজ বিকালে নিয়ামতপুরে এক সভায় বলেন, যুক্তফ্রণ্ট আমলে এবং রাষ্ট্রপতির শাসনকালে বাংলা দেশ কি পেল? পেয়েছে শুধু সন্ত্রাস আর বিভীষিকা। বাংলা দেশ আজ শ্মশানে পরিণত। গণতন্ত্রের প্রহসন চলেছে। মানুষ আজ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে না। নির্বাচনে ফৌজি ব্যবস্থায় থেকে আর কি অধঃপতন হতে পারে?

শ্রী ঘোষ বলেন, পুলিশের উপর কারও আস্থা নেই। যদি ফৌজের উপর থেকেও আস্থা চলে যায়, তাহলে দেশ দাঁড়াবে কোথায়। আজ দেশে সাম্যবাদের নামে কুয়াশাবাদ চলছে। আমরা চাই বিভীষিকার অবসান। তাই আর একবার চেষ্টা করে দেখব, শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় কিনা? ডাঃ গোপীকারঞ্জন মিত্রও বক্তৃতা দেন।

'সি পি এম কয়েকদিনের মধ্যেই ক্ষমতায় আসছে'
—জ্যোতি বসু

নিজস্ব সংবাদদাতা

কাকদ্বীপ, ২ মারচ—গতকাল বিকালে কাকদ্বীপ ময়দানে সি পি এম-এর এক নির্বাচনী সভায় শ্রীজ্যোতি বসু বলেন যে, আর কয়েকদিন পরে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ তাঁদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন। কংগ্রেস আর কোনদিন ক্ষমতায় আসতে পারবে না। আর যাঁরা যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙ্গে দিয়েছেন, তাঁদের আর আপনাদের কাছে আসার মুখ নেই। অন্য দল হেমন্ত বসুকে খুন করে সি পি এম-এর উপর দোষ চাপাচ্ছে। শ্রী বসু জোরের সঙ্গে বলেন, সি পি এম-এর হাতে ক্ষমতা এলে এই সব "প্রতারকদের কবর" দেবেন। তাই তিনি কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের সি পি এম প্রার্থীদিগকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানান।

সভায় সভাপতির আসনে ছিলেন পাথরপ্রতিমা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীগুণধর মাইতি। কাকদ্বীপ কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীহৃষীকেশ মাইতি ও সাগর কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীপ্রভঞ্জন মণ্ডল সভায় বক্তৃতা করেন।

'সি পি এম খুনের রাজত্ব কায়েম করেছে'
—হীরেন মুখার্জি

গত মঙ্গলবার বিকালে সি পি আই-এর ডাকে কাকদ্বীপ ময়দানে এক নির্বাচনী সভায় অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি বলেন, সি পি এম যুক্তফ্রণ্ট সরকারে থেকে বাংলা দেশকে খুনের রাজ্যে পরিণত করেছে। মণি সান্যালকে খুন করার জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শ্রী সান্যাল দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে গিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, সর্বজনপ্রিয় জননেতা হেমন্ত বসুকে হত্যা করার জন্য সি পি এম সম্পূর্ণ দায়ী। তাই শ্রী মুখার্জি বাংলা দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে আবেদন করেন যে, তাঁরা যেন সব ও ভাল মানুষদের ভোট দিয়ে বাংলা দেশে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলার সরকার গঠন করেন।

সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় প্রাক্তন সি পি আই-এর নেতা শ্রীযতীন মাইতি, শ্রীখগেন রায় চৌধুরী, শ্রীকংসারি হালদার, শ্রীদেবু সিংহ ও সাগর কেন্দ্রের পি এস পি-র প্রার্থী শ্রীধীরেন দাস সভায় বক্তৃতা দেন।

পর্ষৎ কর্তৃপক্ষের অপ্রস্তুতির জন্যই পরীক্ষা স্থগিত
—কর্মচারী সমিতি

স্টাফ রিপোর্টার

'কর্মীদের কর্মবিরতি নয়, পর্ষৎ কর্তৃপক্ষের অপ্রস্তুতিতেই এবারের উচ্চ মাধ্যমিক ও স্কুল ফাইনালের আড়াই লক্ষ পরীক্ষার্থী অনিশ্চিতের মুখে পড়েছেন।'

বুধবার কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্মচারী সমিতির সম্পাদক শ্রীঅনিল রায় সাংবাদিক বৈঠকে ওই অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, তাঁদের আন্দোলন নতুন নয়; প্রয়োজন ভিত্তিক বেতন স্কেল, হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যয়, ১৯৬৫ সালে পর্ষৎ প্রস্তাবিত গ্রাচুয়িটি চালু, অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর করা ইত্যাদির দাবি নিয়ে তাঁরা আন্দোলন করছেন গত বছর আগস্ট থেকে। পর্ষদের আয় যথেষ্ট এবং গত বছর উদ্বৃত্ত ছিল ১১ লক্ষ টাকা; কর্মচারীদের দাবি মেটাতে বাড়তি খরচ হবে বছরে তিন লক্ষ। কি তাদের 'ন্যায্য' দাবি মেটানো হচ্ছে না। এবং বাধ্য হয়েই তাঁরা অবশেষে কর্মবিরতির পথ নিয়েছেন। চলতি সপ্তাহে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার পূর্ণ কর্মবিরতি; এর পরেও দাবি না মিটলে ১৫ মারচ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু হবে।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে পর্ষৎ কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে কর্মচারী সমিতির সম্পাদক পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, তাদের কর্মবিরতির জন্য পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দেয়নি; আসলে কর্তৃপক্ষই প্রস্তুত নন। এখনই কর্মবিরতি প্রত্যাহৃত হলে পর্ষৎ কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবেন না। পরীক্ষার ব্যাপারে পর্ষৎ বহির্ভূত যে সব 'এজেন্সি'র মারফৎ কাজ করা হয় তাও সামান্যই হয়েছে। প্রসঙ্গত তিনি অভিযোগ করেন, এখনও প্রশ্নপত্র ছাপা হয়নি। ৩৬০টি সেনটারে পরীক্ষা নেওয়ার কথা; কিন্তু ২৫টি সেনটারেরও অফিসার-ইন-চারজ ঠিক হয়নি। বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ছাত্র, পরীক্ষক, গারড প্রভৃতির নিরাপত্তার ব্যবস্থাও হয়নি। শ্রীরায়ের আরও অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ নিজেদের অপ্রস্তুতি চাপা দেওয়ার জন্য কর্মীদের দাবিগুলি মেটাচ্ছেন না বরং তাদের উপর সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

বেতার বার্তা

বৃহস্পতিবার—৪ মার্চ

ক ১ম অধিঃ—৬-০০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ প্রদীপকুমার নাথ—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত—বেলা চৌধুরী—খেয়াল; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-২৫ প্রতিমা বন্দ্যোঃ—ভজন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-০০ দীনেন্দ্র চৌধুরী—লোকগীতি; ৮-১৫ জয়শ্রী ঘোষ—আধুনিক; ৮-৩০ শ্যামলকুমার চট্টোঃ—সেতার; ৯-০০ বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ আনন্দরূপ চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-০০ রবীন্দ্রনাথ চট্টোঃ—সেতার; ১০-৩০ এ কানন—খেয়াল; ১১-০০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১-০০ মালতী পাণ্ডে—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ প্রদীপকুমার নাথ — গীটার; ২-০০ গীতিকা; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (নবম শ্রেণী), সুধাংশুরঞ্জন চট্টোঃ—লোকগীতি (শর্টওয়েভে); ২-৪৫ সুজাতা মুখোঃ—আধুনিক (শর্টওয়েভে); ২-৫০ প্রদীপকুমার নাথ—গীটার; ৩-০০ পীযূষকান্তি সরকার—রবীন্দ্রসংগীত; ৩-১৫ গায়ত্রী রায়চৌধুরী — নজরুলগীতি; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫-০০ সময় সংকেত, ভারতী ভট্টাঃ—খেয়াল; ৫-৩০ সুধীনকুমার রায়চৌধুরী—রামপ্রসাদী; ৫-৪৫ সুজাতা মুখোঃ—আধুনিক; ৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ সুধাংশুরঞ্জন চট্টোঃ—লোকগীতি; ৬-৪০ রোগ প্রতিরোধে : চোখের রোগ : কথিকা; ৬-৫০ লীলা ঘোষ—শ্যামাসংগীত; ৭-০০ কৃষিকথা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮-০০ ভারতের বিজ্ঞানচিন্তা (৩) পদার্থবিদ্যা : বাংলা কথিকা—ডাঃ জয়ন্ত বসু; ৮-১৫ গায়ত্রী রায়চৌধুরী—নজরুলগীতি; ৮-৩০ আনন্দরূপ চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৪৫ জয়শ্রী ঘোষ—লোকগীতি; ৯-০০ এ কানন—খেয়াল; ৯-৩০ রম্যগীতি, ১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা; ১০-০৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-৩০ দীনেন্দ্র চৌধুরী—লোকগীতি; ১০-৪৫ প্রতিমা বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৬-০০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্ : আলোর গান, মনোজ রায়—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-০৫ দিনের আলোয় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা থেকে পাঠ—দীপনারায়ণ দেবনাথ; ৬-১০ রাগরঙ : অসীম চক্রঃ—সেতার, তবলা সহযোগিতায়—তারক সাহা; ৬-৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো : শিপ্রা দত্ত—গীটার; ৬-৪০ নানারঙের গান : সুতপা মজুমদার—রাগপ্রধান, সুনীলকুমার মজুমদার—লোকগীতি, মনোজ রায়—নজরুলগীতি; ৭-০০ যুবসংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৭-০৫ শ্রুতিতরঙ্গ : শিপ্রা দত্ত—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি : সুতপা মজুমদার—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-২০ কম্যুনিজম্ কথাটা আসলে কী : বাংলা কথিকা; ৭-২৫ দিগন্তের গান : দ্বৈত আধুনিক গান, শিল্পী—মুনা মতিলাল ও সুনীলকুমার মজুমদার; ৭-৩৫ সুরলহরী—শিপ্রা দত্ত—গীটার; ৭-৪০ কাজ চাই : বাংলা কথিকা; ৭-৪৫ সিনেমার গান; ৮-০০ হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১-০০ সময় সংকেত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১-৪০ লানচ টাইম ভ্যারাইটি—পপ্ সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩-০০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫-০০ সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-০৫ মেঠো সুর : দ্বৈত লোকগীতি, শিল্পী—মুনা মতিলাল ও সুনীলকুমার মজুমদার; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে : নজরুল ইসলামের লেখা থেকে আবৃত্তি—রবীন্দ্রনাথ মুখোঃ; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : শিপ্রা দত্ত—গীটার; ৫-৩০ যুবসংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৫-৩৫ দেউল : সুতপা মজুমদার—ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : শিপ্রা দত্ত—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : মনোজ রায়—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-০৫ ইউ আকসড্ ফর ইট, ৬-৩০ একটি উজ্জ্বল মুখ : বাংলা কথিকা—অনন্ত মালাকর; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা — সুনীলকুমার মজুমদার—আধুনিক, মুনা মতিলাল—লোকগীতি; ৬-৫০ রাগরঙ : অসীমা চক্রঃ—সেতার, তবলা সহযোগিতায়—তারক সাহা; ৭-১০ মুখোমুখি : জেনারেশন গ্যাপ সম্পর্কে বাংলার আলোচনা : নারায়ণ গঙ্গোঃ, নির্মলকুমার ঘোষ (এন কে জি), অনুপা ভৌমিক ও অর্জুন মুখোঃ; ৭-৩০ গানের বৈঠক : মনোজ রায়—রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি, সুতপা মজুমদার—রাগপ্রধান, সুনীলকুমার মজুমদার—লোকগীতি, শিপ্রা দত্ত—গীটার; ৮-০০ গোপাল চট্টোঃ—টপ্পা; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা (দিল্লি থেকে); ৮-২৫ প্রদীপকুমার নাথ—গীটার; ৮-৩০ এ কানন—হোরি ঠুংরি; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ শ্যামলকুমার চট্টোঃ—সেতার; ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০টা: বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-১০ মিঃ।

ঘ : (সন্ধ্যায়)—৬-০০ গোপাল চট্টোঃ—টপ্পা; ৬-১৫ রবীন্দ্রনাথ চট্টোঃ—সেতার; ৬-৩০ ভারতী ভট্টাঃ—ঠুংরি; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭-০০ সুধীরকুমার রায়চৌধুরী — পুরাতনী; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ পীযূষকান্তি সরকার—আধুনিক; ৭-৪৫ লীলা ঘোষ—শ্যামাসংগীত; ৮-০০ সমাপ্তি।

জিপ দুর্ঘটনায় সামরিক অফিসার নিহত

জামসেদপুর, ৩ মারচ—৪৮ লাইট ইনফ্যানট্রির সেকেনড লেফটন্যানট এস গোস্বামী গত সোমবার এখান থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে চানডেলে একটি জিপ দুর্ঘটনায় নিহত হন। আরও চারজন আহত হয়েছেন। এই খবর পুলিশীসূত্রে পাওয়া।

আহতদের টাটা মেন হাসপাতালে পাঠানো হয়। —পি টি আই

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দ বাজার পত্রিকা

[রবিবার ২০শে ফাল্গুন ১৩৪০ ইং ৪-৩-৩৪]

ইঙ্গ-রুষ বাণিজ্য চুক্তি

স্যার জন সাইমন কর্তৃক স্বাক্ষরিত

লণ্ডন, ৩রা মার্চ্চ—অদ্য সার জন সাইমন ইঙ্গ-রুষ বাণিজ্য চুক্তির অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগ নাগাদ মস্কোতে অনুমোদনপত্রের বিনিময় হইবে; তাহার পর চুক্তি কার্য্যকরী হইবে। —রয়টার

*

কুমিল্লার উকীল গ্রেপ্তার

পরে ৫ শত টাকার জামীনে মুক্তি

কুমিল্লা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী—পুলিশের স্থানীয় বারের উকীল শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ রায়ের গৃহে খানাতল্লাস করে।...অন্নদাবাবুর বাড়ী হইতে পুলিশ ১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা "বেণু" পত্রিকা এক কপি, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসকৃত 'লাঠি ও অসি শিক্ষা' এক কপি এবং স্বাধীনতার গল্প নামক একখানি বই হস্তগত করে।

অন্নদাবাবুর বয়স ৬০ বৎসর। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পরে ৫০০ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। —ইউনাইটেড প্রেস

আইন-আদালত

আই জি নিয়োগ সম্পর্কে আপীলের আরও শুনানী

পশ্চিমবঙ্গে ইনসপেকটর-জেনারেল অব পুলিশের পদে নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে কলকাতা হাই কোরটে যে আপীল করা হয়েছে বুধবার বিচারপতি শ্রী ঘোষ ও বিচারপতি শ্রী ব্যানারজির এজলাসে তার আরও শুনানি হয়েছে। শুনানি শেষ হওয়ার আগেই দিনের মত আদালতের কাজ শেষ হয়।

সওয়াল প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বলা হয়, বিবাদী শ্রীদুর্গাগতি ভট্টাচার্য পক্ষপাতিত্ব ও বিদ্বেষ সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন বিচারকারী জজ তা বিশ্বাস করেননি এবং এ সম্পর্কে নথিপত্রে কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং শ্রী ভট্টাচার্যের অতিরিক্ত আই জি পদে পাকাপাকিভাবে নিয়োগ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেননি, একমাত্র এই কারণে শ্রী পি কে বসুর নিয়োগ বাতিল করা যায় না।

বুধবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সওয়াল শেষ হয়। রাজ্য সরকারের তরফে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কৌসুলির যুক্তিগুলি সমর্থন করা হয় এবং বলা হয় যে, মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত যে হলফ-নামা দাখিল করেছেন, তা অবিশ্বাস করার কোন সংগত কারণ নেই।

উত্তরপ্রদেশের অ্যাডভোকেট-জেনারেল শ্রীকানাইলাল মিশ্র প্রথমে শ্রী পি কে বসুর তরফে এবং পরে রাজ্য সরকারের তরফে বক্তব্য পেশ করতে চান, কিন্তু আদালত তাঁকে কিছু বলার অনুমতি দেননি।

বিবাদী শ্রীদুর্গাগতি ভট্টাচার্যের তরফে বলা হয়, যদিও শ্রী বসু সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আই জি পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু শ্রী ভট্টাচার্যের তুলনায় তাঁর পদটি নিচু এবং তিনি যোগ্যতর ব্যক্তি, এ কথা বলা চলে না।

স্বাস্থ্য দফতরের সচিবের বিরুদ্ধে রুল জারি

ডাঃ স্বরাজ ব্যানারজি ও আরও ৬ জন মেডিকেল অফিসারের এক আবেদনক্রমে কলকাতা হাই কোরটের বিচারপতি শ্রী এ কে সেন পঃ বঃ রাজ্য সরকার, স্বাস্থ্য দফতরের সচিব ও অন্যান্যদের উপর একটি রুল জারি করে ১৯৭১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের আদেশ কেন বাতিল হবে না তার কারণ দর্শাবার আদেশ দিয়েছেন।

আবেদনকারীদের রিট আবেদনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি শ্রী সেন এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই সংক্রান্ত বিবরণ যেন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি

শ্রীপ্রকাশকৃষ্ণ মিত্র তাঁর দুই পুত্র শ্রীগোবিন্দলাল মিত্র ও শ্রীকেশবলাল মিত্রের বিরুদ্ধে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অভিযোগে মামলা এনেছিলেন। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী আর পি রায়চৌধুরী আসামী দুজনকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

নির্বাচন উপলক্ষে আদালত বন্ধ

পঃ বঙ্গে নির্বাচন উপলক্ষে ১০ মারচ হাই কোরট এবং ৯ ও ১০ মারচ নিম্ন-আদালতগুলি বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ বৈঠকে মেডিকেলে বিরোধ মিটতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

আজ, বৃহস্পতিবার সকালে দশটায় স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা শ্রীআমেদ নাজির কিদোয়াই-এর বাসভবনে স্বাস্থ্য সচিব শ্রীঅমিয় সেন ও মেডিকেল কলেজ হাউস স্টাফদের কয়েকজনের মধ্যে এক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মঙ্গল ও বুধবার দুদিন মহাকরণে স্বাস্থ্য বিভাগের উপদেষ্টা ও হাউস স্টাফদের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনায় ওই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত হয়। বুধবার ছিল ওই কলেজের হাসপাতালে রোগী ভর্তি বন্ধের ১৩ দিন।

শ্রী কিদোয়াই এক প্রশ্নোত্তরে এই আশা প্রকাশ করেন যে, বৃহস্পতিবারের বৈঠকে হাসপাতালের অচল অবস্থার অবসান হবে। এবং শুক্রবার থেকে হাসপাতাল স্বাভাবিকভাবে চালু হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে।

শেয়ার বাজার মন্দা চলছে

৩ মারচ—কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই মন্দাভাব চলছে। আজ মাঝারি ধরনের লেনদেন হয়েছে।

বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল :—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হাতে ডেলিভারি—ডানলপ ইনডিয়া ৩৭।১৫ ৩৬।৯০; গেসটকিন উইলিয়াম ৩১।৯০ ৩১।৩০; ইনড কপার ৪।০৬ ৪।০৮; ইনডিয়ান আয়রণ ১১।৫৫ ১১।৪৮; ইনড অ্যালুঃ ৩৭।০০ ৩৭।২৫; জে কে কটন ১০।০০ ১০।০১; জয়পুর উদ্যোগ ৮।৮৫ ৮।৮০ ওরিয়েনট পেপার ৩৭।২৫ ৩৭।১০; জয়শ্রী টি ইনড ১৭।৮৭ ১৮।০৬; টেকসঃ মেসিঃ ৯।২৫ ৯।৮০।

চট ও থলের বাজার আরও তেজী

৩ মারচ—বিদেশ থেকে অধিক সাড়া আসায় আজ কলকাতায় চট ও থলের বাজারে আরও তেজীভাব দেখা দেয়। তবে মিল বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। নিচে দর দেওয়া গেল :—

	মারচ	এঃ-জুঃ
৪০—৭½	৬৪	৬৪
৪০—১০		৮৩।৫০ ৮৫
বি-টুইল	২৫৮	২৫৯

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ৩ মারচ—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃ ক্রয় মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৯০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৫০ পয়সা বহাল থাকবে। —পি টি আই

সোনা-রূপার দর

৩ মারচ—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল :—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান ১০ গ্রাম)	২০০
সোনা গহনা (২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	১৮৯
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৭০
ঐ খুচরা („)	৫৭৪।৫০

ডাকাতির দায়ে দুইজন রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা

জিয়াগঞ্জ, ২ মারচ—পুলিশ ডাকাতির মালসমেত একজন সি পি আই (এম) কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। পরে দলের আরও একজন কর্মীকে এই সম্পর্কে গ্রেফতার করা হয়। স্থানীয় বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীসতীশচন্দ্র পালের বাড়ীতে এই ডাকাতি হয়।

দিনপঞ্জিকা

আজ অষ্টমী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

বৃহস্পতিবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (১৩ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক), ৪ মারচ, ১৯৭১, ৬ মহরম। অষ্টমী রাত্রি ঘঃ ১২।৩৪।১৭ সেঃ পর্যন্ত। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৭।৩৭।৫৬ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।১।৫ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩৬।১৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি বিষ্টিদোষ তিথ্যমৃতযোগমাত্র। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র ফাল্গুন (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

বৃহস্পতিবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (১৩ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক), ৪ মারচ, ১৯৭১, ৬ মহরম। অষ্টমী রাত্রি ঘঃ ৭।৩৭।৫৬ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।১।৫ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩৬।১৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি বিষ্টিদোষ তিথ্যমৃতযোগমাত্র। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র ফাল্গুন (শুক্লপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	জোয়ার আরম্ভ		ভাঁটা আরম্ভ	
বৃহস্পতিবার	৪-১৫	৪-৩৩	৮-৪১	৮-৩৬

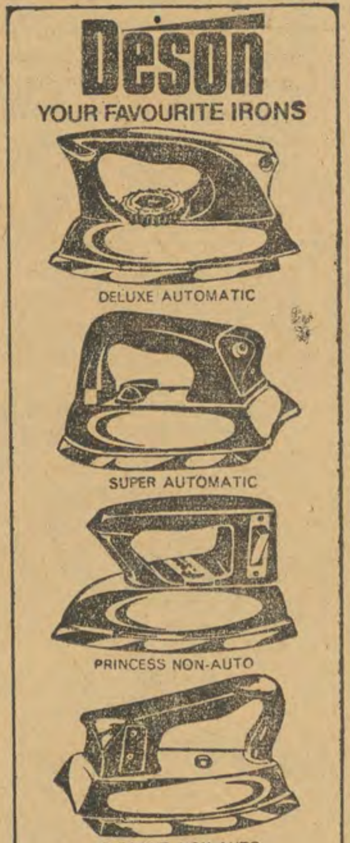

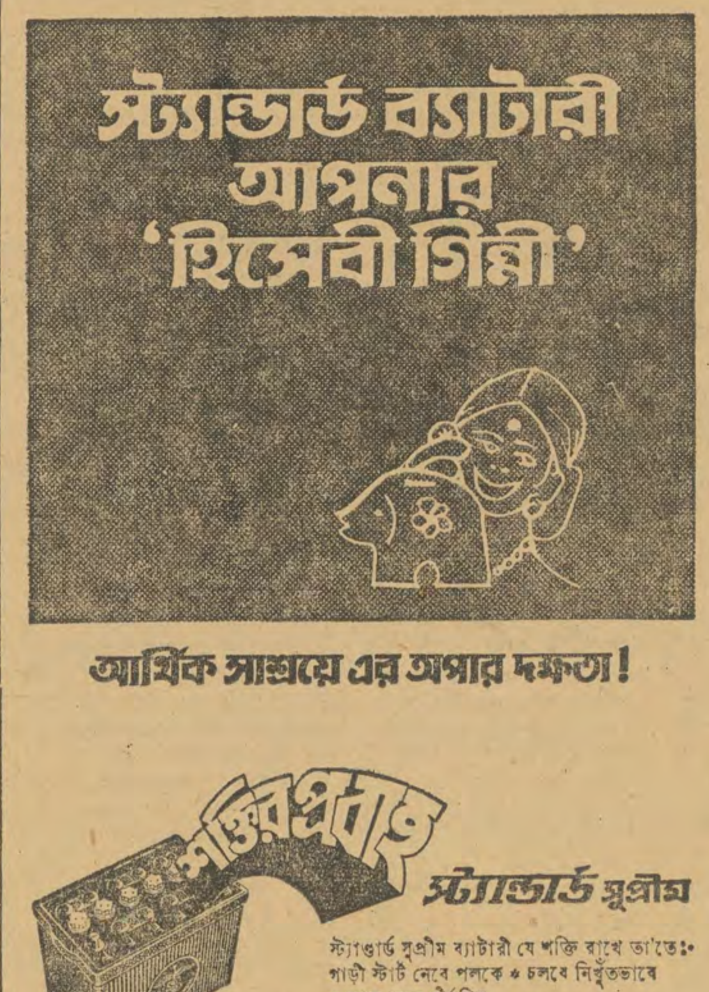

ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ এর ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট সম্পর্কে এই তথ্যগুলি আপনার জানা দরকার

এই কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী মনে করেন যে, স্বীকৃত ইউনিয়ন ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ৫৪/১০ দেবেন্দ্রচন্দ্র দে রোড, কলিকাতা—১৫ ঠিকানায় কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘটের যে ডাক দিয়েছেন, তার পটভূমি সম্পর্কে সমস্ত কর্মী, শেয়ারহোল্ডার, সাপ্লায়ার, ডীলার, ক্রেতা ও জনসাধারণকে অবহিত করা তাঁদের কর্তব্য। প্রায় ৩,০০০ কর্মী কোম্পানি ও ইউনিয়নের মধ্যে ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত বর্তমান চুক্তিগুলির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয় সহ দাবী সনদের মীমাংসার দাবীতে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ থেকে ধর্মঘট করে আছেন।

পরিচালকমণ্ডলী উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ইউনিয়নের প্রতিশ্রুতির কথা বিবেচনা করে গত তিন বছরে কর্মীদের পারিশ্রমিক যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছেন। গত তিন বছরে উৎপাদন যে বৃদ্ধি পায়নি নীচের অঙ্কগুলি থেকেই তা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হবে :—

উৎপাদন — মজুরি ও নীট মুনাফা (টাকার হিসাবে)

বছর	উৎপাদন ১৯৬৮ সালের ভিত্তিতে	আগের বছরের তুলনায় উৎপাদন বোনাস ও অন্যান্য সুবিধাদি সহ মোট মজুরি বৃদ্ধি	নীট মুনাফা
১৯৬৮	৭৫৪·৩২ লক্ষ	১৬ লক্ষ	৪৯·৯৭ লক্ষ
১৯৬৯	৬৬৯·৯৬ লক্ষ	২০ লক্ষ	১৩·২৬ লক্ষ
১৯৭০ (আনুমানিক) ...	৬৯৬·০০ লক্ষ	৩৫ লক্ষ	২·০০ লক্ষ

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ১৯৭০ সালে কোম্পানিকে ১৯৬৮ সালের তুলনায় পারিশ্রমিক খাতে ৫৫ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত খরচ বইতে হয়েছে, পক্ষান্তরে উৎপাদন ও মুনাফা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। শ্রমিকের জন্য ব্যয়ের অত্যধিক বৃদ্ধি—যার প্রধান কারণ কর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি—তার সঙ্গে উৎপাদন হ্রাস মিলিত হয়ে কোম্পানির কাজকর্মকে অলাভজনক স্তরে টেনে এনেছে। এর পরেও কর্মীরা আরও মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছে, এই দাবি যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে কোম্পানিটি ধ্বংস হয়ে যাবে।

এইভাবে অলাভজনক কাজকর্মের ফলে কোম্পানি বর্তমানে এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে কোম্পানির আর্থনীতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টাই বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেটা সম্ভব হবে, কেবলমাত্র যদি উৎপাদন-ক্ষমতার সঙ্গে মজুরির সঙ্গতি বজায় রাখা যায়। এই উদ্দেশ্যে পরিচালকমণ্ডলী স্বীকৃত ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন, যাতে কোম্পানির কাজকর্ম লাভজনক স্তরে আনার জন্য উৎপাদন যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করা যায়। কোম্পানির আর্থনীতিক অস্তিত্ব বজায় রেখে দাবী সনদ বিবেচনা করতেও তাঁরা রাজী ছিলেন।

ফ্যাক্টরিতে অতিরিক্ত কর্মী রয়েছেন এবং উৎপাদনের অতিরিক্ত ক্যাপাসিটিও আছে। পরিচালকমণ্ডলী ম্যানিং প্যাটার্ন পদ্ধতি পরিবর্তিত করে উৎপাদনের উদ্বৃত্ত ক্যাপাসিটিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে চান। এতে একদিকে যেমন উৎপাদন বাড়বে, অন্যদিকে তেমনি কর্মীদের আয়ও বাড়বে।

পরিচালকমণ্ডলী প্রস্তাব করেছিলেন, কোন স্বতন্ত্র এজেন্সিকে দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পর ফ্যাক্টরিতে ম্যানিং প্যাটার্ন বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনর্গঠন ইত্যাদি কয়েকটি মূল বিষয়ের বিবেচনা ও মীমাংসা হবে। তাঁরা চেয়েছিলেন, যেখানে সম্ভব সেখানে 'টাইম ওয়েজ সিসটেম'-এর বদলে মজুরির 'পিস-রেট সিসটেম' প্রবর্তনের ভিত্তিতেই এই আলাপ-আলোচনা চালানো হোক। উপরোক্ত পুনর্বিন্যাসের ফলে দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে কোম্পানির উন্নততর ও সুস্থিত কাজকর্ম নিশ্চিত হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মীদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

পরিচালকমণ্ডলী ইউনিয়নকে পরিষ্কার এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, 'ম্যানিং প্যাটার্নের' পরিবর্তনের ফলে কোন কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে না, এবং দ্বিতীয়তঃ সম্প্রতি সংস্থাপিত নতুন মেসিনারি, নতুন সম্প্রসারণ প্রকল্প ও 'পুল গ্রুপ' ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বৃত্ত শ্রম-শক্তিকে ব্যবহার করা হবে বা সামঞ্জস্য করে নেওয়া হবে। কাজকর্মের পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত এই পরিবর্তন কর্মীদের পক্ষে অধিকতর আয়ের সুযোগ এনে দেবে।

ফ্যাক্টরি, কোম্পানির হেড অফিস ও তার সহ-প্রতিষ্ঠান ইনচেক টায়ার্স লিঃ-এর ইউনিয়নগুলি ১৯৬৯ সালের বার্ষিক বোনাসের জন্য কোম্পানির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাবার উদ্দেশ্যে একটি যুক্ত অ্যাকশন কমিটি গঠন করে। কিন্তু সেই যুক্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ইউনিয়ন, ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কমিটির কয়েকটি বৈঠকে যোগদানের পর মজুরি পরিবর্তনের দাবী ও অন্যান্য কয়েকটি দাবী পুরোপুরি মেনে না নিলে বার্ষিক বোনাস সম্পর্কিত পরবর্তী যৌথ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

স্বীকৃত ইউনিয়নের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিল্পবিরোধ মীমাংসায় উপনীত হওয়ার দীর্ঘকালীন যে রেওয়াজ রয়েছে, তা অনুসরণ করে পরিচালকমণ্ডলী দাবি-সনদ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার দ্বার সব সময় খোলা রেখেছেন। তাঁরা আলাপ-আলোচনার সম্ভাব্য সকল উপায়ই কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য কোম্পানির কর্মীদের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং কোম্পানিতে শিল্পের শান্তি ও সংহতির পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন পরিচালকমণ্ডলীর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের পর কর্মীরা কাজে মন্থরগতি শুরু করেন এবং ফলে ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন প্রায় শূন্যের ঘরে এসে দাঁড়ায়। তাঁরা এমন কি উৎপন্ন মাল ক্রেতাদের কাছে ডেলিভারী দেওয়ার পথেও এবং ফ্যাক্টরি ও হেড অফিসের মধ্যে কাগজপত্রের নিয়মমাফিক চলাচলেও বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখ থেকে ধর্মঘট শুরু করেন। এবং তার ফলে ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

কোম্পানির তীব্র আর্থিক সংকট সত্ত্বেও পরিচালকমণ্ডলী ধর্মঘট শুরু করার অব্যবহিত পূর্বে ৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখে কর্মীদের মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তা ছাড়া যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে বিশেষ ঋণ ও আগাম মঞ্জুর করেছিলেন।

এ সবের পরেও ইউনিয়ন বেআইনী ধর্মঘটের পথই বেছে নিলেন। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁদের এই ধর্মঘট ফ্যাক্টরির উৎপাদনকেই শুধু বিঘ্নিত করেনি, সংশ্লিষ্ট সকলেরই স্বার্থও ক্ষুন্ন করেছে।

ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেডের পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক প্রচারিত।

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭

দিনের বাণী

প্রাণ কেবল শরীরের নয়। মনের প্রাণ আছে। মনের মধ্যেও চেষ্টা আছে। মন চলছে, মন বাড়ছে, মনের ভাঙ্গাগড়া পরিবর্তন হচ্ছে। এই স্পন্দিত তরঙ্গিত মন কখনোই কেবল আমার ক্ষুদ্র বেড়াটির মধ্যে আবদ্ধ নয়।

—রবীন্দ্রনাথ

কলিকাতার ভাগ্য

শোনা যায় পৌরসভার লালবাড়িতে এমনিতেই সম্বৎসর ছুটি-ছুটি ভাব। কেহ ঝিমান, কেহ হাই তোলেন, কেহ-বা চেয়ারে চাদর রাখিয়া সময় কাটাইতে বাহির হন! তাহার উপর এখন আবার দেশে ভোটের পরব লাগিয়াছে। স্বভাবতই লালবাড়িতে নাকি এখন প্রায় পুরাপুরি ছুটির হাওয়া। মেয়র, ডেপুটি মেয়র প্রমুখাৎ পিতৃবর্গ নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ। ফলে তাঁহাদের ঘরে প্রায়শ তালা ঝুলিতেছে। অর্থ-কমিটীর চেয়ারম্যানও লড়াইয়ে মত্ত। সুতরাং মুলতবী সভা আপাতত আরও কয়েকদিনের জন্য মুলতবী। সাপ্তাহিক বৈঠকও নাকি ভোটের আগে না বসিবারই সম্ভাবনা। কারণ, যাঁহারা নির্বাচনে প্রার্থী হন নাই তাঁহারাও যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত; দলীয়কৃত্য, বন্ধুকৃত্যও করিতে হইবে বইকী! এই সঙ্গে আরও নানা অনুকূল পরিস্থিতি; কমিশনার শ্রীকুট্টি পালাইয়াছেন,—তিনি নাকি নগর-প্রতিপালনের চেয়ে পশুপালন এবং পশুচিকিৎসা-দফতর প্রতিপালনই শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছেন! প্রায় একই সঙ্গে একজন ডেপুটি কমিশনার অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আর একজন লইয়াছেন ছুটি। সুতরাং সাধারণ কর্মীদের আর দোষ কী, তাঁহাদের মনে মনে নিজে নিজেই নাকি ছুটির বাঁশি বাজিয়া চলিয়াছে।

কমিশনার শ্রী এম জি কুট্টি কেন মেয়াদ শেষ হইবার আগেই দফতর বদলাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন তাহা লইয়া গবেষণা করিয়া লাভ নাই। বরং কী করিয়া যে তিনি এতদিন টিঁকিয়া ছিলেন সেটাই বোধ হয় গবেষণার বিষয় হইতে পারে। কেননা, রেকর্ড বলিতেছে ও-বাড়িতে তিনিই সবচেয়ে টেঁকসই কমিশনার। তাঁহার পূর্বসূরীরা অনেক আগেই আসন ছাড়িয়া কাঁদিয়া বাঁচিয়াছেন। শ্রীকুট্টিকে ধরিয়া রাখিবার জন্য নাকি এখন আবার ধরাধরি শুরু হইয়াছে। এই সব ব্যাপারে, বলা নিষ্প্রয়োজন, নাগরিকদের আগ্রহ আজ অতিশয় কম। বোধন এবং বিসর্জনের প্রক্রিয়াটি এতদিনে নিশ্চয়ই তাঁহাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া একা একজন আমলা, তিনি যত দক্ষই হউন না কেন, নিশ্চয়ই এই বিশাল নগরীর যাবতীয় আধিব্যাধি দূর করিতে পারিবেন না। সুতরাং, কমিশনারের ভাগ্যের চেয়ে নগরবাসীর কাছে অবশ্যই অনেক বেশী জরুরী নিজেদের ভাগ্য,—তাঁহাদের কী হইবে?

প্রশ্ন সেটাই। কমিশনার অসুবিধা বোধ করিলে অবশ্যই বদলি হইবেন, ডেপুটি কমিশনার লইবেন ছুটি। কিন্তু হতভাগ্য নাগরিকের দল পালাইবে কোথায়? পৌর-পিতাদেরও একটা ফিকির আছে। তাঁহারা আজ আছেন পৌরসভায়, কাল হয়তো প্রমোশন পাইবেন বিধানসভায়, কিংবা লোকসভায়। বেচারা নাগরিকদের কিন্তু বংশানুক্রমে এই নগরেই কীটের জীবন যাপন করিতে হইবে। সেই জলাভাব অথবা প্রবল প্লাবন, সেই জঞ্জালের পাহাড়; সেই খানা-খন্দ-ভরা রাজপথ, সেই মহামারী, সেই মশামাছির দৌরাত্ম্য! ভোট উপলক্ষে নরক-চিত্র হয়তো আরও স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। লক্ষণীয় ব্যাপার এই, পৌরসভায় যখন ঢিলেমি তখন কিন্তু সি-এম-ডি-এ'র মধ্যে খুবই কর্মতৎপরতা। কিন্তু একা সি-এম-ডি-এ কী করিতে পারে? সকলেই জানেন, তাহাদের কাজ কিছু পৌরসভারও হাতে। লালবাড়িতে ঝিমুনি দেখা দিলে সে-কাজেও মন্থরতা আসিতে বাধ্য। কিন্তু উপায় কী? বিশ্বসুদ্ধ মানুষ জানে, কলিকাতার চরিত্র "রাজনৈতিক।" এ সময়ে পৌরসভা যদি নগরের প্রতি কর্তব্যকেই চরম বলিয়া জ্ঞান করেন তবে চারিদিকে বদনাম রটিবে না কি? সুতরাং, নগর আপাতত উচ্ছন্নে যাক, আগের কাজ আগে,—রাজনৈতিক খেলাটা মন দিয়া খেলা চাই বইকী। দিন কয়েক আগে কলিকাতার উন্নয়ন-সমস্যা লইয়া এক আলোচনাচক্র বসিয়াছিল। সেখানে একজন বক্তা নাকি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নগরের উন্নতি করিতে হইলে চাই—"রাজনৈতিক প্রশাসন।" তাহাতে তিনি কী বস্তু বুঝাইতে চাহিয়াছেন জানি না, কিন্তু ভোট উপলক্ষে পৌরসভা বোধ হয় জানাইয়া গেল রাজনীতিতে কাহারও অরুচি নাই, বিশেষত সে-রাজনীতি যদি দেশগত হয়, অথবা বিশ্ব-কেন্দ্রিক,—মন বসে না শুধু কলিকাতার ঘরোয়া কাজেই!

আজকের ভেলকি

রপ্তানি বাণিজ্যের হালচাল দেখিয়া বৈদেশিক-বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীএল এন মিশ্র দেখিতেছি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। তাঁহার ধারণা রপ্তানির সংকট কাটিয়া গিয়াছে, ওই ক্ষেত্রে দেশের সুদিন আসিয়া পড়িয়াছে। মন্ত্রী মহোদয়ের মেজাজ শরিফ হইয়াছে বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান দেখিয়া। ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে রপ্তানি করিয়া ভারতবর্ষ যত টাকা আয় করিয়াছে তত অতীতে আর কখনও করে নাই। এক মাসে ১৫১·২৭ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি এ দেশের পক্ষে একটা রেকর্ড। আগের বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৯ সনের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে ১৯৬৯-এর ডিসেম্বরের চেয়ে রপ্তানি বাড়িয়াছে প্রায় ৩২ কোটি টাকা। বাড়তিটা নিতান্ত কম নয়। তাহার উপর রপ্তানি হঠাৎ বৎসরের শেষ মাসে বাড়িয়া যায় নাই। অক্টোবর হইতেই রপ্তানির গতি পাল্টাইয়াছিল—তাহার পরিমাণ বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। ধারাটা নভেম্বর মাসেও অব্যাহত ছিল—অক্টোবরের ১২৯·৫ কোটি নভেম্বরে ১৩৮·৩৬ কোটিতে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর ডিসেম্বরে এক লাফে বাড়িয়াছিল ১২·৯১ কোটি টাকা।

আরও একটা সুলক্ষণ—ওই তিন মাসই আমাদের আমদানি রপ্তানির চেয়ে কম ছিল। কাজেই আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার হিসাবে বাণিজ্য খাতে আমাদের পাওনা ছিল বেশী, দেনা ছিল কম। ওই তিন মাস পণ্য আমদানি-রপ্তানি করিয়া মোটের উপর কিঞ্চিৎ বিদেশী মুদ্রা আমরা উপায় করিয়াছি—আমদানির জন্য বিদেশী মুদ্রার মজুত তহবিলে হাত তো পড়েই নাই বরং কিছু তাহাতে যোগ হইবার কথা। যোগ অবশ্য কিছু হয় নাই। কেননা অন্য খাতে আমাদের দেনার দায় বেশী। তবে রপ্তানি আমদানির চেয়ে বেশী হওয়াতে সে দায় যতটা হইতে পারিত ততটা হয় নাই। অতঃপর যদি এই ধারা বজায় থাকে, মাসের পর মাস রপ্তানি যদি বাড়িয়া চলে আর প্রতি মাসেই যদি রপ্তানির মূল্য আমদানির মূল্যকে ছাড়াইয়া যায় তাহা হইলে একদিন-না-একদিন আন্তর্জাতিক হিসাবনিকাশের পাল্লাটা আমাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেও পড়িতে পারে। আর কিছু না হউক, বিদেশী জিনিস আমদানি করার জন্য বিশ্বের বাজারে আমাদের হ্যান্ডনোট কাটিতে হইবে না, নিজেদের আয় হইতে বিদেশের পাওনা মিটাইয়া দিতে পারিব।

ভারত সরকারের বৈদেশিক-বাণিজ্যমন্ত্রকের আশা বুঝি তাহাই। তাঁহারা ইতিমধ্যেই লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন—যে ছেঁড়া কাঁথায় তাঁহারা শুইয়া আছেন তাহাতে কয়েকটা সেলাইয়ের ফোঁড় পড়িয়াছে দেখিয়া তাঁহারা শূন্যে কেল্লা গড়িবার কাজে মাতিয়া গিয়াছেন। বৈদেশিক-মন্ত্রী শ্রীমিশ্রের ধারণা, যোজনাতে বৎসরে সাত শতক রপ্তানি বাড়াইবার যে লক্ষ্যমাত্রা আছে সেটা আমাদের আয়ত্তে আসিয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক—তাহাই যেন হয়। কিন্তু এখন হইতেই কল্পনার রাশ ছাড়িয়া দেওয়া কি ঠিক? ১৯৭০-৭১-এর প্রথম ছয় মাসে রপ্তানি বাড়িয়াছিল মাত্র ৩·২ শতক। শেষ তিন মাসে রপ্তানি বৃদ্ধির হার বাড়িয়া যাওয়াতে সে গড় দাঁড়াইয়াছে ৫·২ শতক। কিন্তু তাই বলিয়া বৎসরের হার যে ৭ শতকে উঠিবে তাহার স্থিরতা কোথায়? অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর—পর পর তিন মাসে রপ্তানি বাড়িয়াছে বলিয়া জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসেও সমান তালে বাড়িয়া চলিবে, এমন সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি কোথায়?

যদি কেন্দ্রীয় সরকার জোর করিয়া বলিতে পারিতেন সাম্প্রতিক রপ্তানি-বৃদ্ধি সম্পূর্ণ তাঁহাদের কৃতিত্ব—তাঁহাদের রপ্তানি প্রসার-নীতিরই ওই ফলশ্রুতি, তাহা হইলেও তাঁহাদের আনন্দের লোকে অংশীদার হইতে পারিত। কিন্তু তেমন কোনও দাবি তাঁহাদের পক্ষ হইতে যে তোলা হয় নাই সেটার কি কোনও তাৎপর্য নাই। গত বৎসরের গোড়ার দিকে ধর্মঘটের দরুন কলিকাতা বন্দরে দীর্ঘকাল বিশেষ কাজকর্ম হয় নাই। ফলে রপ্তানিতে বাধা পড়িয়াছিল। সে ধর্মঘট শেষ হইবার পর ঘাটতি-পূরণের দরুন রপ্তানিতে জোয়ার দেখা দিয়াছিল বৎসরের শেষ দিকে। এ অনুমান যদি সত্য হয় তাহা হইলে রপ্তানি সাত শতক বাড়াইবার যে স্বপ্ন বৈদেশিক-বাণিজ্যমন্ত্রী দেখিতেছেন সেটা তো আর সত্য হইবে না। রপ্তানি বাড়ানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাহার জন্য পাঁয়তারা কষিলেই চলিবে না, জিনিসপত্রের উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে হইবে। এক দিকে উৎপাদন করিতে হইবে অতি-আধুনিক প্রথায়, আর এক দিকে বাড়াইতে হইবে শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি। তখন বিশ্বের বাজারে ভারতীয় পণ্যের দামও কমিবে, চাহিদাও বাড়িবে। পরিসংখ্যানের ভেলকি দেখাইয়া ভোট পাওয়া যায়, কিন্তু দুনিয়ার হাটে ঠাঁই পাওয়া যায় না।

নাম-বিভ্রাট

দুই গ্রামের একই নাম, ফলে ভোটার-তালিকা পালটা-পালটি হইয়া গিয়াছিল, এবং এই পালটা-পালটির ফলে দুই গ্রামের কোনওটিতেই ভোট লওয়া যায় নাই। সংবাদে প্রকাশ, মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর নির্বাচনকেন্দ্রের এলাকাধীন 'কারেম' নামক গ্রাম দুইটিতে ৬ মার্চ তারিখে আবার ভোট-গ্রহণের ব্যবস্থা হইবে। মাস-পয়লায় সেখানে ভোটপর্ব সমাধা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নামের মিলে বিপত্তি ঘটায় তারিখটাকে পিছাইয়া দিতে হইয়াছে। আশা করা যায়, ভোটার-তালিকা এবার যথাস্থানে পৌঁছিবে, উদোর পিণ্ডি আর বুধোর ঘাড়ে চাপিবে না। নামের মিল যে এই প্রথম বিপত্তি ঘটাইল, এমন কথা ভাবা শক্ত। স্থান দুইটি, অথচ নাম এক, এমন অবস্থায় বিভ্রাট ঘটাই স্বাভাবিক, ইতিপূর্বেও নিশ্চয় বহুবার ঘটিয়াছে। বিপত্তি-বিভ্রাট এড়াইবার জন্য এ-সব ক্ষেত্রে সাধারণত নামের আগে আলাদা আলাদা বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। সেই নিয়মে দুই 'কারেম'-এর মধ্যে যেটি বড়, সেটিকে 'বড় কারেম', এবং যেটি ছোট সেটিকে 'ছোট কারেম' বলা চলিত, তাহা হইলে হয়তো বিভ্রাট ঘটিত না।

বস্তুত, সব অঞ্চলেই এক নামের একাধিক জায়গা দেখা যায়; ফলে 'ছোট-বড়'র লেবেল লাগাইয়া তাহাদের আলাদা না করিয়া উপায় রহে না। মানুষের ক্ষেত্রেও এই ধরনের লেবেল লাগানো হয় বইকী। বহু পরিবারেই তো 'বড়খোকা' আর 'ছোটখোকা' কিংবা 'বড়খুকী' আর 'ছোটখুকী'দের চোখে পড়ে। স্থান-পরিচয়ে ভ্রান্তি-নিরসনের জন্য আর-একটা নিয়মও দীর্ঘকাল যাবৎ চালু রহিয়াছে; দুইটি স্থানের যেক্ষেত্রে একই নাম, সে-ক্ষেত্রে অন্তত একটি স্থানের নামের সঙ্গে তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানের নাম জুড়িয়া দিয়া পরিচয়টাকে স্পষ্ট করিয়া তোলা হয়। হাওড়া জিলায় 'কলিকাতা' নামে একটি গ্রাম আছে; পাছে শহর-কলিকাতার সহিত সেটিকে কেহ গুলাইয়া ফেলেন, তাই হাওড়ার 'কলিকাতা'র নাম হইয়াছে 'রসপুর-কলিকাতা'। ঠিক তেমনি, পুরাতন রাজধানীর সঙ্গে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য হার্ডিঞ্জের পত্তন-করা দিল্লির আগে 'নয়া-বিশেষণ বসানো হইয়াছিল। বিদেশেও 'নিউ ইয়র্ক', 'নিউ জার্সি', 'নিউ অর্লিন্স' ইত্যাদি নামের ছড়াছড়ি।

কিন্তু, কে জানে, দুই কারেমকে তেমনিভাবে চিহ্নিত করিয়া হয়তো—একমাত্র ওই ভোটের সমস্যা মিটানো ছাড়া—অন্য কোনও লাভ নাই। নাম যাহাদের এক, তাহাদের চেহারাও হয়তো এক, এবং চরিত্রও হয়তো অভিন্ন। বস্তুত এই ভারতবর্ষের অসংখ্য গ্রাম সম্পর্কে এ কথা বলা চলে। নামে আলাদা হইলেও প্রকৃতিতে তাহারা একই প্রকার; অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের বোঝা ঘাড়ে লইয়া একই দুর্দশার অন্ধকারে একইভাবে তাহারা বন্দী হইয়া আছে। সেদিক হইতে এ দেশের শতকরা নব্বইটি গ্রামের নামই হয়তো 'কারেম' হইতে পারিত, তাহাতে কোনও বাস্তবিক ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। স্বাতন্ত্র্যাভিমানী মানুষেরা অবশ্য এ কথায় সায় দিবেন না; যেমন নিজের নাম, তেমনি নিবাসের নামেও তাঁহারা স্বাতন্ত্র্যরক্ষার পক্ষপাতী। প্রসঙ্গত 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের 'সিনা' নামক কবির কথা স্মরণীয়। তিনি যে রাজনীতিক সিনা নহেন, নেহাতই কবি সিনা, এই কথাটা বুঝাইবার জন্য তিনি ফুকারিয়া উঠিয়াছিলেন, 'আই অ্যাম সিনা দি পোয়েট, আই অ্যাম সিনা দি পোয়েট।' হায়, নিজের পার্থক্যটাকে স্পষ্ট করা সত্ত্বেও বেচারার ফ্যাসাদ মেটে নাই; ক্রুদ্ধ জনতা বলিয়াছিল, 'হউক কবি, লোকটা বিস্তর বাজে কবিতা লিখিয়াছে, সেটাও একটা মস্ত অপরাধ।'

যৎকিঞ্চিৎ

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা বন্ধ। অনেকগুলি তো সরকারীভাবেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেগুলি খোলা আছে, সেগুলিতেও পড়াশুনা খুব কমই হয়। বিভিন্ন ব্যাপারে ছাত্র ও কলেজ-কর্মচারীদের বিক্ষোভ লাগিয়াই আছে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সময় ওইসব কারণ সব সময় স্পষ্ট করিয়া বলা হয় না। দক্ষিণ-কলিকাতার আশুতোষ কলেজের কথাই ধরা যাক। কলেজটি বন্ধ রাখার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে, কলেজের অধ্যক্ষ ছুটিতে এবং সহ-অধ্যক্ষ ও কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদত্যাগ করিয়াছেন। আপাত-দৃষ্টিতে ছুটির ব্যাপারটি একমাত্র

কলেজ বন্ধ

কলেজ-পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য মনে হইতেছে। কিন্তু কলেজ চালু রাখার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর, ঝামেলা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদের অনেকেই পদত্যাগ করিয়াছেন। এ রাজ্যের কয়েকটি সরকারী কলেজে তাই অধ্যক্ষ হওয়ার জন্য লোক পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কিছু ঘটিলে এক বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছাড়া আর-কোন উপাচার্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিরাপত্তার অভাবের জন্য যাদবপুরের অনেক অধ্যাপক নিয়মিত ক্লাস লইতে চান না। এ রাজ্যে ছাত্রদের বেশীর ভাগ এখনও পড়াশুনা করিতে চান। কিন্তু কখনও ছাত্র-ধর্মঘট, কখনও কর্মী-ধর্মঘট, কখনও কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির অভাবের জন্য সাধারণ ছাত্রেরা পড়াশুনা করিতে পারেন না।

অন্ধ কল্যাণ সপ্তাহে জাতীয় কৃত্য স্মরণ

স্টাফ রিপোরটার

জনসাধারণ, বিশেষ করে বড় বড় ব্যবসায়ীরা যদি তাঁদের সামর্থ্য অনুসারে অন্ধ ও দুঃস্থদের সাহায্য করেন, তাহলে তাঁদের নিজেদের ও সমাজের মঙ্গল করা হবে। সব ব্যাপারেই সরকারের ওপর দোষ দিয়ে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে চাওয়া উচিত নয়। বুধবার কলকাতায় "অন্ধ কল্যাণ সপ্তাহ"-এর সমাপ্তি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যপালের মুখ্য-উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ এই কথা বলেন। সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র।

শ্রী ঘোষ বলেন, বর্তমানে অন্যের প্রতি একটু সহানুভূতি ও একটু ত্যাগ স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন।

বিচারপতি শ্রী মিত্র বলেন, আমাদের দেশে অন্যান্য সমস্যার মত অন্ধত্বের সমস্যাও প্রকট। এ বিষয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও আমরা প্রায় কিছুই করতে পারিনি।

প্রারম্ভে ডাঃ নীহার মুনসী অতিথিদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, [illegible] ভেজালই এই দেশে অন্ধত্ব [illegible] কারণ। আইন করে ভেজালকারীদের কঠোর শাস্তি দেবার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানান। ডাঃ মুরারিমোহন সেনগুপ্তও ভাষণ দেন, ডাঃ আই এস রায় ধন্যবাদ দেন।

কলকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ভোট নেবার তালিম

পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭ হাজারের মত। ভোটার সংখ্যা এবার ২ কোটি ৫০ লক্ষের মত। আর ভোটারদের যাতে ভোট দিতে বেশী দূরে যেতে না হয় তার জন্যই ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচনের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে তার জন্য নির্বাচন কর্মীদের তালিম চলছে গত মাসের মাঝামাঝি থেকে। এজন্য প্রায় ৫০০ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা তালিম কেন্দ্র খোলা হয়েছে কলকাতা ও জেলার সদর শহরে, মহকুমা শহরের স্কুল, কলেজে, থিয়েটার হলে ও সিনেমা হলগুলোতে। এক একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি নির্বাচন ক্ষেত্রের নির্বাচনী কর্মীদের তালিম দেওয়া হচ্ছে। নির্বাচন রিটানিং অফিসারই এসব তালিমের ব্যবস্থা করছেন।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞ অফিসার নির্বাচন কর্মীদের উদ্দেশে বলে চলেছেন যে, নির্বাচনের নিযুক্তির চিঠি পেয়েই প্রিসাইডিং অফিসার তাঁর অন্যান্য পোলিং অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তারপর নির্বাচনের আগের দিন বা প্রয়োজন-বোধে তারও আগের দিন চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থান থেকে নির্বাচনের জিনিসপত্র তালিকা অনুযায়ী মিলিয়ে নিতে হবে। ব্যালট-বাক্স, ভোটপত্র, অমোচনীয় কালির বোতল, কালির প্যাড এবং ভোটার তালিকাটি অবশ্যই পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার।

ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে ভোটকক্ষ তৈরী করার সব ব্যবস্থা ভোটের আগের দিনই করে রাখতে হবে। কাগজ-পত্র তৈরী করার অন্যান্য কাজও আছে। সেগুলোও আগের রাতে তৈরী করে রাখতে হবে। ভোটপত্র ভাঁজ করে নাম্বার দিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারের সই করে রাখাও ভাল। প্রিসাইডিং অফিসারকে ভোটপত্রের পিছনে পুরো নাম সই করতে হবে এবার।

নির্বাচন ঠিক সকাল সাড়ে সাতটায় শুরু হবে এবং বিকেল সাড়ে চারটায় শেষ হবে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পোলিং এজেনটরা ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে যাবেন। তাঁদের নিযুক্তি পত্র দাখিলের পর তাঁদের সামনেই ব্যালট বাকসটি সিল করতে হবে। ব্যালট বাকসের মধ্যে ঠিকানা যুক্ত ট্যাগ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং বাকসের গায়ে লেবেল লাগাতে হবে। লেবেলের সঙ্গে ট্যাগ লাগান দরকার ও খড়ি দিয়ে ভোট বাকসের নামবার দেওয়াও প্রয়োজন।

এবার পাঁচজন পোলিং অফিসার ও প্রিসাইডিং অফিসার তাঁদের নির্দিষ্ট চেয়ারে বসবেন এবং সময় হলেই নির্বাচনের কাজ শুরু করতে পারবেন। ভোটের আগে ভোটপত্রের প্রথম ও শেষ নমবর পোলিং এজেনটরা নিতে পারেন। সইকরা ভোটপত্রগুলো মিলিয়ে ভোট শুরু করতে হবে।

প্রথম পোলিং অফিসারের কাছে বিধানসভার চিহ্নিত ভোটার তালিকা ও ভোটপত্র থাকবে। তিনি ভোটারের নাম বার করে তালিকার পৃষ্ঠা নং, ক্রমিক নং ইত্যাদি জোরে বলবেন যাতে পোলিং এজেনটরা শুনতে পান। তিনি ভোটারের নামের নীচে দাগ দেবেন এবং যে ভোটপত্রটি দেওয়া হবে তার শেষ তিন অঙ্ক টুকে রেখে দ্বিতীয় পোলিং অফিসারের হাতে দেবেন। দ্বিতীয় পোলিং অফিসারও ঐভাবে লোকসভার ভোটার তালিকা নামের নীচে দাগ দিয়ে ভোটপত্রের শেষ তিন অঙ্ক লিখবেন। মহিলা ভোটারদের নামের কাছে টিক দিয়ে রাখবেন। তিনি এরপর দুটি ভোটপত্রই তৃতীয় পোলিং অফিসারের হাতে দেবেন। তিনি ভোটারের বাঁ হাতের তর্জনী পরীক্ষা করে তাতে অমোচনীয় কালি লাগিয়ে ভোটারের হাতে দুটি ভোটপত্রই দিয়ে দেবেন। চতুর্থ পোলিং অফিসার দুটি ভোটপত্রই নিয়ে নেবেন এবং মাত্র বিধানসভার ভোটপত্রটি ও একটি রবার স্টামপ হাতে দিয়ে ভোট কক্ষের দিকে ভোটারকে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি লোকসভার ভোটপত্রটি পঞ্চম পোলিং অফিসারের হাতে দেবেন। এর মধ্যে ভোটার বিধানসভার ভোট দেওয়া শেষ করেছেন। পঞ্চম পোলিং অফিসার লোকসভার ভোটপত্রটি ও একটি রবার স্ট্যাম্প ভোটারের হাতে দিয়ে আগের মত ভোট দিতে বলবেন। ভোটার অন্য ভোট কক্ষে গিয়ে ভোট দিয়ে টেবিলের উপর রাখা ব্যালট বাক্সে ভোটপত্র দিয়ে চলে যাবেন।

এ তো স্বাভাবিকভাবে ভোট হোল তাই। কিন্তু অন্ধ বা অক্ষম ভোটাররা ২১ বছরের ঊর্ধ্বের কোন সঙ্গী নিয়ে আসতে পারেন। এজন্য তাঁকে অঙ্গীকারপত্রে সই করতে হবে। এছাড়া ভোটারের পরিচয় চ্যালেনজ হতে পারে এবং টেন্ডার ভোটও হতে পারে। এ ব্যাপারে প্রিসাইডিং অফিসারকে সিদ্ধান্ত নেবার যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

ভোট শেষ করার পর প্রিসাইডিং অফিসারকে অন্যান্য পোলিং অফিসারের সাহায্যে এবং পোলিং এজেন্টদের সামনে ব্যালট বাক্স সীল করেও প্রস্তুত করে রাখতে হবে। এর মধ্যেই অন্যান্য প্রয়োজনীয় হিসাব মিলিয়ে কাগজপত্র প্রস্তুত করে রেখে অপেক্ষা করতে হবে।

—সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

অর্থনৈতিক সমস্যাই পশ্চিমবঙ্গে নকশালী তৎপরতার কারণ

—চবন

থানা, মহারাষ্ট্র, ৩ মারচ—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচবন আজ বলেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার পরিণতি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে নকশালী কার্যকলাপের উদ্ভব হয়েছে এবং একমাত্র দারিদ্র্যের অবসান ঘটিয়েই কার্যকরভাবে তার মোকাবিলা করা যাবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল তা দূর করার জন্য ব্রতী হয়েছেন।

এটা যে অংশত আইনশৃংখলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রশ্নও সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই এবং কর্তৃপক্ষ তা কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হবেন। ডোম্বিবিভলি ও থানায় নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় শ্রীচবন এই কথা বলেন। এই দুটি জায়গা বোমবাই উত্তর-পূর্ব নির্বাচন কেন্দ্রের অংশ।

শ্রীচবন পক্ষকাল আগে বোমবাই শহরে বলেছিলেন, জেনারেল কারিয়াপ্পা যুদ্ধ কি তা দেখেননি। এই উক্তি নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়। আজ থানায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীচবন বলেন, তাঁর ওই কথার দ্বারা তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল যে যুদ্ধে নেমেছেন তা হল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং এ সংগ্রাম জেনারেল কোনদিন প্রত্যক্ষ করেননি।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

আরও একজন আদি কংগ্রেস প্রার্থী সরে দাঁড়ালেন

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্য বিধানসভার শ্রীরামপুর কেন্দ্রে আদি কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীদুর্গাশংকর (শ্যামল) সান্যাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ালেন। ওই সিদ্ধান্ত জানিয়ে এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, রাজ্যে যে হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি চলছে, তার জন্য গণতান্ত্রিক শক্তি-সংহতি একান্ত প্রয়োজন, আর ভোটারদেরও তাই ইচ্ছা; সেই ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন।

ওই কেন্দ্রে এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে মূলত তিন প্রার্থীর মধ্যে—সর্বশ্রী পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী (সি পি আই), ডাঃ গোপালদাস নাগ (নব কংগ্রেস), কমল ভট্টাচার্য (সি পি এম)। শ্রীসান্যালের নাম অবশ্য ভোটপত্রে থেকে যাবে।

রাজ্য নব কংগ্রেস সভাপতির নিন্দা

রাজ্য নব কংগ্রেস সভাপতি বিজয়সিংহ নাহার মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে নির্বাচন প্রার্থীদের উপর 'বিশেষ একটি দলের সমর্থকদের বর্বরোচিত আক্রমণের' তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন,—হেমন্তকুমার বসুকে হত্যা করার পর আলিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সি পি আই প্রার্থী মণি সান্যালকে আক্রমণ করা হল। সোমবার আক্রমণ হল বিদ্যাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রে নব কংগ্রেস প্রার্থী সামসুজ্জোহার উপর। আমি শুধু একথা বলতে পারি এ ধরনের বর্বরোচিত আক্রমণ করে কোন লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে না এবং আক্রমণকারীরা জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করতেও পারবেন না। ব্যালট বকসের মধ্য দিয়ে আক্রমণকারীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন।

প্রার্থীর উপর হামলার নিন্দা

বিদ্যাসাগর কেন্দ্রে নব কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীসামসুজ্জোহার উপর হামলার নিন্দা করেছেন ওই কেন্দ্রের আদি কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীসংশোভন ব্যানার্জি, বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীচিত্ত দাশগুপ্ত প্রমুখ।

কল্যাণ রায়ের বিবৃতি

সি পি আই নেতা শ্রীকল্যাণ রায় এক বিবৃতিতে বলেন, নির্বাচনী প্রচারের সময় সি পি আই কর্মীদের উপর আক্রমণ বন্ধ না হলে তাঁরা (সি পি আই) আত্মরক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন। তাঁর অভিযোগ, রাণীগঞ্জ, জে কে নগর, অন্ডাল ও বরাবনী অঞ্চলে 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' চলছে। পুলিশ হয় নিষ্ক্রিয় থাকছে অথবা তাদের দেখা মিলছে না। তিনি সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসুকে এইসব অঞ্চল পরিদর্শন করে তাঁর দলের কর্মীদের নির্বাচন বিঘ্নিত করার কাজ থেকে বিরত করতে অনুরোধ করেন। দুর্গাপুর থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি শ্রীরায়ের এই বিবৃতি পাঠান।

ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী

মেদিনীপুরের ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থীর নাম সুরেন্দ্রনাথ ঘোড়ই। এর আগে এই কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে যার নাম বেরিয়েছিল তা ঠিক নয়।

ভারত-চীন যুদ্ধ সম্পর্কে নতুন তথ্য, নতুন বক্তব্য

নয়াদিল্লি, ২ মারচ—১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধ নিয়ে আর একটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সেই সময়কার নেপথ্য কাহিনী বিবৃত করে অনেক পুরোনো অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির নাম চীনের বিশ্বাসঘাতকতা। লেখক শ্রী বি এন মল্লিক। ১৯৫০ সাল থেকে শ্রীনেহরুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইনটেলিজেনস ব্যুরোর ডিরেকটার। বস্তুত, যুদ্ধের সময়ে বহু গুরুতর বৈঠকের তিনিও একজন সাক্ষী।

অভিযোগ উঠেছে, চীনের আগ্রাসনের মোকাবিলায় সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্তটি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। এবং তা সামরিক কর্তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীমল্লিক এর বিরোধিতা করেছেন। সেই সংকটময় দিনগুলিতে প্রতিরক্ষা দফতরে প্রতিদিনের বৈঠকের বিবরণ দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, সামরিক কর্তারাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

সেদিনের যুদ্ধের পশ্চাদপট বিবৃত করে কাউকে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার যে প্রয়াস দেখা যায়, আদপে তা সত্যভিত্তিক নয়। দায়দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর কর্তাব্যক্তিদেরই ছিল সবচেয়ে বেশি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর শক্তি কম এবং সমরাস্ত্রও যথেষ্ট নেই—তথাপি রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ করে শ্রীনেহরু ও শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন নেফায় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে এক অসম যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছেন বলে যাঁরা অভিযোগ করেছেন, তাঁরা বাস্তব তথ্যকেই অস্বীকার করেছেন। নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য অথবা অন্য কোন স্বার্থে এই ধরনের প্রচার করা হচ্ছে।

আসল ব্যাপারটা অন্যরকম। চীনের তৎপরতা সম্পর্কে শ্রীনেহরু সচেতন ছিলেন। তিনি সে কথা অনেকবার বলেওছেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর বিশ্বাস ছিল অন্যরকম। জেনারেল থাপার একটি উক্তি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, 'চীনের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধ করতে হবে—এটা আমি কখনও ভাবিনি। কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসা হয়ে যাবে।'

সেনাবাহিনীর কর্তাব্যক্তিদের ওই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটতে অনেক সময় লেগেছিল। ইনটেলিজেনস ব্যুরো থেকে অনেক আগেই সেনাবাহিনীকে জানানো হয়েছিল, আকসাই চীন-এ চীনের সড়ক নির্মাণ অথবা সীমান্তে চীনের সামরিক তৎপরতার কথা। কিন্তু সেনাবাহিনীর হোমরাচোমরারা এই সড়ক নির্মাণের ব্যাপারে কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। এমন কি, ব্যুরো থেকে যখন সুপারিশ করা হল—উত্তর লাদাক, উত্তরপ্রদেশের উত্তরাঞ্চল ও অন্যান্য স্থানে সীমান্ত-প্রহরা জোরদার করা হোক, তখন রহস্যময়ভাবে সেনাবাহিনীর সদর দফতর থেকে নির্দেশ এলো দৌলত বেগ ওলডি, কুইনিল লঙ্গর প্রভৃতি জায়গা থেকে ইনটেলিজেনস ব্যুরোর ঘাঁটি গুটিয়ে ফেলতে।

শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর কর্তাব্যক্তিদের টনক নড়লো। কিন্তু অনেক দেরীতে। ততক্ষণে চীনের কবলে চলে গিয়েছে ভারতের ৭ হাজার বর্গমাইল এলাকা।

—ইউ এন আই

নেতাজী গতবছর এপ্রিলে আম্বালায় এসেছিলেন

খোসলা কমিশনে কর্ণেল ঠাকুর সিং-এর সাক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ৩ মারচ—খোসলা কমিশনের এজলাসে আজাদ হিন্দ বাহিনীর একজন অফিসার বলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু গত বছর এপ্রিল মাসে আম্বালায় ছিলেন।

কর্ণেল ঠাকুর সিং আজ কমিশনকে বলেন আম্বালায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর একজন অফিসারের বাস-ভবনে তিনি নেতাজীর সঙ্গে তিনঘণ্টা কাটিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'নেতাজীর চেহারা দেখার চেয়ে আমি বরং তাঁর কথা শুনেই তাঁকে চিনতে পারি। কিন্তু আমি যখন তাঁকে নেতাজী বলে সম্বোধন করি তিনি আমাকে চুপ করতে বলেন'।

সাক্ষী বলেন আম্বালায় নেতাজীর উপস্থিতির খবর সাক্ষীর শ্যালক তাঁকে দেন। তিনিও ভারতীয় বিমান বাহিনীর একজন অফিসার।

—ইউ এন আই

লিলুয়ায় পূর্ব রেলের অফিসার খুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কলোনিতে উদ্বেগ ও আতঙ্ক দেখা দেয়। কারখানার কর্মী, অফিসারগণ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পুলিশও এসে পৌঁছোয়। আততায়ীদের সন্ধানে পুলিশ কুকুর আনা হয়। কিন্তু রাত্রি পর্যন্ত এই খুনের কিনারা সম্ভব হয়নি।

কয়েকজন রেল কর্মচারী বলেন যে, শ্রী পাল কর্মীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। চলতি বছরেই তাঁর অবসরগ্রহণ করার কথা। তাঁর মত একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে কেন হত্যা করা হল, এর কারণ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। পুলিশও এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কোন আলোকপাত করতে পারেনি। তবে তাদের অনুমান যে, এর পিছনে নকশালদের হাত থাকতেও পারে।

শ্রী পালের স্ত্রী, পুত্রকন্যা ছাড়াও বৃদ্ধ পিতা বর্তমান।

এদিন সন্ধ্যায় ইসটারন রেলওয়ে অফিসারস অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। আজ (বৃহস্পতিবার) এঁদের এক প্রতিনিধি দল নিরাপত্তার প্রশ্ন নিয়ে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে অ্যাসোসিয়েশনের এক মুখপাত্র জানান।

শকুন্তলা মাসানির নব কংগ্রেসে যোগদান

নয়াদিল্লি, ৩ মারচ—স্বতন্ত্র পার্টির সভাপতি শ্রীমাসানির স্ত্রী শ্রীমতী শকুন্তলা মাসানি আজ বলেন, তিনি নব কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছেন।

শ্রীমতী মাসানি বলেন, তিনি এখন যে দলে যোগ দিলেন, তাঁর স্বামী অবশ্য তার বিরোধিতা করছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর স্বামীর রাজনৈতিক সততার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি বলেন, বিংশ শতাব্দীতে স্ত্রী স্বামীর চিন্তার কেন অনুগামী হবে তার কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

—ইউ এন আই

উত্তর প্রদেশের দুটি কেন্দ্রে ৬ মারচ আবার ভোট নেওয়া হবে

নয়াদিল্লি, ৩ মারচ—নির্বাচন কমিশন উত্তর প্রদেশের বাঘৎ সংসদীয় আসনে বারনাবার দুটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নতুন করে ভোট নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এখানে ভোট নেওয়া বন্ধ রাখতে হয়।

আবার ভোট গ্রহণের দিন ধার্য হয়েছে ৬ মারচ। পরে নির্বাচনী কমিশন সরকারীভাবে আদেশ দেবেন।

চারটি আসন সম্পর্কে

যে-সব কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মারা গিয়েছেন সেখানে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর নির্বাচন হবে। এখন বন্ধ থাকবে। এরকম কেন্দ্র চারটিঃ পশ্চিমবঙ্গের উখরা ও শ্যামপুকুর, ওড়িশার নিয়াপুর এবং মহারাষ্ট্রের নাগপুর।

—পি টি আই

মসকোতে এ পি'র সংবাদদাতা আটক

মসকো, ২ মারচ,—কাল রাত্রে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা শ্রীজেমস আর পিপারট যখন তাঁর একজন রুশ বন্ধুকে নিয়ে একটি রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তাঁকে সোভিয়েট পুলিশ আটক করে। রুশ ছেলেটি একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র। তাকে রাত্রে হাজতে রেখে দেওয়া হয়। পুলিশ তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে তার আচরণের কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীনের কাছে রিপোরট করা হবে।

নির্বাচিত নির্বাচনী

কেন্দ্রীয় ইসপাত মন্ত্রী শ্রীভগতের নির্বাচন-কেন্দ্র বিহারের শাহাবাদ। কালিশা ভোট কেন্দ্রে সোমবার বেলা দুটোর মধ্যে ভোট পড়েছে মাত্র ১টি।

পি টি আই প্রতিনিধি খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন, গ্রামবাসীরা কার্যত ভোট বয়কট করেছেন।

জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—গত ১৯ বছর ধরে প্রতিটি নির্বাচনেই প্রার্থীরা গ্রামে একটি সড়ক নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন,—। কোন প্রার্থীই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি।

এবারও তাঁরা সে প্রতিশ্রুতি নিয়েই এসেছিলেন, বলেছিলেন, 'আগে ভোট, পরে সড়ক'। আমরা জবাবে বলেছি, 'আগে সড়ক, পরে ভোট'।

'ভোট কা দাম'

সোমবার বিহারের মতিহারী লোকসভা কেন্দ্র নির্বাচন ব্যাপারে একেবারেই নিস্পৃহ ছিল। 'অনেকগুলি ভোট-কেন্দ্র একেবারেই জনহীন ছিল, দেখলে করুণা হয়।

পি টি আই প্রতিনিধি খোঁজখবর নিতে গেলেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন। জবাবও পেলেন—দুচার জন টাকা-পয়সা পেয়েছেন, ভোট দিয়েছেন, কিন্তু 'হামারা ভোট কা দাম আভিতক নেহি মিলা'।

একমেব অদ্বিতীয়ম্

বাঙ্গালোর সিটি নির্বাচন কেন্দ্রে ডি এম কে কয়জন প্রার্থীকে সমর্থন করছেন—? কর্ণাটক ডি এম কে সরকারীভাবে সমর্থন করছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীহনুমন্তিয়াকে, হাজার হাজার পোসটারে সে কথার উল্লেখও রয়েছে। কিন্তু আর তিনজন নির্দল প্রার্থীর পোসটারেও ডি এম কে নেতৃবৃন্দের ছবি, ডি এম কে-র প্রতীকচিহ্ন। কর্ণাটক ডি এম কে সরকারীভাবে এই অনাচারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু কে শুনছে তাদের কথা? সকলের কাছেই ডি এম কে 'একমেব অদ্বিতীয়ম্' হয়ে উঠেছে। নির্দল যদিও, তথাপি ডি এম কে'র প্রতি অননুমোদিত আনুগত্যের ব্যাপারে তাঁরা দল বেঁধেছেন।

দুই সতীন

উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় কেন্দ্রে দুই সতীনের ঝগড়া অবশেষে ভোট কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছল। ফলে বড় বউ-এর আর ভোট দেওয়া হল না। বড় বউ ভোট কেন্দ্রে এসে ছোট বউ কাকে ভোট দিয়ে গিয়েছেন, জানতে চাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বাকসটি আমাকে দেখিয়ে দাও। সেই বাকসেই আমার ভোট পড়বে।

প্রিসাইডিং অফিসার এ ব্যাপারে কোন আলোকপাত করতে পারলেন না দেখে তিনি নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। ছোট বউ জয়ী হলেন।

চার খুনের আসামী

মাত্র গত সপ্তাহে নব-কংগ্রেস প্রার্থীর অনুকূলে বোমবাই-পশ্চিম-উত্তর নির্বাচন রণক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন একজন লোককে পুলিশ চারটি নরহত্যার দায়ে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ বলছে, সন্দেহ এড়াবার জন্যই শ্রীদারুওয়ালা নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু নাম প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে লোকটির গতিবিধি সম্পর্কে পুলিশের মনে সন্দেহ জাগল এবং এই একটি সূত্র ধরেই তাঁরা অগ্রসর হলেন যে, যে লোকটির স্থায়ী কোন ঠিকানা বা বাসস্থান নেই, সে অকস্মাৎ বোমবাই-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ভোট প্রার্থী হ'ল কেন?

ঘোমটার আড়ালে

কাজ প্রায় শেষ হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তের সামান্য অনবধানতার দরুন সব ফাঁস হয়ে গেল। ধানবাদের এক খবরে জানা যায় যে, সোমবার সেখান থেকে কিছু দূরে একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে শাড়ি পরে ঘোমটা দিয়ে এক ব্যক্তি ভোট দিতে যায়। ব্যালট বাকসে ভোট দেবার পূর্ব মুহূর্তে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তার ছোট গোঁফের সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একজন পোলিং এজেনট সেটা দেখেই তার ঘোমটা খুলে দেন। তারপর তাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়।

সম্পাদক সমীপেষু

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

জাল ভোট, সমাধান

খুন, জখম, হত্যা ও সন্ত্রাসজনক এহেন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পশ্চিম বাংলায় সুষ্ঠু ও সঠিক নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন আজ সমস্ত শান্তিপ্রিয় ও রাজনৈতিক সচেতন নাগরিকদের মনকে নাড়া দিচ্ছে। তাছাড়া রয়েছে 'জাল ভোট' সমস্যা। এ সমস্যা ব্যাধির মতো। প্রতিবারেই ক্রমশ বেড়ে চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে আসল ভোটদাতা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে দেখেছেন, অপর লোক তাঁর নামে জালভোট দিয়ে গিয়েছে। ফলে আসল ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই 'জালভোট প্রদান' প্রতিরোধ করবার জন্য নিম্নোক্ত কার্যকরী পন্থা নির্বাচন কমিশনারকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছিঃ

(ক) কলকাতা ও সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলে এবং রাজ্যের অন্যান্য স্থানে যেখানে পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু রয়েছে সেখানে রেশনকারড প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ভোটারের ভোট গ্রহণ করা হোক।

(খ) যেখানে 'মডিফায়েড রেশনিং' প্রথা রয়েছে এবং পরিবারের প্রত্যেক সভ্যের নামে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন কারড নেই সেখানে পরিবারের কর্তার নামে যে কারডটি রয়েছে তা উক্ত পরিবারের ভোটারকে ভোট দানের আগে প্রিসাইডিং অফিসারকে দেখাতে হবে। প্রয়োজনে কারড সম্পর্কে তিনি ভোটারকে জিজ্ঞেসবাদও করবেন।

(গ) ভোট দানের পূর্বে ভোটদাতার ব্যক্তিগত নামে যে রেশন কারড রয়েছে সেই রেশন কারডের একটি নির্দিষ্ট স্থানে (মধ্যস্থলে হলেই ভাল হয়) একটি 'চিহ্ন' বা কালির দাগ (যা সহজে মুছে ফেলা সম্ভব নয়, কারড থেকে ওঠাতে গেলেই কারডটি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বা দাগ থাকবে) দিতে হবে।

(ঘ) অন্যান্য বারের মতো আঙ্গুলের অগ্রভাগে চামড়ার উপর কালির দাগ না দিয়ে ডান হাতে বুড়ো আঙ্গুলের নখটির গোড়ায় যেখানে মাংস ও চামড়ার এসে মিশেছে সেই সংযোগস্থলে কালির দাগটি লাগাতে হবে। তাহলে সহজে ঐ দাগ ওঠানো সম্ভব হবে না। জোর করে কোনও কিছুর সাহায্যে ওঠাতে গেলেও উক্ত স্থানে সামান্য ক্ষতচিহ্ন সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে। জাল ভোট বলে চিহ্নিত করা সহজ হবে।

(ঙ) বিগত কয়েক বছর নির্বাচনের সময় যে কালি দাগের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে আরও শক্তিশালী কালি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তৈরি করানো বাঞ্ছনীয়। ভোট কেন্দ্রে ঐরূপ কালিই ব্যবহার করতে হবে।

পরিশেষে আশা করি, দেশের চার-চারটি নির্বাচনের পর গণতন্ত্রের স্বার্থেই সরকার জালভোট প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে উপরোক্ত পরামর্শ বিবেচনা করে দেখবেন এবং সঠিক ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থাকে সম্ভবপর করে তুলবেন। —যতীন কর্মকার, অরবিন্দ ঘোষ, কলকাতা।

কাবুলিওয়ালা

বেলঘরিয়া ও আসানসোলে দুইজন কাবুলিওয়ালা নিহত হয়েছে। খুবই মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। কোন বিদেশী আমাদের দেশে এসে এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হোক, এটা আমরা কেউই চাই না। কিন্তু কাবুলিওয়ালা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কিছু কৌতূহল আছে। সুদূরে আফগানিস্তানের কাবুল দেশ থেকে কাবুলীওয়ালারা এদেশে এসে বহুদিন যাবৎ ব্যবসা বাণিজ্য করছে। প্রথমেই তারা 'হিং নেবে, হিং' এই বলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করে বেড়ায় এবং তারপরেই তারা টাকা ধার দেওয়া ও সুদ নেওয়ার ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। ভারতের বিভিন্ন শহরে এবং কলকারখানাসমৃদ্ধ নগরীগুলিতে তারা টাকার লেনদেন করে থাকে। এদের শিকার হন বেশীর ভাগ সওদাগরী অফিসের বাবুরা এবং কলকারখানার শ্রমিকেরা। কাবুলীওয়ালারা প্রতি ১০০ টাঃ ধার দেওয়ার জন্য সুদ বাবদ ১০ টাঃ এবং খাতা লেখার জন্য ১০ টাঃ—সর্বসাকুল্যে ২০ টাঃ কেটে নেয়। ফলে গ্রহীতারা মোট ৮০ টাঃ হাতে পায়। তারপরে প্রতি মাসে চলে সুদ আদায়ের পালা। এমন অনেক কাবুলিওয়ালা আছে যারা কলকাতা শহরে সুদ বাবদ মাসিক চার হাজার টাকারও বেশী উপার্জন করে। কোন বিদেশী আমাদের দেশে এলে সব সময়ই বরণীয় হন। কিন্তু তাঁদের যদি এরকম হীন ব্যবসায়ে লিপ্ত হবার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহলে ভারতের মত শোচনীয় অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত দেশে আরও বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবে। জাতির বৃহত্তম স্বার্থে আইন করে কাবুলিওয়ালাদের চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যে সমস্ত কাবুলিওয়ালা সৎকর্মে নিযুক্ত থেকে এদেশে থাকতে চায়, কেবলমাত্র তাদেরই ভারতে বসবাসের সুযোগ দেওয়া উচিত। এবং তাহলেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালারা ভারতে যথাযথ মর্যাদার অধিকারী হতে পারবে। —প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, ২৪-পরগনা।

চাকরির প্যানেল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬৯ সালে লোয়ার ডিভিসন ক্লারকের জন্য ইনটারভিউ নিয়ে একটা প্যানেল তৈরি করেছিলেন। ওই প্যানেল থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ৪০ জনের চাকুরি হয়েছে। সরকার গত ডিসেমবর মাসে প্যানেলটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। অনেক ধরাধরির পর কর্তৃপক্ষ মারচ মাস পর্যন্ত প্যানেলটি রাখতে রাজী হন। কিন্তু জানুয়ারির পর কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। —সাধন মজুমদার, হাওড়া—৫।

কর্মসংস্থান কেন্দ্র মারফৎ নির্বাচনকর্মী সংগ্রহের পরিকল্পনা

স্টাফ রিপোরটার

এমপ্লয়মেনট একসচেনজগুলির কর্মপ্রার্থীদের তালিকা থেকে নির্বাচন কর্মী সংগ্রহের এক 'জরুরি' পরিকল্পনা' হাওড়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

ওই জেলাগুলিতে নির্বাচনের কাজের জন্য কর্মীর অভাব হতে পারে এই আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রী বি এস রাঘবন সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের এইভাবে লোক সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এইভাবে লোক সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না বলেই তিনি আশা করেন।

ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থানান্তর অসম্ভব

বুধবার শ্রীরাঘবন সাংবাদিকদের আরও জানান যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সুপারিশ সত্ত্বেও এই শেষ সময়ে 'পোলিং স্টেশন' বা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিকে প্রস্তাবিত জায়গা থেকে স্থানান্তরের প্রশ্ন বিবেচনা করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রগুলি কোথায় কোথায় হবে তা চূড়ান্তভাবেই স্থির হয়ে গিয়েছে। তবে, দু' একটি ক্ষেত্রে হয় ত একেবারে শেষ সময়ে কেন্দ্র স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্য নির্বাচন অফিসার বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বেশ কিছু ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থানান্তরের দাবি জানিয়েছেন—এইসব যুক্তি দেখিয়ে যে অমুক এলাকায় খুব গোলমাল, অথবা অমুক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছানো বহু ভোটদাতার পক্ষেই অসুবিধাজনক।

তিনি আরও বলেন যে, স্থানান্তরের অধিকাংশ সুপারিশ এসেছে বেলেঘাটা, বেলগাছিয়া, টালিগঞ্জ ও দমদম এলাকা থেকে।

তিনি বলেন, স্থানান্তরের দাবি-দাওয়া তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না হলেও স্বরাষ্ট্র দফতর এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ভোটদাতা এবং নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে।

কত ঘাটতি?

ভোট গ্রহণের মাত্র ছয়দিন আগে বুধবারও শ্রীরাঘবন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, নির্বাচনের কাজের জন্য ঠিক কত লোক চাওয়া হয়েছিল এবং কত লোক পাওয়া যাবে তিনি এই সংখ্যাতত্ত্বের মধ্যে যেতে চান না। তিনি শুধু বলেন যে, কলকাতা এবং হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলার ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

চব্বিশ পরগণার ক্ষেত্রেও 'পোলিং টিম'-এর কর্মীদের সংখ্যা কমিয়ে এই অসুবিধার সুরাহা করা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন; এবং বলেন যে, প্রতি কেন্দ্রে একজন প্রিসাইডিং অফিসারের সংগে কর্তব্যরত পোলিং অফিসারের সংখ্যা ৫ থেকে ৪ জনে অথবা প্রয়োজন হলে আরও কমিয়ে আনা যেতে পারে।

পৌর কর্মীরা উৎসাহী নন

'পোলিং ডিউটি' করতে কলকাতা করপোরেশনের কর্মীরা তেমন উৎসাহী নন। তিন শ' জন কর্মী চাওয়া হয়েছিল, রাজি হয়েছেন মাত্র পনের জন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী বি এস রাঘবন নির্বাচনী কর্মীর অভাবের কথা জানিয়ে পৌর কমিশনার শ্রী এম জি কুট্টিকে তিন শ' পৌরকর্মী দিয়ে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। পৌর সংস্থার বিভিন্ন বিভাগে এজন্য বুধবার সন্ধ্যার আগে নাম পাঠাতে সারকুলার দেওয়া হয়। পৌর সংস্থার এক মুখপাত্র জানালেন মাত্র ১৫ জন নাম পাঠিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষকরা নির্বাচনী কাজ করতে রাজি

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ চক্রবর্তী এদিন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ছাঁটাই শিক্ষকদের বিষয়ে এবং সমিতির অন্যান্য দাবি সম্পর্কে শিক্ষা সচিব সুবিবেচনার আশ্বাস দেওয়ায় ও তাঁর বিশেষ অনুরোধে সমিতি নির্বাচনের কাজে তাঁদের পূর্ব-ঘোষিত 'অসহযোগ আন্দোলন' প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের পোলিং-এর কাজে অংশ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পোসটাল ব্যালটে ভোট দেওয়া অসুবিধা হয়

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কো-অরডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বুধবার বলেন যে, নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত সরকারী কর্মীদের পোসটাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। এদিন মুখ্য সচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্তর সংগে সাক্ষাৎ করে তাঁরা এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মুখ্য সচিব এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়াছেন।

ভারতীয় বণিক সভার প্রস্তাব

ভারতীয় বণিক সভা রাজ্য সরকারের নিকট এই মর্মে প্রস্তাব দিয়েছেন যে নির্বাচনের জন্য যেহেতু আগামী ১০ মারচ বুধবার ছুটি ঘোষিত হয়েছে, সেহেতু উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য যেন শিল্প শ্রমিকদের ৭ মারচ রবিবার পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে বলা হয়। ইউ এন আই মারফত এই খবর প্রচারিত হয়।

নির্বাচনের কাজে যোগ দেওয়ার অনুরোধ

রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীনিমাই সামন্ত এক বিবৃতিতে সরকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী কর্মচারীদের নিরাপত্তা এবং জীবনবীমা প্রকল্প চালু করার দাবি গ্রহণ করে যে আদেশ ঘোষণা করেছেন তার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি তাদের সংস্থার প্রত্যেক সভ্যকে নির্বাচনের কাজে অংশ গ্রহণ করে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ জানান।

খনি অঞ্চলে ভোটের দিন ছুটি দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ

অজয় ভ্যালি কোলিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, খনি মালিকরা স্থির করেছেন ১০ মারচ নির্বাচনের দিন শ্রমিকদের সবেতন ছুটি দেওয়া হবে না। শ্রীসেনগুপ্ত এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে মালিকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি আরও অভিযোগ করেন, এর ফলে নির্বাচন খনি অঞ্চলে প্রহসনে পরিণত হবে এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সাহায্য হবে।

উত্তর প্রদেশে আলিগড়ে একজন মহিলা ভোট দিচ্ছেন।

পূর্ব পাকিস্তানে সফল 'বাংলা বন্ধ'

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

আমন্ত্রণ আজ প্রত্যাখ্যান করেছেন। সংবিধান রচনায় অচল অবস্থার অবসানের জন্য ১০ মারচ ঢাকায় এই বৈঠক ডাকা হয়েছে।

রেডিও পাকিস্তান ও বি বি সি প্রচারিত এই সংবাদে আরও বলা হয়েছে, প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ যে সব দলের নেতাদের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছেন, সেগুলি হল: আওয়ামী লীগ, পিপলস পারটি, জমিয়তে-ই-উলেমা, কাইয়ুম গ্রুপ মুসলিম লীগ, কনভেনসনপন্থী মুসলিম লীগ, কাউনসিল মুসলিম লীগ, জামায়েত-ই-ইসলাম। এছাড়া নির্দল ও উপজাতি নেতৃবৃন্দকেও আহ্বান জানানো হয়েছে।

২ জন নিহত

ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে গতকালই স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট হয়েছিল। ফৌজী শাসনের বিরুদ্ধে গতকাল ঢাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

গতকালের হাঙ্গামায় ঢাকায় সেনাবাহিনীর গুলিতে ২ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৬৮ জন। বিমানবন্দরের সামনে জনতা ছত্রভঙ্গ করতে সামরিকবাহিনী গুলি চালালে একজন নিহত হয়।

বেসরকারী মতে অবশ্য হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি: নিহত ৭ কিম্বা ৮, আহত কম করেও ৯০ জন।

জীবনযাত্রা অচল

আজকের হরতালে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থাও অকেজো হয়ে পড়ে। ট্রেন, স্টিমার, মোটরগাড়ি বা অন্য কোন যানবাহন চলাচল করেনি। ডাকঘর, কলকারখানা বন্ধ থাকে।

যুদ্ধক্ষেত্র?

সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মতে ঢাকা শহর 'যুদ্ধক্ষেত্রে' পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার লোক কারফিউর নির্দেশ অমান্য করে রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। বিক্ষোভকারীরা ফৌজী শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাঁদের দাবি অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে হবে। অনেক স্থানেই বিক্ষুব্ধ জনগণের সংগে সেনাবাহিনীর লড়াই হয়েছে।

ঢাকায় কয়েকটি দোকানে আগুন লাগানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও নাকি পশ্চিম পাকিস্তানীদের বাড়িতে হামলা হয়েছে। আরও অভিযোগ: কিছু দোকানপাট লুঠ হয়েছে।

গুলি

আজ শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায় জনতাকে লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি চালায়। ঢাকা টেলিগ্রাফ অফিসের ভিতরে, জিন্নাহ এভিনিউতে পুলিশ গুলি চালিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের মুখে শ্লোগান: জয় বাংলা।

সারা শহরে সেনাবাহিনী। স্থানে স্থানে সেনাদের ঘাঁটি। কোথাও আবার মেশিনগানও বসানো হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও পথে নেমেছে। গতকাল রাত থেকেই ঢাকা বিমানবন্দরে সামরিক বাহিনী মোতায়েন। সব বিমান চলাচল বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

ঢাকায় এক বিরাট সমাবেশে শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমাদের যে সংগ্রাম—তা হবে ঐক্যবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সাত কোটি মানুষের দাবি কোনমতেই কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না।

'ভুট্টোর কবর'

বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা, অধিকাংশই স্কুলের, শ্রীভুট্টোর একটি কুশপুত্তলিকা আজ দাহ করে। রাস্তার স্থানে স্থানে ছাত্ররা বালি দিয়ে স্তূপ তৈরি করেছে। আর তার পাশে সাদা খড়ি দিয়ে লিখে রেখেছে: এই হল 'ভুট্টোর কবর'। শুধু তাই নয়, ছাত্ররা ভুট্টোর 'আত্মার' সদগতির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনাও করে।

রংপুর, শ্রীহট্টে কারফিউ

রংপুর ও শ্রীহট্ট শহরে আজ সন্ধ্যা থেকে ২৪ ঘন্টার জন্য কারফিউ জারি করা হয়েছে।

ভুট্টোর সুর আবার নরম

পাকিস্তান পিপলস পারটির চেয়ারম্যান শ্রীজুলফিকর আলি ভুট্টো বলেছেন—তাঁর দল আওয়ামী লীগের সংগে তাঁদের (লীগের) ইচ্ছামত যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে কথাবার্তা বলতে রাজি আছে।

গতকাল করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টোসাহেব এই কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশের স্বার্থে একটা সমঝোতার জন্য অতীতে তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন, ভবিষ্যতেও নিতে প্রস্তুত।

শ্রীভুট্টো বলেন—বড় দুটি দল যাতে আলোচনার মাধ্যমে একটা সমঝোতায় আসতে পারে তার জন্যই তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতুবি রাখতে বলেছিলেন।

ভোটের কাজের জন্য বেকারদের আহ্বান

স্টাফ রিপোরটার

কর্ম সংস্থান কেন্দ্রের হাওড়া শাখায় নাম তালিকাভুক্ত করা আছে এ রকম বেকার ব্যক্তিদের আগামী ৫ মারচ সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে বারটার মধ্যে হাওড়ার জেলা শাসকের অফিসে দেখা করার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষ আহ্বান জানিয়েছেন। নির্বাচনের প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারের কাজে নিয়োগ করার জনাই এঁদের ডাকা হয়েছে।

প্রার্থীদের বয়স ২০ থেকে ৪০ বৎসরের মধ্যে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল ফাইন্যাল বা তার উপরে হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে হাওড়ার জেলা শাসক শ্রীদীপক রুদ্র জানান।

নির্বাচিত ব্যক্তিরা ভোট সংক্রান্ত কাজের জন্য মোট ৩৬ টাকা পাবেন। আর কর্তৃপক্ষ এঁদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়া ও আসার জন্য যানবাহন বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। কেবলমাত্র নন-টেকনিক্যাল প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন।

নদীয়া জেলায় ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ শেষ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর, ৩ মারচ—নদীয়া জেলায় আসন্ন নির্বাচনে মোট ১৩৭৩টি পোলিং বুথ তৈরী করা হবে। ঐ সব পোলিং বুথে কাজের জন্য ৬৮৫০ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়া অতিরিক্ত আরও ৪০০ জন থাকছেন বলে সরকারী ভাবে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে ঐ সব কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের কাজ শেষ হয়েছে।

বুধবার উঃ প্রদেশ, বিহার নাগাভূমিতে ভোট গ্রহণ পর্ব

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

আলিগড়ের কয়েকটি কারফু এলাকায় ভুলক্রমে ভোট গ্রহণ করা হয়।

বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ভোট গ্রহণ চলবে তিন দিন ধরে। বিহার ও উত্তর প্রদেশের কিছু কিছু জায়গায় বেশ ভাল ভোট পড়ে। কয়েকটি এলাকায় মাঝারি ধরনের।

উত্তরপ্রদেশের আমরোহ, শাহাবাদ, প্রতাপগড়, আমেঠি, আকবরপুর (সং), রামসামাহ ঘাট (সং), বলরামপুর, গাজীপুর, বিকহর, এটা, ফিরোজপুর, খুরজা ও মোহনলালগঞ্জ আজ ভোট গ্রহণ শেষ হয়। প্রথম দিনে এই জায়গাগুলিতে আংশিক ভোট হয়।

প্রতাপগড়ে কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী দীনেশ সিং পাঁচমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন। তবে তাঁর মুখ্য দ্বন্দ্বী চার দলের জোটের প্রার্থী মনেশ্বর দত্ত উপাধ্যায় (এস এস পি)। এখানে যত বেলা বাড়তে থাকে, ভোটও দ্রুত বেশি পড়তে থাকে। প্রতাপগড়ের শহরাঞ্চলে মেয়েরা বেশি ভোট দিয়েছে। প্রতাপগড়ে ভোট গ্রহণ আজ শেষ হয়েছে।

রায়বেরিলীর একটি অংশ ডালমাওয়ে আজ বেশ ভাল ভোট পড়ে। এখানে প্রার্থী প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মহাজোটের রাজনারায়ণ (এস এস পি)।

জানা গিয়েছে, ৪০ শতাংশেরও বেশী ভোটদাতা ভোট দেন। এবং মেয়েরা বেশ ভোট দিয়েছেন। বারাণসীতেও বেশ ভাল ভোট পড়েছে।

বিহারে ১৩টি কেন্দ্রে আজ ভাল ভোট পড়ে। মুঙ্গের ও নালন্দায় যথাক্রমে এস এস পি নেতা শ্রীমধু লিমায়ে ও কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রসাদ নির্বাচন প্রার্থী। নালন্দার মহকুমা শহর বিহার শরীফে মহিলাদের মধ্যেই ভোটদানের উৎসাহ বেশী। বহু মহিলাকে বোরখা পরে ভোট দিতে আসতে দেখা যায়।

নাগাভূমিতে ব্রহ্মের সীমান্তবর্তী জেলার অভ্যন্তরে কয়েকটি এলাকায় আজ নিয়ে তিন দিন ধরে ভোট গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৬০ শতাংশ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ঐসব স্থানে প্রায় ৩০ হাজার ভোটার রয়েছেন। —ইউ এন আই

পঃ বঙ্গে দোলের দিনও ভোট গণনা চলবে

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে ভোট গণনা ১১ মারচ শুরু হবে এবং ১৪ মারচ-এর মধ্যে তা সম্পূর্ণ হবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বুধবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রীরাঘবন এই কথা জানান। তিনি বলেন, ১২ মারচ দোলের ছুটি থাকলেও ভোট গণনা অব্যাহত থাকবে।

বিমানকর্মীদের 'নিয়মমাফিক কাজ' শুরু

স্টাফ রিপোরটার

আজ কলকাতা থেকে ইনডিয়ান এয়ারলাইনস-এর বিমান চলাচল ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা।

এয়ার করপোরেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বুধবার মধ্যরাত্রি থেকে 'নিয়মমাফিক কাজ' আন্দোলন শুরু করেছেন। কর্তৃপক্ষ মনে করেন, এর দরুণ বিমান চলাচল ব্যাহত হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার আসছেন

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

চনী সভা কলকাতায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ছয়টায়। সেখান থেকে তিনি রাজভবনে যাবেন। তারপর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়ে উর্ধ্বতন অফিসারদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে বসার কথা আছে। মুখ্য-নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা আসছেন। প্রধানমন্ত্রী ও জগজীবনবাবু শনিবার সকালে কলকাতা থেকে চলে যাবেন।

প্রধানমন্ত্রী পানাগড় থেকে সোজা আসানসোলে বেলা সাড়ে দশটায় নির্বাচনী সভায় যোগ দেবেন। তারপর বেলা বারোটায় বাঁকুড়া, দেড়টায় তারকেশ্বর, পোনে চারটায় ডায়মনডহারবার এবং সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সরোবরে জনসভায় বক্তৃতা করবেন।

জগজীবনরাম যে সব সভায় বক্তৃতা দেবেন

জগজীবনবাবু বেলা তিনটায় জি টি রোডে শিবপুর দুধওয়ালা পারক, চারটায় চাঁপদানিতে পারা ময়দান, পাঁচটায় ভাটপাড়ার অ্যাংলো-ইনডিয়া ফুটবল মাঠ এবং সন্ধ্যা সাতটায় মারকাস স্কোয়ারে জনসভায় বক্তৃতা করবেন।

স্থগিত এলাকায় ভুল করে ভোট

লখনউ, ৩ মারচ—আলিগড়ের কয়েক জায়গায় অন্তত ২৮টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভুল করে ভোট নেওয়া হয়েছে বলে আজ রাতের দিকে রাজ্য নির্বাচন দফতরে খবর এসেছে। গতকালের হাঙ্গামার দরুন ওই সব জায়গায় ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কারফুও জারি করা হয়।

রাজ্য নির্বাচন দফতরে পাঠানো বার্তায় ভোটগ্রহণের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, ভোট নেওয়া শুরু হওয়ার পরে প্রিসাইডিং অফিসাররা ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখার আদেশ পান। আদেশ এসে পৌঁছানোর সংগে সংগে ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখা হয় এবং ভোটপত্রগুলিও নষ্ট করে ফেলা হয়।

রিপোরটে বলা হয়, ইগলাস, খায়ির ও চানদাউসি বিধানসভা কেন্দ্রগুলির প্রত্যন্ত এলাকায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছিল। —ইউ এন আই

মানেকশ উপস্থিত, সেনবর্মাও আসছেন

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

বিকাল পাঁচটা নাগাদ বৈঠক শুরু হয়ে চলে প্রায় দেড় ঘণ্টা।

মহাকরণেও বৈঠক

এরপর স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ মহাকরণে আসেন। সেখানে রাজ্যের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষের সঙ্গে সমস্ত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রকাশ, নির্বাচনের সময় শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য এ পর্যন্ত কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে শ্রী ঘোষ শ্রী নারায়ণকে তা জানান। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাঘবন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, আই জি, সি আর পি'র আই জি, সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ডাইরেকটরও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এই বৈঠকের পর মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যের নির্বাচন কর্মসূচী স্থির। এখন এখানে-ওখানে কোন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনার জন্য তা মুলতুবি রাখার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সাংবাদিকরা মুখ্যসচিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-রাজ্যে নির্বাচন মুলতুবির কোন কথা সরকার বিবেচনা করছেন কি না?

'নির্বাচন হবেই'

দশই মারচ এ রাজ্যে নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারে নির্বাচন হবেই। বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার বলেছেন,—

জনসাধারণের মনে আস্থার ভাব জাগাবার জন্য সেনাবাহিনীকে থানা স্তর পর্যন্ত মোতায়েন করা হবে। এ ছাড়া রাজ্যের সর্বত্র মিলিটারি টহল জোরদার করা হচ্ছে। শুধু নির্বাচনের প্রাক্কালে নয়, ভোট গ্রহণের দিন এবং তার পরেও বেশ কিছুদিন সেনাবাহিনী এখানে থাকবে।

সরেজমিনে দেখতে শ্রী সেনবরমা

রাজ্যের অফিসারদের সঙ্গে ভোটগ্রহণ ব্যবস্থা ও আইনশৃংখলা রক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ছাড়াও শ্রী সেনবরমা সম্ভবত বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে রাজ্যপাল শ্রী ধাওয়ানের সংগেও সাক্ষাৎ করবেন। কলকাতা ছাড়ার আগে আকাশবাণী থেকে তিনি ভোটদাতাদের কাছে এক আবেদন জানাতে পারেন।

বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সি পি আই প্রার্থী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী এবং রাজ্যসভার সি পি আই এম সদস্য শ্রীনীরেন ঘোষ বৃহস্পতিবার শ্রী সেনবরমার সংগে সাক্ষাৎ করতে চান বলে সরকারীসূত্রে জানা যায়।

দক্ষিণপন্থী প্রবণতায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়বে
— প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ মারচ—প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দক্ষিণপন্থী প্রবণতার ফলে হিংসাত্মক কার্যকলাপ পশ্চিমবংগ থেকে দেশের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়বে।

ওড়িশা থেকে দিল্লিতে ফিরে এসে সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেন, ভোট গ্রহণের সময় যাতে কোন হিংসাত্মক কার্যকলাপ না হয়, তৎসম্পর্কে জনসাধারণের সচেতন থাকা উচিত।

শ্রীমতী গান্ধী আজ বলেন, ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল যদি লোকসভায় যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে, তাহলে তাঁর দল তাঁদের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণের কাজে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। তাঁর দল অভিপ্রেত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবেন, এটাই তিনি চান। —ইউ এন আই ও পি টি আই

আলিগড়ে আবার কারফু, বুধবার ১ জন নিহত

আলিগড়, ৩ মারচ—আজ আলিগড়ে ২টি অঞ্চলে ২টি ঘটনায় ১ জন নিহত ও ১ জন গুরুতর আহত হন। আজ সকাল ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত শহরে পুনরায় কারফু বলবৎ করা হয়েছে। শহরে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। —পি টি আই

বিহারে ব্যালট বাকস ছিনতাই

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

নিয়ে দু'দলে সংঘর্ষ লিপ্ত হয় এবং ৫ জনের বুলেটের আঘাত লাগে। ওই কেন্দ্রেরই হরিয়ারি এবং হেরথু গ্রামে সংঘর্ষে ৬ জন আহত হয়।

আজ বিহারের ১১টি লোকসভা কেন্দ্রে এবং আরও দুটির কিছু অংশে ভোটগ্রহণ করা হয়।

জয়পুরের খবর: কাল রাতে যোধপুরের কাছে পিপার শহরে স্বতন্ত্র দলের নির্বাচনী অফিসটি এক ক্রুদ্ধ জনতা পুড়িয়ে দেয়। একটি ট্রাকটর ও ৪টি জিপ আগুনে ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনার আগে রাজস্থানের আইনমন্ত্রী বরকৎ উল্লাহ খানকে তাঁর মোটর থেকে নামিয়ে লাঠি ও পাথর দিয়ে আক্রমণ করা হয়।

মাদরাজের খবর: আজ সকালে তানজোর শহরের আদাক্কারা স্ট্রিটে একজন আদি কংগ্রেস সমর্থক ছুরিকাহত হন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

ত্রিবানদ্রমে সংঘর্ষ

আজ সন্ধ্যায় ত্রিবানদ্রমে নির্দল প্রার্থী শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন এবং পি এস পি প্রার্থী শ্রী ডি দামোদরন পট্টির সমর্থকদের মধ্যে এক সংঘর্ষে কয়েক ব্যক্তি আহত হয়। দু' দলের মধ্যে ইটপাটকেল, ছোড়াছুড়ি হয়। পি এস পি'র একটি নির্বাচনী অফিসের ক্ষতি করা হয়। ত্রিবানদ্রমে এটাই প্রথম প্রাক-নির্বাচনী সংঘর্ষ।

ট্রাকটর ও ৫টি জীপ ভস্মীভূত

মঙ্গলবার রাতে পিপার শহরে এক ক্রুদ্ধ জনতা স্বতন্ত্র পারটির নির্বাচনী অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে দলের একটি ট্রাকটর ও ৫টি জীপগাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

পিপার শহর যোধপুর থেকে ৫৩ কিলোমিটার দূরে এবং তা যোধপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের অতিরিক্ত আই-জি এক দল পুলিশ নিয়ে পিপার শহরে চলে যান। আগামীকাল যোধপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের কথা।

ভোটের নির্ঘণ্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

পান্ধারপুর, আমেদনগর, সাংলি ও কোলাপুর।

মহীশূর: বিদর, গুলবর্গা, তুমকুর, কনকপুর, চামরাজনগর, উদিপি, হাসান, চিকমাগালুর কানারা, ধারোয়ার-দক্ষিণ, বেলগাঁও, চিক্কোড়ি ও বিজাপুর।

তামিলনাড়ু: ভেলোর তিরুপ্পাত্তুর, চিদম্বরম, কল্লাকুরিচি, কৃষ্ণগিরি, সালেম, নীলগিরি, পোল্লাচি ধরমপুরম, কারুর, তিরুচিরাপল্লী, পুদুক্কোত্তাই ও ময়ূরম।

গোয়া দমন দিউ: পানাজি, মারমাগোয়া ও পণ্ডিচেরি।

নিম্নোক্ত ২৫টি কেন্দ্রে:

আংশিক ভোট গৃহীত হবে

রাজস্থান: গংগানগর, বিকানীর, ঝুনঝুনু, শিকার, জয়পুর, দৌসা, আলোয়ার, ভরতপুর, ইন্দাউন, পোয়াই, মাধোপুর, আজমীর টঙ্ক, কোটা, ঝালিওয়ার, বনসওয়ারা উদয়পুর, চিতোরগড়, ভিলওয়ারা, পালি, জালোয়া, বারমার ও যোধপুর।

নাগাভূমি

মণিপুর: বাহ্য মণিপুর।

চারটি মেয়ের জীবন্ত সমাধি

নয়াদিল্লি, ৩ মারচ—এখান থেকে ২৫ মাইল দূরে একটি গ্রামে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে মাটি চাপা পড়ে চারটি মেয়ের জীবন্ত সমাধি ঘটে। এর মধ্যে একজনের বয়স ৯ বছর। —ইউ এন আই

তির্যক

'সকালে জলখাবারের সঙ্গে ক্যালসি আমি রোজই খাই'

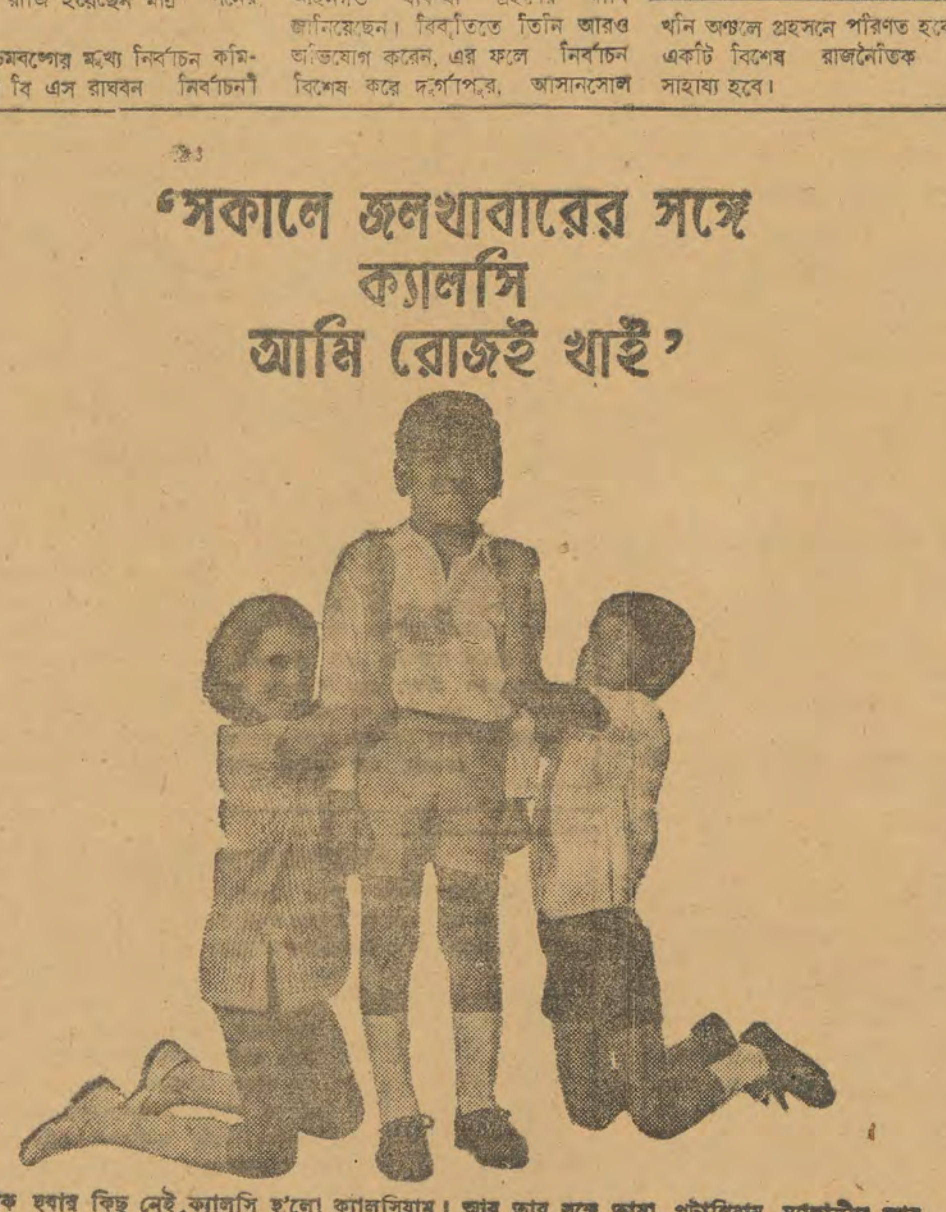

অবাক হবার কিছু নেই, ক্যালসি হ'লো ক্যালসিয়াম! আর তার সঙ্গে তামা, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ আর আয়োডিনও থাকে। প্রকৃতপক্ষে রোজ প্রাতরাশের সঙ্গে উনি ৮টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজদ্রব্য আর ১১টি ভিটামিন খাচ্ছেন। এতসব উনি পাচ্ছেন মাত্র একটি ভিমগ্র্যান ট্যাবলেটে।

ভিমগ্র্যান আপনাকে যোগাবে ভাল স্বাস্থ্য, শক্তি আর উপযুক্ত গড়ন বাড়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সবরকম ভিটামিন ও খনিজদ্রব্য। যেমন দেখুন ক্যালসিয়াম হাড় শক্ত করে মজবুত রাখে। অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজদ্রব্য ভিমগ্র্যানে আছে বলে সমুচিত রক্তের গঠন, ক্ষুধাবৃদ্ধি আর শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে, উৎসাহ ও শক্তি বেড়েই চলে।

ভিমগ্র্যান®

অপরিহার্য ভিটামিন ও খনিজপদার্থযুক্ত বড়ি

এখন পাবেন গোল আকারে

মাত্র একটি ভিমগ্র্যান আপনাকে সারাদিন কর্মক্ষম রাখে

SQUIBB® SARABHAI CHEMICALS

সম্ভ্রান্ত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

দাভণগেরে

অতিমিহি ধুতি

দাভণগেরে কটন মিলস্—যেখানে ঐতিহ্য নেয় আধুনিক রূপ!

অন্যান্য চিত্রগৃহে

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৮১৯ ১২॥, ৩॥, ৬টা — প্রতিবাদ

রঙমহল ফোন ৫৫-১৬১৯ — আজ ও শনি : ৬টায় রবি ও সোমঃ ২॥ ও ৬টায় — মনোজ মিত্রের বাবাবদল

মেঘালয় বিধান সভার বাজেট অধিবেশন ২২ মারচ

শিলং, ৩ মারচ—মেঘালয় বিধান-সভার বাজেট অধিবেশন আগামী ২২ মারচ শুরু হবে বলে সরকারীভাবে জানা গিয়েছে। —ইউ এন আই

ঝালদায় ব্যবসায়ী নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লোকের আক্রমণে সি পি আই নেতা শ্রীআবদুর মুন্সী মারা যান এবং তাঁর পরিবারের দুজন গুরুতর আহত হন। শ্রীমুন্সী সি পি আই-এর লোকাল কমিটির সম্পাদক ছিলেন। সি পি আই-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, সি পি এম সমর্থকরা জোতদারের পক্ষে কাজ করে শ্রীমুন্সীকে হত্যা করে।

ঘুঘুডাঙ্গায় বন্ধ পালন

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানান: জপুর এলাকায় পুলিশের গুলিতে নব কংগ্রেস সমর্থক দীপক দেব ও স্বপন পালের নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার ঘুঘুডাঙ্গা এলাকায় বন্ধ পালন করা হয়। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ থাকে। বাস ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। এ ছাড়া স্কুলগুলিতে কোন ক্লাস হয়নি। পুলিশ সূত্রে জানা যায় কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনার খবর তাঁরা পান নি।

এনটালিতে সি পি এম-ফরওয়ারড ব্লক সংঘর্ষ

বুধবার বিকালে এনটালি থানায় ক্যানাল ওয়েসট রোড এবং হরিমোহন রায় লেনের সংযোগস্থলের কাছে ফরওয়ারড ব্লক ও সি পি এম সমর্থক-দের মধ্যে সংঘর্ষ হয় পুলিশী সূত্রে জানা যায়। সংঘর্ষের সময় বোমা ফাটে। এর ফলে তিনজন আহত হয়।

পুলিশী সূত্রে প্রাপ্ত অভিযোগে প্রকাশ, এনটালি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে লক্ষ্য করে পাইপগান থেকে গুলি ছোড়া হয়। তবে ও-সি এতে আহত হননি। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পুলিশ রিভলবার থেকে দু রাউনড গুলি ছোড়ে।

তরুণী সহ তিনজন গ্রেফতার

বুধবার কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ উত্তর কলকাতার কোন একটি অঞ্চল থেকে নকশালপন্থী বলে বর্ণিত জনৈকা তরুণী সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশী সূত্রে প্রাপ্ত অভিযোগে প্রকাশ, তরুণীটির বিরুদ্ধে পুলিশের কতকগুলি বিশেষ অভিযোগ আছে।

বেহালায় নকশাল গ্রেফতার

বুধবার বেহালা পুলিশ ঐ থানা এলাকার বিশালাক্ষীতলা থেকে একজন নকশাল যুবককে গ্রেফতার করে।

কাশীপুরে পাইপগান ও বুলেট উদ্ধার

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বুধবার কাশীপুর এলাকায় তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ দুটি পাইপগান ও দুটি বুলেট উদ্ধার করে। এ সম্পর্কে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিন সংচাষী পাড়া রোডে একটি জায়গায় হানা দিয়ে পুলিশ একজন নকশালপন্থীকে গ্রেফতার করে। তার কাছেও একটি পাইপগান ও বুলেট পাওয়া যায়।

রামপুরহাটে রিভলবার, বন্দুক ছিনতাই

রামপুরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রায় সাতজন অজ্ঞাত যুবক রামপুরহাটের একজন বাস-মালিকের বাড়িতে বল-পূর্বক ঢুকে ছোরা দেখিয়ে তাঁর রিভলবার নিয়ে যায় বলে পুলিশ মহল থেকে জানা গিয়েছে। একই ভাবে রামপুরহাট থানার পারকুটা গ্রামের দুজন ভদ্রলোকেরও দুটি বন্দুক ছিনতাই করা হয়েছে।

হাবড়ায় আবার বন্দুক ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা

বুধবার হাবড়ায় কয়েকজন যুবক রিভলবার দেখিয়ে আবার একটি বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

কৃষ্ণনগরে কারফু জারি করে তল্লাসি

কৃষ্ণনগর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার খবর, বুধবার কৃষ্ণনগর শহরের পৌর এলাকার বাইরে পানিনালা এবং গোবরাপোতা গ্রাম দুটিতে কারফু জারি করে মিলিটারি দিয়ে ঘিরে তল্লাসি করা হয়। ২৩ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোন কিছু উদ্ধার করতে পারে নি। বুধবার ভোর পাঁচটা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত কারফু বলবৎ ছিল।

নির্বাচন প্রার্থী লাঞ্ছিত

ইউ এন আইয়ের খবর, বীরভূমের রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের সি পি এম প্রার্থী শ্রীনন্দ বাউড়ি লেকপুরে একদল লোকের হাতে লাঞ্ছিত হন বলে সি পি এম-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়।

লেকপুরে একটি নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দিয়ে ফেরার পথে তিনি আক্রান্ত ও আহত হন।

নালা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

শ্রীরামপুর থানা এলাকায় সাতঘড়া গ্রামের একটি নালা থেকে বুধবার পুলিশ একটি মৃতদেহ উদ্ধার করে। ওটি শ্রীপ্রফুল্ল ধাড়ার বলে সনাক্ত করা হয়েছে। শ্রীধাড়া (২২) দু সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ ছিলেন। তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না বলে পুলিশের খবর।

জলপাইগুড়িতে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের অফিসে অগ্নিসংযোগ

ধূপগুড়ি থেকে আনন্দবাজারের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, প্রায় ১৫ জন লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বুধবার বেলা প্রায় ১২-৪০ মিনিট নাগাদ জলপাইগুড়ি শহরে অবস্থিত সমবায় সমিতিসমূহের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের অফিসে ঢুকে অফিস থেকে কর্মচারীদের বার করে দিয়ে নথি ও আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। দমকল ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেয় নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনী হাওয়া

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও নির্বাচনী হাওয়া বইছে। গত সপ্তাহ দুই ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিও বেশ কমে গিয়েছে। অনেকে গিয়েছেন নির্বাচনী প্রচারে। অনেকে আবার নেহাৎ ভয়েই আসছেন না। ভয় এইজন্য যে, নানা মতবাদের ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে—কখন কোন্ সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এ পর্যন্ত তেমন কোন বড় রকমের সংঘর্ষ না হলেও দেওয়ালে আঁকা সি পি এম-এর একটি কার্টুন বিকৃত করা নিয়ে বোমাবাজি হয়ে গিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ভবনগুলির দেওয়ালে সি পি আই, সি পি এম এবং ছাত্র পরিষদ (মহাজাতি সদন) নানা শ্লোগান লিখেছেন, কারটুন এ'কেছেন। তবে দেওয়ালের সিংহ-ভাগ দখল করেছেন সি পি আই। প্রথম দিকে সি পি এম-এর আঁকা একটা কারটুন কে বা কারা নষ্ট করে দেয়। তা নিয়ে হয় বোমাবাজি। পরে সি পি এম সেই কারটুনটি মুছে নতুন একটি কারটুন আঁকে। কিন্তু সেই কারটুনটিও নষ্ট করা হয়। সপ্তাহ দুই ধরে সেই কারটুনটি ওই অবস্থায়ই রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে একমাত্র শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্যই প্রার্থী হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কেউ প্রার্থী হননি।

উপাচার্য ডঃ সেন আরও একমাস ছুটি চেয়েছেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন আরও একমাস ছুটি বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছেন। দুমাস ছুটি শেষে গত ১ মারচ তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ছিল। এদিকে অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ পি কে বসুও দিল্লি গিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বৈঠকে যোগ দিতে।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল শীঘ্র চালু হতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

শ্রীরামপুরের বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল খুব শীঘ্র চালু হচ্ছে। এ আই টি ইউ সি-র শ্রীনীহার মুখারজি এক বিবৃতিতে বুধবার জানিয়েছেন যে, মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ আলো-চনাকালে তাঁদের ওই আশ্বাস দিয়েছেন। শ্রীঘোষ আরও আশ্বাস দিয়েছেন যে, রেথওয়েট কোমপানির ক্লাইভ ওয়ারকসের পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে কয়েক-দিনের মধ্যেই সেটি চালু করতে পারেন।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয় যে, বঙ্গলক্ষ্মীর পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার নিজেদের ৪ জন, ২ জন ক্রেডিটর এবং শ্রমিকদের তরফ থেকে শ্রীঅরুণ সেন ও শ্রীনীহার মুখারজিকে ম্যানেজিং বোরডে নিচ্ছেন।

শ্রীঘোষের সঙ্গে আলোচনাকালে সি পি আই নেতা সর্বশ্রী বিশ্বনাথ মুখারজি এবং ইন্দ্রজিৎ গুপ্তও ছিলেন।

আজ রাত্রে ঠাণ্ডা কমবে

স্টাফ রিপোরটার

আজ দিনের তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন না হলেও রাত্রে তাপ বাড়তে পারে। তাছাড়া এদিন আকাশ পরিষ্কার থাকবে।

বুধবারের তাপমাত্রা সর্বদাই স্বাভাবিকের নিচে ছিল। এদিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০·০ ডিঃ সেঃ স্বাভাবিকের ৩ ডিঃ সেঃ নিচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫·০ ডিঃ সেঃ, স্বাভাবিকের ৫ ডিঃ সেঃ নিচে।

আর্দ্রতার শতকরা পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বাধিক ৯১ ভাগ এবং সবাল্প ৩৩ ভাগ।

এদিন কোন বৃষ্টিপাত নেই।

চুঁচুড়া-মগরা রুটে বাস ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ৩ মারচ—চুঁচুড়া-মগরা রুটের বাস কর্মীরা মঙ্গলবার বিকাল থেকে ধর্মঘট করছেন। বাঁশবেড়িয়ার কয়েকজন ছাত্র ধোবীঘাটে একটি বাসে অগ্নিসংযোগ এবং অপর একটি বাসে ইষ্টক বর্ষণ করে বলে অভিযোগ করে তার প্রতিবাদেই এই ব্যবস্থা। ছাত্রদের বক্তব্য : তাঁদের দু'জন সহপাঠী মহিমারঞ্জন ব্যানারজি এবং সুব্রত ঘোষ যখন একটি বাসে করে যাচ্ছিলেন বেপরোয়াভাবে বাস চালানোর ফলে ও'রা রাস্তার পাশের বাতিস্তম্ভে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যান। আহত অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিকদের আবেদন

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পীবৃন্দ হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি মারফৎ মানুষের অধিকারকে খর্ব করার অপপ্রয়াস প্রতিহত করার জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে আবেদন জানিয়েছেন। ওই বিবৃতির বয়ান এই : দিনের আলোয়, প্রকাশ্য রাজপথে ঘাতকের অতর্কিত ছুরিকামুখে প্রবীণ জননেতা, হেমন্তকুমার বসু মহাশয়ের নিষ্ঠুর হত্যা পশ্চিম বাংলার জটিল অবস্থাকে আমাদের কাছে আরও দুঃসহ করে তুলেছে। রাজ-নীতির নামে এইভাবে মানুষের নির্বিচার প্রাণনাশ বা পঙ্গুতাসাধন—এই হত্যা আর সন্ত্রাসের সর্বনাশা রাজনীতি আর এক মুহূর্তও অবাধে চলতে দেওয়া যেতে পারে না। মনে হয়, এই তাণ্ডবের লক্ষ্য কয়েক-জন মানুষের প্রাণ শুধু নয়, দেশ শাসনের যে ব্যবস্থা আমরা অনেক ভুলভ্রান্তি, আগু-পিছুর ভিতর দিয়ে ক্রমশ খাড়া করার চেষ্টা করছি, সেই গণতান্ত্রিক কাঠামোটিই। এই অপচেষ্টা সফল হলে এখানে দেখা যাবে স্বৈরাচারের নগ্ন আত্মপ্রকাশ।

তরুণ সমাজ, দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেরই কাছে আমরা তাই আবেদন জানাই—হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি মারফৎ মানুষের অধিকারকে খর্ব করার এই অপপ্রয়াসকে দৃঢ় ও সমবেতভাবে প্রতিহত করুন, অব্যাহত রাখুন দেশের অগ্রগমনের ধারা।

আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন সর্বশ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, গোপাল হালদার, মন্মথ রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিজন ভট্টাচার্য, কমল মিত্র, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সুচিত্রা মিত্র, বিষ্ণু দে, মহাশ্বেতা দেবী, মণীন্দ্র রায়, শক্তি চট্টো-পাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, সমীক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

নির্বাচনী অফিসে বোমা নিক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা

জিয়াগঞ্জ, ২ মারচ—সোমবার নবগ্রাম থানার কেঠোর গ্রামে নব কংগ্রেসের নির্বাচনী অফিস লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়। বোমা ফাটেনি বা কেউ আহত হয়নি। এ সম্পর্কে সি পি এমএর একজন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আর এস পি সমর্থক বংশবাটি স্কুলের ছাত্র আবদুল হামিদ অপর একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের দ্বারা আক্রান্ত ও প্রহৃত হয়। তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ স্টেশনে হামলা

সোমবার সন্ধ্যার কিছু পরে এক দল লোক রাণাঘাট-লালগোলা শাখার মুরশিদাবাদ রেল স্টেশনে হানা দিয়ে টেলিফোন ভাঙ্গে এবং কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়।

রবিবার দুপুরে এক দল লোক জিয়াগঞ্জের দেশী মদের দোকানে হানা দিয়ে মদের বোতল, পিপাগুলি ভেঙ্গে দেয়। অভিযোগ, টাকাও নাকি লুঠ করা হয়েছে।

গলিত শব উদ্ধার

কান্দীর সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, কান্দী শহরের উপকণ্ঠে একটি পুকুর থেকে হাত-পা ও কলসী বাধা অবস্থায় একটি গলিত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহটি কান্দী বিধানসভা কেন্দ্রের জনসঙ্ঘ প্রার্থীর আত্মীয় শ্রীপূর্ণেন্দু ব্যানার্জির (২০) বলে সনাক্ত করা হয়েছে। মৃতদেহের বুকে ও পিঠে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল।

মেদিনীপুরে নির্বাচনী সভায় ডঃ ত্রিগুণা সেন

মেদিনীপুর, ৩ মারচ—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন গতকাল এখানে এক নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা কালে বলেন, একমাত্র নব কংগ্রেসই জনগণের কল্যাণ করতে সক্ষম।

ডঃ সেন বাম ও ডান উভয় গোষ্ঠীর দলকেই অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে মন্তব্য করে বলেন, নব কংগ্রেস গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কৃত-সঙ্কল্প রয়েছে। —পি টি আই

ফুরফুরা শরিফে ইসালে সওয়ার

আগামী শনি, রবি ও সোমবার ফুরফুরা শরিফের ঐতিহাসিক ইসালে সওয়ার অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি বছরের মত এবারও লক্ষাধিক পুণ্যার্থী মুসলমানের সমাবেশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। শরিফের পীর কেবলা আমিরুশ শরিয়ত, মোজাদ্দাদে মিল্লাত অলহাজ্জ মওলানা শাহসুফি মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর মাজার শরিফ জেয়ারত ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভের জন্য পুণ্যার্থীরা এই মহফিলে যোগ দেন।

এবার পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ধর্মতলা মসজিদের কাছ থেকে ফুরফুরা পর্যন্ত বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরলোকে ডাঃ হরিগোপাল ভরত

স্টাফ রিপোরটার

প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ হরিগোপাল ভরত গত সোমবার পরলোকগমন করেন।

ভারতে তিনিই প্রথম (আর জি কর) হাসপাতালে অ্যানেসথেসিয়া বিভাগের পত্তন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অ্যানেসথেসিয়ার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইনডিয়ান সোসাইটি অব অ্যানেস-থেটিসট-এর সভাপতি এবং ইংলণ্ডের রয়াল কলেজ অব সারজনস-এ অ্যানেস-থেসিসট ফ্যাকালটিরও সভ্য হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা রেখে গিয়েছেন।

স্বর্গত হেমন্ত বসুর চিতাভস্ম গয়ায় ফল্গু নদীতে বিসর্জন দেওয়া হবে

স্বর্গত জননেতা হেমন্তকুমার বসুর চিতাভস্ম নিয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅমিয়কান্তি বসু এবং অপর দুজন অন্তরঙ্গ সহকর্মী বুধবার রাত্রে ডুন একসপ্রেসযোগে গয়া যাত্রা করেন। চিতাভস্ম আগামী শুক্রবার ফল্গু নদীর পুণ্য সলিলে নিরঞ্জন করা হবে বলে ফরওয়ারড ব্লক থেকে জানানো হয়।

পাইপগান দেখিয়ে রেস্টুরেণ্ট থেকে ২ হাজার টাকা ছিনতাই

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার রাত্রে কয়েকজন যুবক পারক স্ট্রিটের এক রেসটুরেনট থেকে পাইপগান দেখিয়ে প্রায় দু হাজার টাকা নাকি ছিনতাই করে।

পুলিশসূত্রে প্রকাশ, ছিনতাই-কারীরা সংখ্যায় চার থেকে পাঁচজন ছিল। রাত আটটা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ ঘটনাস্থলে যান। কিন্তু এ-ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

নীলাম : ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রিজ, বাঙ্গালোর-১৬ ঠিকানায় ১৫-৩-৭১ তারিখে বেলা ১০টায় প্রায় ১২৫ টন নিকেল সিলভার, পিতল, তামা এবং ফসফর ব্রঞ্জ, অ্যালুমিনিয়ম পাঞ্চড স্ট্রিপ, বিট, এম এস স্ক্র্যাপ ইত্যাদির নীলাম। —ম্যানেজার, মাদ্রাজ-১ (সি ৯৪৭৭)

লটারি টিকিট সংক্রান্ত গুজরাট সরকারের আদেশ অবৈধ

আমেদাবাদ, ৩ মারচ—গুজরাট রাজ্যে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের যে সব লটারি টিকিট বিক্রি হত সেগুলির বিক্রয় নিষিদ্ধ করে গুজরাট সরকার যে আদেশ দেন, গুজরাট হাইকোরট তাকে অবৈধ বলে আজ ঘোষণা করেন। —প টি আই

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে]

অনঙ্গমোহন হরিসভা : ৭॥টায় অধ্যক্ষ রবীন মিত্রের 'নামের আশ্রয়' সম্পর্কে কথকতা ও নীরদবরণের নামগান (১৪ ডব্লু সি ব্যানারজি স্ট্রিট)। **সাহিত্য তীর্থ :** ৫-৩০ মিঃ রামমোহন লাইব্রেরি হলে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্মোৎসব। **কলকাতা পৌরসংস্থা :** সকাল ৯টায় বাগবাজার গিরিশ ভবনে গিরিশ ঘোষের জন্মোৎসব। **শ্রীভক্তিবিনোদ গোষ্ঠী—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ :** ৬টায় ২৬এ দেওদার স্ট্রিটে চরিতামৃত পাঠ। **বিবেকানন্দ সোসাইটি :** ৬-৩০ মিঃ ১৫১ বিবেকানন্দ রোডে গীতা পাঠ। **রামকৃষ্ণ মিশন, গোল পারক :** সাড়ে ৬টায় বিবেকানন্দ হলে অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর 'মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ' বিষয়ে বাংলায় আলোচনা। **বাঙালী ঐক্য সংসদ :** সকাল ৯টায় বাগবাজার গিরিশ ভবনে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। **রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতি :** সকালে গিরিশ ভবনে গিরিশ-চন্দ্র ঘোষের মূর্তিতে মালাদান।

তিনজন নকশালপন্থী গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা

নিমতিতা, ৩ মারচ—জঙ্গীপুর মহকুমার অরঙ্গাবাদ বাজারে এক বাড়ি থেকে রবিবার প্রত্যুষে আত্মগোপনকারী তিনজন নকশালপন্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ এরা কৃষ্ণনগর থেকে এসে কয়েকদিন লুকিয়ে ছিল।

সিংহল থেকে তিন মহিলা অভিযাত্রী আজ ফিরছেন

একসপ্লোরারস ক্লাবের তিন সদস্যা ডাঃ পুষ্প সকসেনা, মীরা সরকার ও মীনা গুহ আজ বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ মাদরাজ মেল-এ হাওড়ায় পেঁছিবেন। এ'রা হিচ হাইক করে সিংহল গিয়েছিলেন।

CLEARANCE SALE
MEENA
ও আরও দুইটি দোকানের যাবতীয় Stock বাঙ্গালোর, বেনারসী, কোয়েম্বাটুর ও তাঁতের শাড়ী এবং নানাবিধ টেরিলিন ও সুতীর শার্ট বুশশার্ট, প্যাণ্ট তাহাদের মূল্য অপেক্ষা প্রতি টাকায় চারি আনা ও ছয় আনা বাদে

RAJASTHAN STATE LOTTERIES
৩-৩-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যাহিক খেলার ফলাফল
১০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং B-283141 প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং C-199642, D-277641, E-347755, A-308399. অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার
ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যাণ্ড স্টেট লটারিজ রাজস্থান, জয়পুর।

২১/২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ (চৌরঙ্গী রোড ও লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়) ফোন: ২৩-২৬৭১

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ
৩-৩-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যাহিক খেলার (চলতি ৩১তম) ফলাফল
প্রথম পুরস্কার ৫,০০০ টাকা, টিকিট নং F-017944
প্রত্যেকটি ৫০ টাকার কুড়িটি পুরস্কার

1. G-135565	2. D-002392	3. B-380874	4. A-000690
5. G-229805	6. H-308216	7. F-469678	8. B-103947
9. E-148780	10. C-305269	11. B-158987	12. C-489695
13. C-014338	14. A-034074	15. D-321329	16. G-024067
17. A-069905	18. A-426578	19. G-325273	20. F-341504

আজই আপনার টিকিট কিনুন যে টিকিট আপনি কিনবেন তাহাতে দৈনিক খেলার পুরস্কার এবং ৭-৩-৭১ তারিখে অনুষ্ঠেয় প্রধান খেলার ১১,০০,০০০ টাকার প্রথম পুরস্কার এবং ৩,০০,০০০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার এবং শত শত অন্যান্য পুরস্কার পাইতে পারেন।
দ্রষ্টব্য : নম্বরের কোনরূপ মুদ্রণ প্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।
ডিরেক্টর অব্ পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ : চণ্ডীগড়

শ্রীশ্রীপাগলবাবার মহাপ্রয়াণ

গত ১৩ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৭৭ সাল (ইং ২৬-২-৭১) রাত্রি ৯-৪৫ ঘটিকায় ৩২ নং টেম্পল রোড, পোঃ বালী, হাওড়া নিবাসী স্বনামধন্য গৃহী-সাধক শ্রীশ্রীপাগলবাবা তাঁহার ইহলৌকিক নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া অক্ষয় নিত্যধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

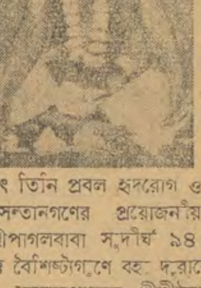

আশৈশব তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, গভীর অধ্যাত্মজ্ঞান, শিশুসুলভ সারল্য, আশ্রিত শিষ্য-ভক্তের প্রতি অক্লান্ত সেবার স্বর্গীয় প্রেমধারা এবং তাঁহার অলৌকিক মহিমান্বিত জীবনগাথা, তাঁহাকে অপার্থিব সাধনোত্তীর্ণধামে পেঁছাইয়া দিয়াছে। তিনি সাধকপ্রবর শ্রীশ্রীবরদাকান্ত ও পাগল হরনাথদেবের দিব্যজীবনের নিবিড় সাহচর্য লাভ করেন। এই সংস্কারমুক্ত মহান আচার্য সমস্ত ভেদাবিভেদের ঊর্ধ্বে থাকিয়া সর্বধর্মের সমন্বয়ে এক বিশিষ্ট সাম্যবাদ ধর্মের প্রবর্তন করেন এবং তাঁহার অগণিত শিষ্য ও গুণমুগ্ধ ভক্তমণ্ডলীর জীবন আলোকিত করেন। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি প্রবল হৃদরোগ ও রক্তচাপবৃদ্ধির অসহ্য ক্লেশ বিকার উপেক্ষা করিয়াও ভক্তসন্তানগণের প্রয়োজনীয় সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীপাগলবাবা সুদীর্ঘ ৯৪ বৎসর পর্যন্ত দেহ ধারণ করতঃ স্বীয় অলৌকিক শক্তি বৈশিষ্ট্যগুণে বহু দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত জনমণ্ডলীকে রোগমুক্ত করিয়াছেন।

দেহত্যাগকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ভগবতীসদৃশ্য সহধর্মিণী জননী সীতাদেবী, এবং পুত্রকন্যা পুত্রবধূ প্রভৃতি স্বজনবর্গ ও অগণিত ভক্ত ও শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। শনিবার অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায় মহাতীর্থ কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁহার নশ্বরদেহের সংস্কার সাধিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলাশীর্বাদ তাঁহার আত্মীয় পরিজন এবং আশ্রিত সন্তান-বর্গের প্রতি নিত্যনিয়ত প্রবর্ষিত হইতে থাকিবে এবং তাহাদের প্রত্যেককে চিরধন্য করিবে।

(সি ১৬০৬)

বিনা বাধায় আই এফ এ নির্বাচন

স্টাফ রিপোরটার

গোল করাই ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রধান লক্ষ্য। ফুটবল প্রশাসকদের লক্ষ্য প্রশাসনে স্থান পাওয়া। বিনা বাধায় গোল করা সাম্প্রতিককালের ফুটবলে যেমন রেওয়াজ হয়ে উঠেছে তেমন বিনা বাধায় ফুটবল প্রশাসনে সদস্যপদ লাভও সাম্প্রতিককালের বৈশিষ্ট্য।

গত কয়েক বছরের মত এবারও বিনা বাধায় এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আই এফ এ-র নির্বাচনপর্ব বুধবার থেকে শুরু হয়েছে।

প্রথম দিনের নির্বাচনে পুলিশকে বাদ দিয়ে প্রথম শ্রেণীর নীচের ১৬টি ক্লাব নির্বাচিত হয়েছে। এরিয়ান, ভবানীপুর, বি এন আর, রেনজারস, ডালহউসী, ইসটবেঙ্গল, ইসটারন রেল, জরজ টেলিগ্রাফ, গ্রীয়ার, হাওড়া ইউনিয়ন, কালীঘাট, কুমারটুলি, মহমেডান স্পোরটিং, মোহনবাগান, স্পোরটিং ইউনিয়ন ও টাউন ক্লাব।

তৃতীয় ডিভিসন থেকে সি এম সাহা ও সোমেন মুখার্জি এবং চতুর্থ ডিভিসন থেকে প্রবীর সরকার ও পান্নালাল চ্যাটার্জি মনোনীত হয়েছেন।

প্রথম শ্রেণীতে যাঁরা নেই এমন প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে ভোলানাথ চ্যাটার্জি ও নরনারায়ণ চ্যাটার্জি নির্বাচিত হয়েছেন। নক-আউট প্রতিযোগিতা থেকে একমাত্র প্রতিনিধি কনক চ্যাটার্জি স্থান পেয়েছেন।

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

দ্বিতীয় টেসটের ৯ জন

পোরট অফ স্পেনে ৬ মারচ থেকে ভারত-ওয়েসট ইনডিজ দ্বিতীয় টেসটে খেলার জন্য ওয়েসট ইনডিজের ৯ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন— জি সোবারস (অধিনায়ক), রয় ফ্রেরিকস, এস ক্যামাচো, রোহন কানহাই, ক্লাইভ লয়েড, মাইকেল ফিনডলে (উইকেট-রক্ষক), আরথার ব্যারেট, জি শিলিং-ফোরড ও ভি হোলডার। —পি টি আই

সারদেশাই সেনচুরি থেকে বঞ্চিত
ত্রিনিদাদের ৫ উইকেটে ২৬৬ রাণ

পয়েনট-এ-পিয়ের ত্রিনিদাদ, ৩ মারচ—ত্রিনিদাদের সঙ্গে ৪ দিনের খেলার তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্ণ ভোজের সময় ভারতের ইনিংস ৪৬৪ রানের উত্তরে ত্রিনিদাদ প্রথম ইনিংসে ২ উইকেটে ১৯২ রান করেছে। ও ডুরিটি ৬৪ রানে এবং সি ডেভিস ৮৬ রানে অপরাজিত আছেন।

চা-পানের সময় ত্রিনিদাদের ৫ উইকেটে ২৬৬ রান ওঠে।

ভারতীয় দল প্রথম দিনের খেলায় ২ উইকেটে ২৫৯ রান করেছিল। আজ ৪ ঘণ্টা ব্যাটিং করে তারা বাকি ৫টি উইকেটে ২০৫ রান যোগ করেছে। সুনীল গাভাসকার, যিনি কাল ১১৯ রানে নট-আউট ছিলেন, তিনি ৬ রান যোগ করে দুর্ভাগ্যবশত রান-আউট হয়ে গিয়েছেন। সারদেশাই ও জয়সীমার পঞ্চম উইকেট জুটিতে ১১১ রান যোগ উল্লেখযোগ্য। সারদেশাই মাত্র ৮ রানের জন্য সেনচুরি করতে পারেননি। অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকর এবং জয়সীমার ব্যাটিংও ভাল হয়েছে।

বড় রানের বিরুদ্ধে ত্রিনিদাদের দুই ওপেনার ডুরিটি ও গ্যাব্রিয়েল খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যাট চালাতে থাকেন। রানও উঠতে থাকে অতি মন্থর গতিতে। ১০৫ মিনিটে তাঁরা ৬২ রান যোগ করার পর বেঙ্কটরাঘবন গ্যাব্রিয়েলের উইকেট পান। পরবর্তী খেলোয়াড় লুইসের উইকেট দখল করেন জয়সীমা।

ভারত—প্রথম ইনিংস

এ মাঁকড় এল বি ডবলিউ ব আলি	৭৯
এস গাভাসকার রান আউট	১২৫
এস ডুরানী রান আউট	৪৩
ডি সারদেশাই ক করনবিল ব আলি	৯২
জি বিশ্বনাথ ক গ্যাব্রিয়েল ব জুলিয়েন	১
জয়সীমা ক বারথোলোমিউ ব আলি	৪০
এ ওয়াড়েকার নট আউট	৪১
ই সোলকার ব বারথোলোমিউ	১৪
এস আবিদ আলি নট আউট	১৫
অতিরিক্ত	১৪
মোট (৭ উইঃ ডিক্লেঃ)	৪৬৪

বোলিং—বারথোলোমিউ ২৭—৫—৬৫—১; বি জুলিয়ান ২৮—৭—৮২—১; আই আলি ৩৯—৫—১৫১—৩; জে নরিজা ৪৪—১৭—১০৩—০; সি ডেভিস ২০—২—৪১—০।

ত্রিনিদাদ,প্রথম ইনিংস

ও ডুরিটি নট আউট	৩২
আর গ্যাব্রিয়েল ক জয়ন্তীলাল ব বেঙ্কটরাঘবন	২৬
ও লুইস ক ওয়াড়েকার ব জয়সীমা	৪
বি ডেভিস নট আউট	৮
অতিরিক্ত	৬
মোট (২ উইঃ)	৭৬

বোলিং—আবিদ আলি ৯—২—২০—০; সোলকার ৬—২—১০—০; গাভাসকার ২—০—৭—০; বেঙ্কটরাঘবন ৮—২—১৮—১; সেলিম দুরানি ৪—২—৫—০ জয়সীমা ৪—১—১০—১। —পি টি আই

পলাশ নন্দীর ৮০ রান

ইডেন উদ্যানে বুধবার সিনিয়র ডিভিসন ক্রিকেট লীগ প্লে অফ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম দিনে ইসটারন রেল প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ২০৮ রান তোলে। পিচ ভিজে থাকার জন্য এই খেলাটি ৭৫ মিনিট পর শুরু হয়। প্রতিপক্ষ অরোরা টসে জয়ী হয়ে রেল দলকে ব্যাট করতে পাঠায়। রেলের পলাশ নন্দী ৮০ রান করেন। খেলাটি চলবে।

বড়িষার ২০৩ রানে ইনিংস শেষ

বুধবার কালীঘাট মাঠে জুনিয়র ডিভিসন ক্রিকেট লীগের প্লে অফ সেমি-ফাইনালের প্রথম দিনে বরিষা স্পোরটিং ইউনাইটেড ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে ২০৩ রানে ইনিংস শেষ করে। দিনান্তে ইউনাইটেড ক্লাব ইনিংস শুরু করে ১ উইকেটে ২০ রান করে। খেলাটি চলবে।

এম সি সি ৪ উইকেটে বিজয়ী

পামারস্টোন, ৩ মারচ—একদিন-ব্যাপী ৪০ ওভারের খেলায় এম সি সি নিউজিল্যানডের সেনট্রাল জেলা দলকে ৪ উইকেটে হারিয়েছেন।

সেনট্রাল জেলা—৬ উইঃ ২০৮ রান
এম সি সি—৬ উইঃ ২০৯ রান
—রয়টার

সাইকেলে কলকাতা থেকে কাশ্মীরের পথে একসপ্লোরারস ক্লাবের তিন বিকলাঙ্গ সদস্য : বিজয় ভৌমিক, প্রদীপ ভৌমিক (দল নেতা) ও সুরেশ দত্ত।

INDIANOIL

ইণ্ডিয়ান অয়েল

ডিলারশীপের জন্য বিজ্ঞপ্তি

১। ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (মার্কেটিং ডিভিসন)—কিরকেন্দ-কেন্দুয়া রোডে রিটেল আউটলেট ডীলার ('বি' সাইট স্টেশন) নিযুক্ত করিতে চাহেন।

২। যোগ্যতা : মনোনয়ন সেই সকল আবেদনকারীর মধ্য হইতে করা হইবে, যাঁহারা—
(ক) এনজিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট/এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা হোল্ডার/সাধারণ গ্র্যাজুয়েট;
(খ) বেকার;
(গ) ধানবাদ, হাজারিবাগ, মুঙ্গের এবং সাঁওতাল পরগণা সিভিল ডিস্ট্রিক্টের বাসিন্দা;
(ঘ) নিম্ন আয়বিশিষ্ট;
(ঙ) নিম্নবর্ণিতভাবে আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখে বয়স ৩০ বৎসরের কম;
(চ) প্রস্তাবিত 'বি' সাইট পেট্রোল পাম্পের জন্য উপযুক্ত সাইট সংগ্রহে সমর্থ;
(একক ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে, যোগ্যতার নির্ধারিত শর্তগুলি পূরণ করিতে পারিলে প্রাক্তন সৈনিক এবং তপশিলভুক্ত জাতি/উপজাতি আবেদনকারীদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হইবে।)

৩। এই প্রস্তাবনায় প্রথম এক বৎসরে লাভ থাকিবে না। তবে ট্রেডিং এলাকা বেশ সম্ভাবনাপূর্ণ এবং দ্বিতীয় বৎসর হইতে এই প্রস্তাবনায় বিনিযুক্ত অর্থের উপর যথেষ্ট লাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪। ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের অনুকূলে কাটা ৩, টাকার একটি ক্রসড পোস্টাল অর্ডারসহ নিম্নলিখিত ঠিকানা লিখিলে আবেদনের ফরম পাওয়া যাইবে :

ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার
ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ
(মার্কেটিং ডিভিসন)
এল আই সি বিল্ডিং
নেহরু অ্যাভিনিউ
দুর্গাপুর-৫

যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র ৩-৪-৭১ তারিখের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় পৌঁছান চাই। এই তারিখের পরে প্রাপ্ত কোন আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে না।

মোহন বাগানের ৮ গোল

স্টাফ রিপোরটার

মোহনবাগান—৮ : এরিয়ান—০
(ভি পেজ ২, ওসমান, টি শের খাঁ ২, অশোক কুমার ২, এস খান্না)

একটানা ৮টি খেলায় জয়লাভের পর আগের খেলায় মোহনবাগান কাসটমসের সঙ্গে গোলশূন্যভাবে খেলা শেষ করে দলীয় সমর্থকদের কাছে যে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল বুধবার নিজেদের মাঠে মরসুমের সর্বাধিক ৮—০ গোলে এরিয়ানকে হারিয়ে সে সুনাম আবার পুনরুদ্ধার করেছে।

দলগত শক্তিতে বহুলাংশে হীনবল এরিয়ান প্রথমার্ধে মোহনবাগানের সঙ্গে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানের ক্ষিপ্র মিলিত আক্রমণের মুখে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। ফলে প্রথমার্ধে পেনালটি পুস থেকে এক গোলে অগ্রগামী মোহনবাগান দ্বিতীয় পর্বে উপর্যুপরি ৭টি গোল করে গোলের ব্যবধান বাড়িয়ে নেয়।

মোহনবাগানের ব্যাকে এ ই দি ন মহীশূরের সুব্বায়া যোগদান করেন। বিপক্ষ দলের চাপ না থাকায় প্রথম দিনের খেলায় এই নবাগতের সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার সুযোগ আসেনি।

পঞ্চম পেনালটি করনার থেকে সুব্বায়া স্কুপ করলে এরিয়ান গোলরক্ষক ওই বল হাত দিয়ে ধরে ফেলেন। ফলে পেনালটি পুস হয়। পেজ পেনালটি পুস থেকে প্রথম গোল করেন ১—০।

দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা থেকে মোহনবাগান মিলিত আক্রমণে আবার উদ্বুদ্ধ হয়ে গোল করা শুরু করে। প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যে ওসমান, টি শের খাঁ, অশোক কুমার ও ভি পেজ পর পর ৪টি গোল করার পর ১৭ মিনিটে অশোক কুমারের তীব্র হিটে দলের ষষ্ঠ গোল পূর্ণ হয় ৬—০। শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে তৌফিক শের খাঁ ও এস খান্না দলের শেষ গোল দুটি করেন ৮—০।

মোহনবাগান—এস মুখারজি; গুরুবক্স ও সুব্বায়া কে সি; রাজকুমার, ভি পেজ ও রহিম; আর ডিন, অশোককুমার, তৌফিক শের খাঁ, সরিন্দর খান্না ও ওসমান।

এরিয়ান—জে মিত্র; জে জোজো ও পি লাকড়া; এ দত্ত, ডি সুশেরাজ ও আর দাশ; টি ভৌমিক, সতপাল সিং, কে গুঁই, টি চক্রবর্তী ঠাকুর ও এ চক্রবর্তী ঠাকুর।

আমপায়ারস—দিলীপ বসু ও অমল চ্যাটারজি।

প্রথমার্ধে জয়সূচক গোল

মহমেডান স্পোরটিং—১ খালসা ব্লুজ—০
(ওমপ্রকাশ)

প্রথমার্ধের ২০ মিনিটে দলের আক্রমণের উৎসস্থল ওমপ্রকাশ গোলমুখে জটলার মধ্য থেকে যে গোল করেছিলেন সে গোলের সূত্রেই মহমেডান একাদশ খেলায় খালসা ব্লুজকে হারিয়ে সপ্তম জয়লাভ করে।

প্রথমার্ধে খালসা ব্লুজ অবশ্য মহমেডানের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে খেলে এবং এই অর্ধে কোন কোন সময়ে খালসা ব্লুজের বাড়তি প্রাধান্যও চোখে পড়ে। দ্বিতীয়ার্ধে মহমেডানের প্রাধান্য ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু খালসা ব্লুজের রক্ষণভাগের দৃঢ়তার ফলে গোল করতে পারেনি।

অপর দুটি খেলার ফলাফল

ডবলিউ বি পুলিস—০ আলেকজানডার রেমনড—০
স্পোরটিং ইউঃ—০ আরমেনিয়ানস—০

বৃহস্পতিবারের হকি খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ

ই আর এস সি : এনটালি এ সি (ইসটবেঙ্গল ৩টা); বি এন আর : পোরট কমিশনারস (মোহনবাগান ৩টা); ই আর এ এ : রাজস্থান (ইসটবেঙ্গল ৪টা); মোহনবাগান : গ্রীয়ার স্পোরটিং (মোহনবাগান ৪টা); মহঃ স্পোরটিং : স্পোরটিং ইউনিয়ন (মহমেডান ৪টা)।

একটানা ১২টি জয়

ইসটারন রেল এ এ—৩ এনটালি এ সি—০
(ইক্রামুর রহমন ২, বলবন্ত সিং)

বুধবার ইসটবেঙ্গল মাঠে ইসটারন রেল এ এ ৩—০ গোলে এনটালি এ সি-কে হারিয়ে প্রথম ডিভিসন হকি লীগে একটানা ১২টি খেলায় জয়লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করে। রেল দল হকি লীগের একটি মাত্র দল, যারা এ পর্যন্ত একটি পয়েনটও নষ্ট করেনি এবং এই দলের সেনটার-ফরোয়ারড ইক্রামুর রহমন ১২টি খেলায় ১৪টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে কৃতিত্ব অর্জন করেন।

প্রথমার্ধের ৮ মিনিটের সময় সম্মিলিত আক্রমণধারা থেকে ইক্রামুর গোলে স্কুপ করলে এনটালির রক্ষণভাগের খেলোয়াড় এস মণ্ডলের স্টিকে লেগে বল গোলে ঢুকে যায়। ১৮ মিনিটে এনটালির 'ডি'-এর মধ্য থেকে রেল দলের থাপা গোলে হিট করলে বল গোলরক্ষকের প্যাডে লেগে বলবন্ত সিংয়ের কাছে এলে তিনি সহজেই বলটি গোলে পুস করতে ভুল করেননি। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে থাপার লং পাসে ইক্রামুর দলের শেষ গোল করেন।

পি সেন সেনচুরি লাভে বঞ্চিত

বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে কলেজ নক আউট ক্রিকেটের তৃতীয় রাউনডের খেলায় আশুতোষ কলেজ ৪ উইকেটে বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। আশুতোষ কলেজকে পরের খেলায় আনন্দমোহন ও সেনট জেভিয়ারস কলেজের বিজয়ীর সঙ্গে খেলতে হবে। বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজের পি সেন মাত্র ৫ রানের জন্য সেনচুরি লাভে বঞ্চিত হন।

বঙ্গবাসী সান্ধ্য : ১৫৯ (পি সেন ৯৫, এ মজুমদার ৭০ রানে ৬ উইঃ, বি কুণ্ডু ৪০ রানে ৩ উইঃ)।

আশুতোষ : ৬ উইঃ ১৬০ (এম ব্যানারজি ৪৫, ডি মিত্র ৩০, এস সেন ২৬, এ চ্যাটারজি ৭৭ রানে ৩ উইঃ, পি সেন ২৫ রানে ২ উইঃ)।

বৃহস্পতিবারের খেলা

শ্রীরামপুর : রাজা পিয়ারীমোহন (বিশ্ববিদ্যালয় ৯-৪৫ মিঃ)

অরুণ ঘোষ রেলের অধিনায়ক

নয়াদিল্লি, ৩ মারচ—মাদরাজে ১৪ এপারিল থেকে জাতীয় ফুটবল চ্যামপিয়নশিপে রেল দলের অধিনায়কতা করবেন এস ই রেলের অরুণ ঘোষ।

ফুটবলে দল বদল

বুধবার ফুটবলের দল-বদলের পালায় ইসটবেঙ্গলের অসীম বসু উয়াড়ি দলে যোগদান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

ডানলপ স্পোরটস

চন্দননগর, ৩ মারচ—ডানলপ স্পোরটসে সাহাগঞ্জ এস সি'র এম পোড়েল ১৫ পয়েনট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যামপিয়ন হন। মেয়েদের বিভাগে চ্যামপিয়ন হন ইসটারন রেলওয়ের কুমারী শ্রীরূপা চ্যাটারজি। তিনি ১০ পয়েনট পান। বাটা এ সি ৩৩ পয়েনট অর্জন করে দলগত চ্যামপিয়নশিপ লাভ করেন।

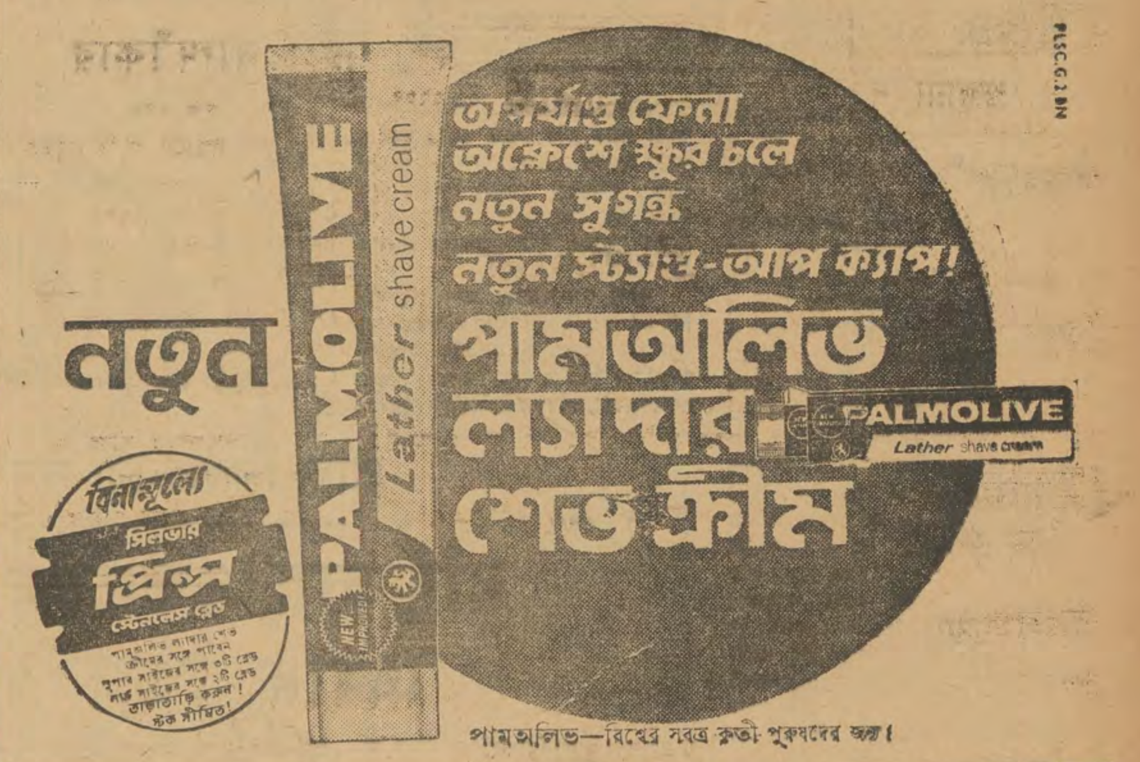

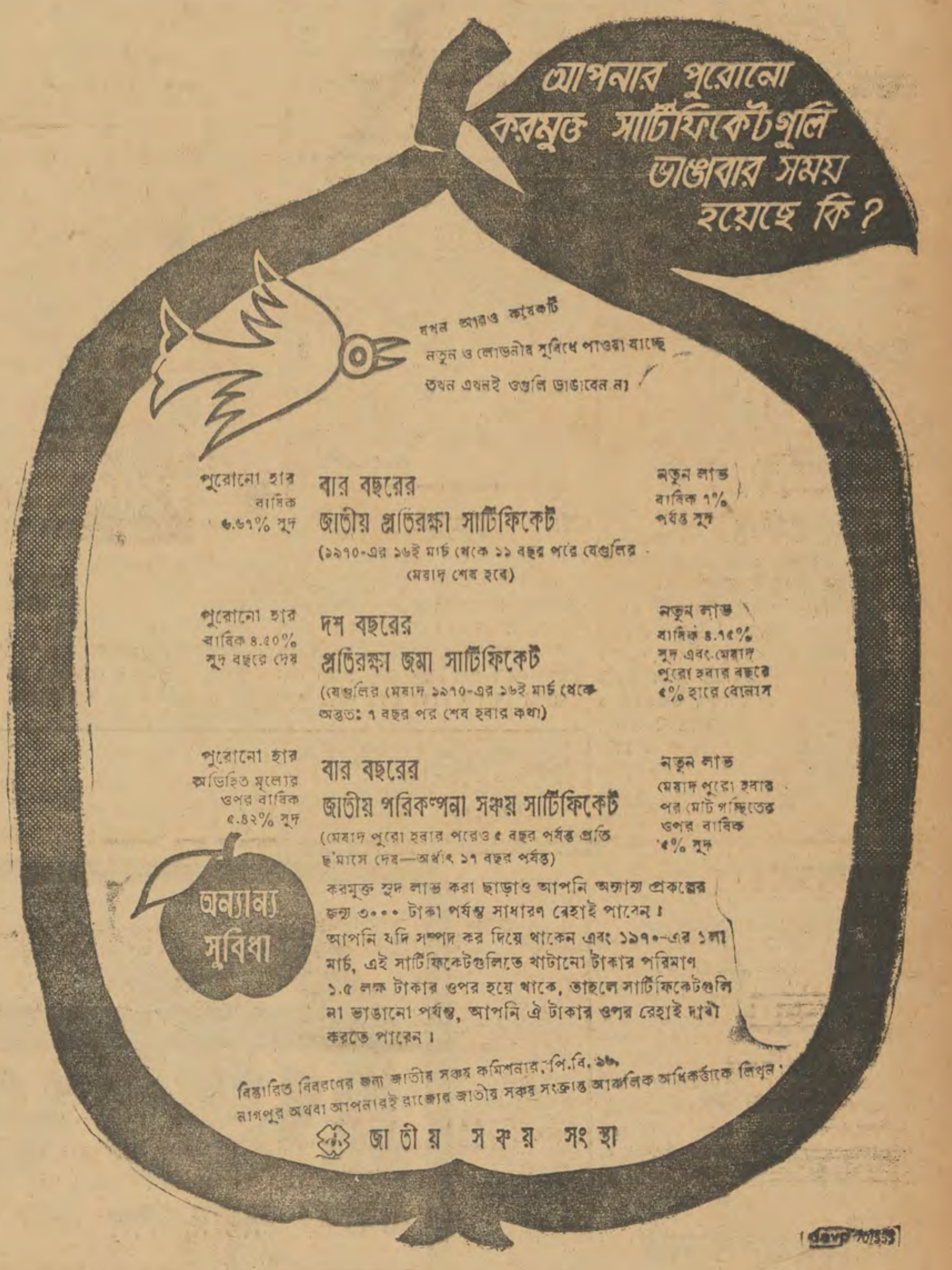

ভারতে সর্বত্রই জনপ্রিয় সেল হোল - জীপ সেল

জীপ-এর সেলের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখুন। এই সেল সবচেয়ে বেশীদিন চলে। টর্চের আলো আরো উজ্জ্বল করবার জন্য এবং ট্রানজিস্টরের আওয়াজ আরও স্পষ্ট ও জোরালো করবার জন্য একমাত্র জীপ-এর সেলই চেয়ে নিন।

ওজনে হালকা, আঁটসাঁট গড়ন, বহন করা সহজ

কির্লোস্কর ডিজেল পাম্পসেট

কির্লোস্কর এল কে এ ৪ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন এবং 3" সাকশন ও 3" ডেলিভারির কির্লোস্কর ৮ কে আর ১২ পাম্প'এর সমাবেশে তৈরী।

কির্লোস্কর অয়েল ইঞ্জিনস লিমিটেড
এলফিনস্টোন রোড, কির্কী, পুণা-৩

বিবাহের বেনারসী সাড়ী
প্রিয় গোপাল বিষয়ী
৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় ষ্ট্রীট
বড়বাজার • কলিকাতা-৭

সাতের নামতা
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত

অন্নপূর্ণা অয়েল মিল
মিলে খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪ ফোন-৫৫-৩৯৩০

প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষা

বাঁকুড়ায় ভোটের লড়াই এবার ভিন্ন ধাঁচে

রাঙামাটির দেশ বাঁকুড়া জেলায় ভোটের আসর এখন সরগরম। কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে যে হানাহানি খুনোখুনির রাজনীতি চলেছে বাঁকুড়ায় তার ছোঁয়াচ যে না লেগেছে তা নয়। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে জনমন আশংকামুক্ত নয়। তবু ক'দিন জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে মনে হল মোটামুটিভাবে রাজনীতিক নেতা ও কর্মী, সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য শ্রেণীর জনজীবন সেখানে কতকটা সহজ ছন্দেই চলেছে। এবং কেন্দ্রে কেন্দ্রে শহরে, গঞ্জে ও গ্রামে গ্রামে নির্বাচনী হাওয়া বেশ জোরেই বইছে।

নানা কথায় নানা ছন্দে বাক্যজাল রচনা করে ভোটারদের মন জয় করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জেলার বিভিন্ন স্থানে অনেক রাত পর্যন্ত সভাসমিতি চালাচ্ছেন। সেগুলিতে ভিড়ও প্রচুর। জনসাধারণ সব দলেরই বক্তব্য শুনছেন। কিন্তু তাঁদের অনেকের মনের কথাটা যে কী তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। তবু কর্মী, কর্মচারী, চাষী দোকানী, ক্ষুদ্রশিল্পী প্রভৃতি মহলের আলাপ-আলোচনায় যেটুকু আঁচ পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, এই জেলার অবক্ষয়ী ভূমি উদ্ধার ও জমি বণ্টন সমস্যা, ফি বছরের খরাগ্রাস থেকে গ্রামের ক্ষুৎপীড়িত নরনারীকে উদ্ধারের জন্য উপযুক্ত সেচব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত করে বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের প্রশ্নগুলিই এবারকার নির্বাচনে ভেতরে ভেতরে জনমনকে আন্দোলিত করছে।

দারিদ্র্যপীড়িত জেলা হিসাবে বোধ হয় পুরুলিয়ার পরেই বাঁকুড়ার স্থান। একটি বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী এ জেলায় মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ ক্ষেতমজুর। ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষক ও কৃষিজীবী। বড় চাষীর সংখ্যা ৯।১০ শতাংশ। এবং জোতদারের সংখ্যা এক শতাংশ। অথচ মাঠের পর মাঠ অবক্ষয়ী কাঁকুরে লালমাটির জমি বিস্তীর্ণ। সে জমির অধিকাংশই অনুর্বরা ও উঁচু-নীচু টিলা ও টিবিতে আকীর্ণ। যতটুকু জমিতে চাষ হয়, তাও একফসলী। সেচের কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। গভীর কূপ ও গভীর নলকূপ ছাড়া মাঠে জল পাওয়ার কোন আশা নেই। এ অবস্থায় ক্ষেতী অলাভজনক। অধিকাংশ ক্ষেতমজুরের বছরের অধিকাংশ সময়ই দুবেলা অন্ন জোটে না। বাঁকুড়া জেলায় কোন বড় শিল্প নেই। বৃহৎ শিল্প স্থাপনের দাবি ওই জেলার অনেক দিনের পুরানো, কিন্তু এখনও উপেক্ষিত। জেলার বিভিন্ন এলাকার পিতল কাঁসা শিল্প, রেশম শিল্প, শঙ্খ ও পাথরশিল্প, পোড়ামাটির শিল্প প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্প আছে। অনাদরে অবহেলায় ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সেগুলিও আজ মৃতপ্রায়। এর ওপর আছে কোন কোন বামপন্থী দলের শ্রমিক-দাবিতে ধর্মঘট ও অন্যান্য আন্দোলনের জোয়ার। ফলে বেশ কিছু শ্রমিক কর্মহীন। একমাত্র চালকল শিল্পেই কতকগুলি কল ইদানীং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন ১৫ হাজারের মত শ্রমিক বেকার হয়ে আছেন।

*

সেচের ব্যাপারে কংসাবতী প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় শেষ না হলে ওই প্রকল্পের পুরা সুবিধা বাঁকুড়াবাসীরা পাবে না। অথচ ওই দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাভাব ও সরকারী তৎপরতার অভাবে কবে শুরু হবে তাও জেলা কর্তৃপক্ষ বলতে পারেন না। ওই মহলের জনৈক পদস্থ ব্যক্তি বললেন, এই জেলায় কিছু কিছু খনিজ দ্রব্য আছে, বিশেষ করে জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে উলফ্রাম বা ছেনাপাথর ভূমিগর্ভে নিহিত আছে। তা উদ্ধার করার শিল্প স্থাপন করা গেলে অনেক লোক কাজ পেতে পারে। তাছাড়া ভূমির অবক্ষয় রোধের জন্য বনসৃষ্টি করা গেলে ভবিষ্যতে পালপ শিল্পও গড়ে তোলা যায় এবং তাতে অনায়াসে ৫।৬ হাজার লোকের রুজিরোজগারের সংস্থান হতে পারে।

কিন্তু জনসাধারণের অভিযোগ, কত নির্বাচন 'এল গ্যালো' কত মন্ত্রিসভা হল এবং চলে গেল, বাঁকুড়া এবং বাঁকুড়ার জনগণ যে তিমিরে সেই তিমিরে। তাই শালতোড়ার জনৈক আদিবাসী প্রশ্নের উত্তরে সাফ জবাব দিলেন, ভোট দিয়ে কী হবেক বাবু, মোদের ত কিছু হচ্ছোনি।' তাহলে কি আপনারা ভোট দেবেন না? এ প্রশ্নের উত্তরে তারই এক সহকর্মী বললেন, তা দিব না কেনে? বাবুরা এয়েছে, ভোট দিতে বলছে। ভোট মোরা দেব বই কি। কিন্তু ভাবি, ভোট দিয়ে কী আর হবেক বাবু।

বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা অবশ্য এতে ঘাবড়াননি। তাঁদের অনেকে স্থানীয় সমস্যাগুলির অর্থনৈতিক দিকটা পাশ কাটিয়ে রাজনৈতিক দিকেই জনমনকে বেশী চালিত করতে সচেষ্ট। তাই শহরে গঞ্জে ত বটেই, এমনকি সুদূর গ্রামাঞ্চলেও কুটিরের মেটে দেওয়ালগুলিও নানা পোসটারে, শ্লোগানে ও দেওয়াল লিখনে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে সি পি এম ও নবকংগ্রেস খুব বেশী তৎপর দেখা গেল। সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস ও আদি কংগ্রেসও কম যাচ্ছেন না। তবে আদি, নব ও বাংলা—এই তিন কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে সংগ্রাম ও হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির বিরুদ্ধে জনমনকে সচেতন করতে বেশী সচেষ্ট। পক্ষান্তরে বামপন্থী দলগুলি সচেষ্ট সেই পুরানো কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব ভোটারদের মধ্যে জিইয়ে তুলে বেশী ভোট কুড়াতে। বাঁকুড়ায় একজন স্থানীয় সি পি এম নেতা স্পষ্টই বললেন, জনসাধারণ মশাই এখনও কংগ্রেস-বিরোধীই আছে। যে দল যত বেশী কংগ্রেসবিরোধী বলে মনে হবে, জনগণ সেই দলের প্রার্থীকেই ভোট দেবে। এবং আমরা অর্থাৎ সি পি এম, নানা আন্দোলন, নানা কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি আমরাই সেই কংগ্রেসবিরোধী দল। মূল সুর এক হলেও সি পি আই কর্মীরা কিন্তু তা আদৌ স্বীকার করেন না। বিষ্ণুপুরে এক সি পি আই নেতা বললেন, জনগণের মধ্যে কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব রয়েই গিয়েছে। কিন্তু তারা খুনখারাপি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। সেদিক থেকে সি পি আই-ই তাদের সমর্থন পাবে বেশী ভোটের পর কথাটা মিলিয়ে নেবেন মশাই।'

কিন্তু যেখানেই গিয়েছি এবং দলীয় ক্যাডার-এর বাইরে যার সঙ্গেই কথা বলেছি, তাঁদের অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, তিন কংগ্রেস এবার এক হতে পারলো না কেন? তাহলে ত অবস্থা অন্যরকম হত। আপনারা ত কলকাতার লোক। বলুন ত বুঝিয়ে।

তিন কংগ্রেস ত বটেই, আপাত নিরপেক্ষ অনেকে মনে করেন বাঁকুড়ায় এবার কংগ্রেসী হাওয়া বেশী। অন্তত উনসত্তরের কংগ্রেসবিরোধী বামপন্থী হাওয়া এ জেলায় এবার অনেক কম। তবু কি কংগ্রেস, কি কংগ্রেসবিরোধী কোন মহল যে এবারকার ভোটের ফসল কতটা কার ঘরে তুলবেন তা হলফ করে বলা মুশকিল।

বাঁকুড়া জেলায় বিধানসভার জন্য মোট ১৩টি আসন। এর মধ্যে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫২) কংগ্রেস ১০ এবং হিন্দুমহাসভা ৩টি আসন পায়। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫৭) সব কটি অর্থাৎ ১৩টি আসনই পায় কংগ্রেস। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে (১৯৬২) কংগ্রেস ৯টি এবং কম্যুনিসট পারটি (যুক্ত) ৪টি আসন দখল করে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে (১৯৬৭) কংগ্রেস ৯টি আসন এবং বাংলা কংগ্রেস ৪টি আসন পায়। ১৯৬৯ সালে প্রথম অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস একটি আসনও পায় না। সব কটিই যুক্তফ্রনটের অংগ দলগুলি দখল করে। তার মধ্যে বাংলা কংগ্রেস ৬, সি পি এম—৪, সি পি আই—১, ফরওয়ারড ব্লক—১ এবং এস এস পি—১। এবারকার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে দলগত চিত্র ঘুরে গিয়েছে। যুক্তফ্রনট বিযুক্ত—আট পারটি, ছয় পারটি এবং বাংলা কংগ্রেসে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর এস পি, লোক-সেবক সঙ্ঘ প্রভৃতি কয়েকটি দল কোন জোটেই নেই। কংগ্রেসও দুই ভাগে বিভক্ত। ফলে ভোটের লড়াইয়ের চেহারাও পালটেছে।

এবার ১৩টি আসনের জন্য মোট ৭২ জন প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন। তার মধ্যে বিভিন্ন দলের প্রার্থী সংখ্যা : নবকংগ্রেস—১৩, আদি কংগ্রেস ১১, সি পি এম—১০, সি পি আই—৯, বাংলা কংগ্রেস—১১, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস—৩, হিন্দুমহাসভা —২, আর এস পি, এস পি, এস এস পি, এস ইউ সি ও ফরওয়ারড ব্লক ১টি করে। নির্দলও আছে দুটি আসনে। অবস্থা তাই বিশেষ বিভ্রান্তিকর। গত দুবারের তুলনায় বাংলা কংগ্রেসকে এবার এ জেলায় অনেকটা একাই লড়াই করতে হচ্ছে। সুতরাং এবার কংগ্রেসমনা ভোটার কোন্ কংগ্রেসকে ভোট দেবেন এবং কংগ্রেসবিরোধী ভোটারই বা কোন্ বামপন্থী প্রার্থীকে ভোট দেবেন তা স্থির করা সহজ হচ্ছে না। তাই মোটামুটি অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তা এই : যেখানে যে পারটির সংগঠনী শক্তি বেশী এবং যে পারটির ক্যাডাররা শেষ দিকে নির্বাচনী জিগীর বেশী তুলে ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে বেশী সংখ্যায় নিয়ে যেতে পারবেন সেই দলেরই জেতার সম্ভাবনা বেশী।

*

তবুও গুরুত্বের দিক থেকে কতকগুলি কেন্দ্রে মর্যাদার লড়াই হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট দলগুলি মনে করেন। ছাতনা কেন্দ্রটি অন্যতম। এখানে আদি কংগ্রেসের হয়ে প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন সংযুক্ত কংগ্রেসের দীর্ঘকালের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দু দে। তাঁর বিরুদ্ধে নবকংগ্রেস প্রার্থী প্রাক্তন এম এল এ শ্রীকমল হেমব্রম। এ আসনটি গত নির্বাচনে এস এস পির শ্রীসুদর্শন সিং দখল করেছিলেন। এবার এস পি দলের হয়ে তিনিই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে এস এস-পি-র শ্রীসুনীল আচার্য লড়াইয়ে নেমেছেন। এ ছাড়া বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের আছেন শ্রী রবি দত্ত তিনি সি পি এম-এর সমর্থন পাবেন। শ্রীকিসকু সনাতন নামে নির্দলীয় সদস্যও আছেন। তবুও অনেকে মনে করেন, লড়াইটা হবে আদি ও নব—দুই কংগ্রেসে। আদিবাসী এবং স্থানীয় তাম্বুলি সমাজ কাকে তুলে ধরবেন তার উপরই জয়পরাজয় নির্ভরশীল।

আর একটি মর্যাদার লড়াই হবে তালডাংরায়। এ আসনটিতে আগে কয়েকবার শ্রীমতী পূরবী মুখারজি জয়লাভ করেন। গত নির্বাচনে তিনি প্রায় ২৭০০ ভোটে সি পি এম প্রার্থী শ্রীমোহিনীমোহন পণ্ডার কাছে পরাজিত হন। এবারও শ্রীপণ্ডাকে জিতিয়ে আসনটি দখলে রাখবার জন্য সি পি এম কর্মীরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু হাওয়া নব-কংগ্রেস প্রার্থীর দিকে বলে নবকংগ্রেস কর্মীরা দাবি করছেন। এ কেন্দ্রে অবশ্য আদি কংগ্রেস, সি পি আই এবং ভারতীয় ঝাড়খণ্ড প্রার্থীও আছেন। বিষ্ণুপুরে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে শ্রীষষ্ঠীদাস সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন তাঁরই সহোদর সি পি আই প্রার্থী শ্রীবিমলকুমার সরকার। আসনটি গতবার বাংলা কংগ্রেসের ছিল। স্থানীয় অনেকে বললেন, বাংলা কংগ্রেস ও আট পারটি আলোচনা শেষ পর্যন্ত ভেঙে যাওয়ায় দুই ভাই এই দ্বৈরথ সংগ্রামে নেমেছেন। অবশ্য এই কেন্দ্রে আদি ও নব কংগ্রেস প্রার্থিদ্বয় ছাড়াও জনসংঘ এবং সি পি এম প্রার্থীও আছেন। বাঁকুড়া জেলায় একমাত্র মহিলা আছেন শ্রীমতী সুমিত্রা চ্যাটারজি। তিনি সি পি এম প্রার্থী। আসনটি গতবার ছিল সি পি আই-এর। এবারও তাঁরা প্রার্থী দিয়েছেন—শ্রীদেবব্রত চ্যাটারজিকে। এখানে নব-কংগ্রেসের শ্রীকাশীনাথ মিশ্র, বাংলা কংগ্রেসের শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন দুবে, আদি কংগ্রেসের শ্রীঅমিয়কান্তি রায় ছাড়াও জনসংঘ প্রার্থী আছেন শ্রীগুণময় চট্টোপাধ্যায়। এখানে সি পি আই ও নব-কংগ্রেসের মধ্যে জোর লড়াই হবে বলে অনেকে মনে করেন। জেলার সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী হচ্ছেন গঙ্গাজলঘাটিতে—শ্রীকামাখ্যা-চরণ বাউড়ি। তিনি একজন গ্র্যাজুয়েট এবং বয়স ২৫ বছর কয়েক মাস। তিনি আদি কংগ্রেসপ্রার্থী। ওই দলের ধারণা লড়াইটা এবার তাদের সঙ্গে সি পি এম-এরই হবে। এখানে সি পি এম প্রার্থী শ্রীকালীপদ বাউড়ি। এটি গতবার বাংলা কংগ্রেসের দখলে ছিল। এবার ওই দলের প্রার্থী শ্রীনবদুর্গা মণ্ডল। এছাড়া নব-কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীশক্তিপদ মাঝি। এটা তফশিলী আসন।

বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীহরিদাস মিত্রের পক্ষে এবং বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে নবকংগ্রেস প্রার্থী শ্রীগুরুপদ খাঁর পক্ষে প্রচার মহড়া বিশেষ জোর বলে মনে হল। বাঁকুড়া কেন্দ্রে দুই কংগ্রেস প্রার্থী, সি পি আই, সি পি এম, লোকসেবক সংঘের প্রার্থীরা এবং একজন নির্দল প্রার্থীও আছেন। বিষ্ণুপুরে আদি কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, দুই কমিউনিসট পারটির প্রার্থীরাও আছেন।

বাঁকুড়ার তরুণ জেলাশাসক শ্রীরামচন্দ্রন দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, জেলার পল্লী অঞ্চলে বেশ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া। তিনি ভোট কেন্দ্রগুলির জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারী পেয়েছেন। প্রতি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে দুইজন করে সশস্ত্র পুলিশ থাকবে। তাছাড়া সারা জেলায় মিলিটারি ও সি আর পিও যথেষ্ট মোতায়েন আছে। সুতরাং ভোটের জন্য তাঁরা তৈরি। ভোট পর্ব এই জেলায় নিরাপদেই সমাধা হবে বলে তাঁর আশা। জেলায় নির্বাচনী ডামাডোলের প্রাচুর্য দেখে তাঁর এই আশা দুরাশা বলে আমারও মনে হয়নি।

—শিবদাস ভট্টাচার্য

১০ই মার্চ

সাধারণ নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ

•

মনে রাখবেন, নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় অনুযায়ী আগামী ১০ই মার্চ বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন হবে।

•

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্যই, গ্রামে ও শহরে সর্বত্রই, উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

•

১০ই মার্চ নির্ভয়ে নিজ নিজ কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করুন।

•

ভোট দেওয়া আপনার এক মহান দায়িত্ব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

চিত্রপ্রদর্শনী

রুচির যোশী

একাডেমি অব ফাইন আরটস-এ রুচির যোশীর এক চিত্রকলা প্রদর্শনী বাস্তবিকই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রুচির যোশীর বয়স মাত্র এগারো এবং আরও আশ্চর্য হতে হয় যখন শোনা যায় ছবি আঁকার জন্যে তার কোনও শিক্ষক নেই। এক সময় রুচির-এর বাবা শ্রীযোশী শিল্পী পরিতোষ সেন মশাই-এর কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন—'এ ছেলে কাগজ পেন্সিল পেলেই হিজিবিজি কেটে ভর্তি করে. উপায় কি?' সেন মশাই জবাব দিয়েছিলেন, 'ও যত চায় ততই রঙ তুলি ক্যানভাস কিনে দিন।' প্রখ্যাত শিল্পীর পরামর্শ মত রুচিরের বাবা পুত্রকে কিনে দিয়েছেন রঙ, কাগজ, তুলি আর পুত্র মনের আনন্দে এঁকে গেছে ছবি। ঐটুকু ছেলে, কিন্তু কি ছবি এঁকেছে! তেল রঙেও কাজ করেছে, জল রঙেও কাজ করেছে। একেবারে ধুরন্ধর শিল্পীদের মত। 'ব্রাঞ্চ অ্যাক্রশ দি ভিউ' রচনায় গাঢ় কালো রঙের জমির ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে একটি গাছের ডাল আর সেই ডালে ফুটে আছে পীত বর্ণের ফুল। ওপরে নীল আকাশ। কি বেপরোয়া রঙের ব্যবহার আর সেই সঙ্গে কি অপূর্ব 'ভিশন'! 'গোল্ড ইন দি ফিল্ডস'-এ কেবল হলুদ আর হলুদ। এ ছবি ভিনসেনট ফান গখ দেখলে না জানি কতই না আনন্দ পেতো। 'ফীলড অ্যানড ফেনস', এবং 'বুমিং ফিলডস ইন দি সানসেট' রচনাতেও আবার ঐ হলুদের খেলা। 'সিটি বাই দি নাইট' সৃষ্টি হয়েছে অ্যাকশন পেইনটিং-এর ক্রিয়া কৌশলে—কালো জমির ওপর রঙের ফোঁটা কেটে কেটে। এ ছেলে বড় হলে যে একজন মস্তবড় শিল্পী হবে সে ভবিষ্যৎবাণী নিঃসন্দেহেই করা যায়। প্রদর্শনীটি চলবে আগামী ২৮ ফেবরুয়ারী পর্যন্ত।

—কলাসমালোচক

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা : আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার